

রেফারেন্স (সাক্ষর)

রেফারেন্স (সাক্ষর)

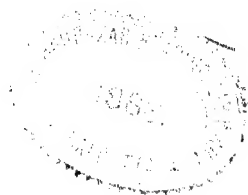
রেফারেন্স (সাক্ষর) গ্রন্থ

রেফারেন্স (সাক্ষর)



ভারতবর্ষীয়

কবিদিগের সময়নিরূপণ ।



ভারতবর্ষায় কবিদিগের সময়নিক্রপণ

“সংস্কৃত কোকিলদূত কাব্য” প্রণেতা

৩ হরিমোহন প্রামাণিক প্রণীত।



কলিকাতা ;



১২২ নং দরমাহাটা ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীযশোদানন্দন প্রামাণিক কর্তৃক প্রকাশিত

ও

১৩/৭ নং বুল্ডার্ড বস্তুর লেন, সাহিত্য-বল্লভ

শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

১৩০২।

ବାପାଙ୍କ ନାମ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା
 ଶ୍ରେଣୀ
 ଡିଭିଜନ
 ମାଟ୍ରିକ୍ ନମ୍ବର
 ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ୦୭/୦୯/୨୦୦୬



ভূমিকা ।

ভারতবর্ষীয় কবিদিগের আবির্ভাবকাল নিরূপণ বিষয়ক কোন গ্রন্থ নাই বলিয়া অনেকেই আক্ষেপ করিয়া থাকেন ; ভারতবর্ষে পুরাবৃত্ত গ্রন্থ রচনার প্রথা না থাকাতোই এই দোষ ঘটয়াছে। যদিও পণ্ডিতবর উইলসন্ সাহেব প্রভৃতি এতৎসম্বন্ধীয় অনুসন্ধান কার্যে অনেক যত্ন ও শ্রম স্বীকার করিয়াছেন, তথাপি কেহ ইহাতে সম্যকরূপে রূতকাণা হইতে পারেন নাই ; কিন্তু তাঁহাদের দ্বারা এতদ্দেশীয় লোকদিগের এতদ্বিষয়ের প্রতি যে দৃষ্টি নিক্ষেপ হইয়াছে, ইহাই আমাদের সৌভাগ্যের বিষয়।

এই সংকলিত কার্যের সংসাদন করা সহজ ব্যাপার নহে। এক ত এই প্রস্তাব ঘটত কোন গ্রন্থাদি নাই। রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি ছই একখানি গ্রন্থ যাহা আছে, তাহাতে সমুদয় ভারতবর্ষের ইতিবৃত্ত লিখিত হয় নাই ; বিশেষতঃ, তাহাতে কেবল রাজাদিগের জীবনচরিত ব্যতীত কবিদিগের বিষয় লিখিবার উদ্দেশ্য ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, বর্তমানকালের পুরাবৃত্তানুসন্ধানী পণ্ডিতগণ অত্যাশ্রয় প্রসঙ্গের আনুসঙ্গিকরূপে তদ্বিষয়ে যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যেও আবার পরস্পর মতের এ প্রকার বিসম্মত দেখা যায় যে, তাহার মীমাংসা করা অসম্ভবতার ক্ষমতার অতীত। তথাপি সেই সকল পণ্ডিতগণকেই আমরা এই চূর্ণম পথের প্রদর্শক বলিয়া নানা গ্রন্থ হইতে তাঁহাদিগের বাক্য সকল সংকলন করিয়া এই নূতন গ্রন্থের অবতারণা করিতেছি।

ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময় নিরূপণ করিব বলিয়া সঙ্কল্প করিয়াছি বটে, কিন্তু যেমন কোন পুণ্যানদীতে অবগাহন করিতে অশক্ত হইলে তাহার বিম্ভ-মাত্র জলস্পর্শ করিয়া লোকে আপনাকে পবিত্র জ্ঞান করে, আমিও সেই প্রকার কতিপয় কবির নামকীৰ্ত্তন করিয়াই আপনাকে রূতার্থস্বত্ত্ব জ্ঞান করিতেছি। অত্যাশ্রয় যুগবন্তী কবিগণ, যাহারা ঋষি নামে খ্যাত, তাঁহাদিগের কথা দূরে থাকুক, এই কলিযুগের মধ্যে কত কবি জন্মিয়াছিলেন, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। আমি অনেক পরিশ্রম করিয়া যে কয়েকজন মাত্র কবির বিষয়

লিখিলাম, তাঁহাদিগের সমুদয় সংখ্যার সমষ্টি করিলে, বোধ করি, ইহা তাহার শতাংশের একাংশও হইবে না। অতএব এ বিষয়ে আমার যে আগ্রহ করা, সে কেবল ছরাশা মাত্র।

“তিতীষু দুঃস্বরং মোহাদুড়ুপেনান্মি সাগরং।”

অথবা—

“প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহরিব বামনঃ।”

আমি এই পুস্তকের মধ্যে বাহা কিঞ্চিৎ লিখিলাম, তাহার মধ্যে অনেক বিষয়ে আমি নিজ অনুসন্ধান ও অনুমানের উপর নির্ভর করিয়াছি, অতএব ইহাতে ভ্রম থাকিবার অনেক সম্ভাবনা। পাঠকমহাশয়গণ সেই সকল ভ্রম সংশোধন করিয়া এবং অতিরিক্ত অনুসন্ধান বাহা করিতে পারেন তাহা লিখিয়া যদি সর্বসাধারণের সমীপে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের নিকট আমি বিশেষ বাধিত হইব এবং তদ্বারা এতদ্বিষয়ের অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তিদিগেরও যথেষ্ট উপকার দর্শিবে।

পণ্ডিত ও কবিদিগের মধ্যে অনেকেরই লিখিত সময়ের অবধারণ করিতে পারা যায় নাই; কিন্তু কোন নিশ্চিত সময়বর্তী প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তার গ্রন্থের মধ্যে তাঁহাদের নাম উল্লেখিত থাকা দৃষ্টি করিয়া তাঁহাদিগকে তত্তৎগ্রন্থকর্তার পূর্ববর্তী বলিয়া লেখা গিয়াছে। ইহাতে তাঁহাদিগের জীবিত সময়ের কতক নির্ধারণ হইয়া থাকার সম্ভাবনা।

কবিদিগের কোন বিষয় লিখিতে হইলে প্রথমে “কবি” কাহাকে কহে, তাহার নির্ণয় করা আবশ্যিক। অলঙ্কারকৌস্তুভে উক্ত হইয়াছে :—

“সবীজো হি কবিজ্ঞেয়ঃ স সর্ববাগমকোবিদঃ।

সরসঃ প্রতিভাশালী যদি স্মাদুত্তমস্তদা” ॥

বীজ অর্থাৎ কাব্যোৎপত্তি এবং কাব্যরসান্বাদন এই উভয়ের হেতুভূত প্রাক্তনসংস্কারবিশেষবিশিষ্ট ব্যক্তিই কবি। তিনি যদি সর্বশাস্ত্রবেত্তা, স্মরসিক এবং প্রতিভাশালী (১) হন, তাহা হইলে তাঁহাকে উত্তমের মধ্যে গণনা করা যায়।

(১) নব নব বিষয়ের উল্লেখশালিনী বুদ্ধিকে “প্রতিভা” কহে; বধা—“প্রজা নবনবোন্মেষ-শালিনী প্রতিভা মতা” ইতি।

সাহিত্যদর্পণের দশম পরিচ্ছেদে বিশেষাঙ্কারে লিখিত আছে যথা—

দিবমপ্যুপযাতানামাকল্পমনল্পগুণগণা যেষাম্ ।

রময়ন্তি জগন্তি গিরঃ কথমপি কবয়ো ন তে বন্দ্যাঃ ॥

সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা সাহিত্য-শাস্ত্রকে দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত করেন, শ্রব্যাকাব্য ও দৃশ্যাকাব্য । তাঁহারা এই উভয় বিভাগের মধ্যেই সমুদয় সাহিত্য শাস্ত্র সমাবেশিত করিয়াছেন । শ্রব্যাকাব্য ত্রিবিধ ;—পদ্মময়, গজময়, গজ-পদ্মময় । পদ্মময় কাব্যও ত্রিবিধ ;—মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, কোষকাব্য । পরস্পরনিরপেক্ষ শ্লোকসমূহকে কোষকাব্য কহে, যথা—অমরশতক, সূর্য্য-শতক প্রভৃতি । কিন্তু আমরা কোষশব্দ-বাচ্য পদ্মময় অভিধান গুলিকেও (যদিও তাহাতে কাব্যের লক্ষণ নাই) কোষকাব্যের মধ্যে গণনা করিয়া তৎ-প্রণেতা অমর সিংহ প্রভৃতিকেও কবির মধ্যে পরিগণিত করিলাম ।

এক্ষণে কলের্গতাকা ৪৯৬৭ বৎসর । সম্বৎ ১৯২৩ বৎসর । শকাব্দা ১৭৮৮ বৎসর । বঙ্গাব্দ ১২৭৩ (২) । খৃষ্টীয়াব্দ ১৮৬৬।৬৭ । ইহার মধ্যে বিশেষ এই সম্বৎ চান্দ্রমানে, শকাব্দা সাবনমানে(৩) এবং বঙ্গাব্দ সৌরমানে গৃহীত হয় । খৃষ্টীয়াব্দ প্রতিবৎসর সৌর পৌষমাসের অষ্টাদশ দিবসে গ্রায়ই আরম্ভ হইয়া থাকে । কেহ কেহ কহেন (৪) যুধিষ্ঠিরের ৩০৪৩ অব্দ গত হইলে বিক্রমাদিত্যের আধিপত্য কাল অর্থাৎ সম্বৎ আরম্ভ হয় (৫) ; কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর গণনা অনুসারে কলিযুগের ৬৫৩ বৎসর গত হইলে কুরুপাণ্ডবদিগের জন্ম হয় (৬) । ইহাতে এক্ষণে কলিযুগের ৪৯৬৭ বৎসর এবং সম্বতের ১৯২৩ বৎসর গত

(২) ১২৮০ বঙ্গাব্দের ৪ঠা ভাদ্র তারিখে গ্রন্থকারের মৃত্যু হয় ; সুতরাং গ্রন্থ-প্রণয়নের ২৯ বৎসর ও গ্রন্থকর্তার মৃত্যুর ২২ বৎসর পরে ইহা প্রকাশিত হইতেছে । ইতি—প্রকাশক ।

(৩) সৌর সম্বৎসরে বটদিবসাদিকঃ সাবনসম্বৎসরো ভবতীতি মলমাসভবঃ । অর্থাৎ সৌরসম্বৎসরের অপেক্ষা সাবনসম্বৎসর ছয় দিন অধিক হইয়া থাকে ।

(৪) অনেক পুরাণাদিরই এই মত বটে ।

(৫) উর্দ্ধভাষায় লিখিত “আরাএশ মহকল” নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, যুধিষ্ঠিরের ৩০৪৪ বৎসর পরে বিক্রমাদিত্যের শক আরম্ভ হয় ।

(৬) “শতেষু বটেষু সার্দ্ধেযু ত্র্যধিকেষু চ ভূভলে ।

কলের্গতেষু বর্ধণামভবন্ কুরুপাণ্ডবাঃ ॥”

কল্পণ রাজতরঙ্গিণীর প্রথম তরঙ্গের ৫১ শ্লোক ।

হওয়াতে তদুভয়ের গণনা করিলে যুধিষ্ঠিরাকের ২৩৯০ বৎসর গত হইলে পর
বিক্রমাদিত্যের সম্বৎ নামক বৎসরের প্রারম্ভ হয়।

মঙ্গলাচরণ।

নব্বেশং ব্রহ্মিণং হরীন্ গণপতিং বাণীং গুরুং ভার্গবং
বাণ্মীকিং ভরতং পরাশরমপি ব্যাসং বশিষ্ঠাদিকং।
কর্তুং কালনিরূপণং হি ক্রিয়তাং প্রাক্ সংকবীনাং মহা-
শক্তিঃ কিন্তু ন বেদ্মি কিং মম পরং হাশ্রাস্পদত্বং ভবেৎ ॥

অর্থার্থঃ।

ঈশ (শিব), ব্রহ্মিণ (ব্রহ্মা), হরীন্, (১), গণপতি (গণেশ), বাণী
(সরস্বতী), গুরু (বৃহস্পতি) ভার্গব (শুক্লাচার্য্য), বাণ্মীকি, ভরতমুনি, পরা-
শর, ব্যাস, এবং বশিষ্ঠ (২) প্রভৃতিকে প্রণাম করিয়া কতিপয় সংকবির বর্ত্ত-
মান সময় নিরূপণ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম; কিন্তু ইহাতে আমি হাশ্রাস্পদ
হইব কি না তাহা জানি না।

(১) একশেষ সমাসে বহুবচনান্ত প্রয়োগ দ্বারা বিষ্ণু ইন্দ্র, ও চন্দ্র সূর্য্যকে বুঝাইল;
যেহেতু মেদিনীকার ও হেমচন্দ্র প্রভৃতি ইহাদিগকেও কবি শব্দে উক্ত করিয়াছেন। এবং হরি
শব্দে কপি অর্থাৎ হনুমানকেও বুঝায়। যেহেতু মহানটক তাহার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ। কেহ
কেহ উক্ত নাটকে কালিদাসের রচিত বলিয়া বিবেচনা করেন, কিন্তু বখন দশরূপাবলোকের
মধ্যে মহানটকের ৪৪ সংখ্যক :—

“বাহুবলং ন বিদিতং ন চ কাম্মু কস্ত

ত্রৈয়ম্বকস্ত সূতরাময়মেব দোষঃ।

তচ্চাপলং পরশুরাম মম ক্রমস্ত

ডিভস্ত দৌর্ব্বিলসিতানি মুদে গুরুণাম্ ॥”

এই শ্লোকটিকে হনুমন্নাটকের বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে, তখন ইহার ঐকজ্ঞ প্রবাদের
শ্রবণতা হইতে পারে না। সঙ্গীতশাস্ত্রাদির কোনকথানি গ্রন্থ হনুমানের রচিত বলিয়া
প্রসিদ্ধ আছে। ত্রৈয়ম্বকবতের হনুমদভাষা ও পদ্যাবলী-ধৃত শ্লোক সকল হনুমন্নাটক
অন্ত কোন ব্যক্তির রচিত হইবে। সেতুবন্ধে প্রাপ্ত বণিকগণ কর্তৃক “খণ্ডপ্রশস্তি” হনুমন্তুত।
The Pandit, No. 49. এই “খণ্ডপ্রশস্তি” চতুর্দশ শ্লোকটি ভাগবতে ও বটসম্প্রতি সংখ্যক
শ্লোকটি কর্ণাটরাজবর্ণনে মহাপদ্যে ৬ষ্ঠ শ্লোকে ধৃত হইয়াছে। The Pandit, No 51, p.
75 and ditto, iNo. 58, p. 232.

(২) ইহারা সকলেই আদি কবি; এ অন্ত ইহাদিগের প্রত্যেককে প্রণাম করা গেল।
ইহাদিগের সময় নিরূপণ করা অনাবশ্যক, যে হেতু নানা পুরাণে তাহা বিস্তারিতরূপে বর্ণিত
আছে।



গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনবৃত্তান্ত

১৯৪৮ শকাব্দের ৫ই পৌষ মঙ্গলবারে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী শান্তিপুর গ্রামে হরিমোহন প্রামাণিকের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রাধামাধব প্রামাণিক ও পিতামহের নাম রামচন্দ্র প্রামাণিক। রামচন্দ্র প্রামাণিক নিজালয়ে শ্রীশ্রী৮ স্বাধারমণ্ডি বিগ্রহের মূর্তি ও সেবা স্থাপন ও অন্ত্যাত্ম বহুবিধ সন্ধ্যায়ের দ্বারা ভূয়সী প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া যান।

রাধামাধব প্রামাণিক বাল্যে সংস্কৃত ও পারসি শিক্ষা করিয়া পরিণত বয়সে কলিকাতায় থাকিয়া ইংরাজি শিক্ষা করেন। ইংরাজি শিক্ষার প্রথমাবস্থায় শান্তিপুর গ্রামে যে কয়েক জন উক্ত ভাষা শিক্ষা করেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহার ছাত্র। বিদ্যামুখীলনে তাঁহার সবিশেষ যত্ন ছিল, এবং স্বয়ং ও মোলবী রাখিয়া অনেক ছাত্রকে নিজালয়ে ইংরাজি, সংস্কৃত ও পারসি শিক্ষা দিতেন। তাঁহার কৃত কোন সম্পূর্ণ গ্রন্থ যদিও আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই, কিন্তু সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্গালা ভাষায় পদাবলি ও গীতাদি যাহা রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেক গুলিতে বিশেষ গুণগণা লক্ষিত হয়। পাঠকবর্গের গোচরার্থ এই স্থলে রাধামাধব প্রামাণিকের কৃত একটি কীর্তনের পদ উদ্ধৃত করা গেল; এ পদটি অত্য়পি শান্তিপুরে সময়ে সময়ে গীত হইয়া থাকে।

তাল ঠেকা ;—রাগ বসন্তবাহার।

চন্দ্রমল্লিকা যুগি বিকশিত হয়। (আহা)

কুঞ্জ শোভে অতিশয়।

গুঞ্জরে মধুকর মনোহর রঙ্গে।

হরি খেলত নব গোপী সঙ্গে ॥

মোহনলাল, লাল, লাল হে।

বাজত তাল তরঙ্গে,

নাচত মুরহর মোহন ত্রিভঙ্গে ॥

ডারে গোলাল, আজু রজ ভৈই ভাল।

গাওয়ে রসাল কোহি ধরে করতাল ;

পীতবসন শোভে শ্রীনন্দ-কুমার,

নীলবসন রাধার, দৌহ বদন দৌহে

নিরখে অপাঙ্গে ॥

রাধামাধব প্রামাণিকের সততা ও বদাশ্রুতার বিষয় সর্বদাই লোকমুখে শ্রবণ করা যায়। হরিমোহন রাধামাধব প্রামাণিকের তৃতীয় পুত্র। জ্যেষ্ঠ রাধাশ্রাম ও মধ্যম বিশ্বম্ভর যৌবনাবস্থাতেই পরলোক গমন করেন। বাল্যকালে হরিমোহন তাঁহার পিতার নিকটে সামান্তরূপ ইংরাজী, সংস্কৃত ও পারসি শিক্ষা করেন। যৌবনাবস্থায় তিনি কবিরাজ কালিদাস সেনের নিকট সংস্কৃত ভাষা ও মুন্সি কিছু নামক একজন মুসলমান মৌলবির নিকট রীতিমত পারসি ভাষা অধ্যয়ন করেন। যদিও কোন ব্যক্তিবিশেষের নিকট ইংরাজী ভাষা পরে অধ্যয়ন করেন নাই, তথাপি সংস্কৃত ও পারসি ভাষার জ্ঞান ইংরাজিতেও তিনি বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। ব্যাকরণ, অভিধান ও প্রথম পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে তিনি বর্তমান ইয়ুরোপের ও ভারতবর্ষের অধিকাংশ ভাষা ও অনেকগুলি প্রাচীন ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন। স্বেচ্ছা পাঠ্যই উপযুক্ত ব্যক্তির নিকটে সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া লইতেন। (১)

(১) ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁহার কি প্রকার আশুকৃতি ও অধ্যবসার ছিল, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত দুইখানি পত্রে প্রকাশ হইবে। প্রথম পত্রখানি ১৮৭১ সালের ১লা মার্চ তারিখে শান্তিপুর হইতে তিনি রেভেরেণ্ড স্যামুয়েল ডাইলন সাহেবকে লিখিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পত্রখানি কলিকাতার বেনেটোলা নিবাসী খ্রীষ্ট পণ্ডিত নবদীপচন্দ্র গোস্বামী মহাশয় ১২৭৮ সালের ১লা আশ্বিন তারিখে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন। প্রথম পত্রখানি, যথা—

Sir,

* * * * *

An attentive perusal of the Greek Gospels has incited in me a great curiosity of reading the original Pentateuch. I presume therefore to ask your directions as to which Hebrew and English Grammar may be found to be the most appropriate for a beginner.

I have &c.

Hari Mohon Pramanik.

১৭৭৭ শকে হরিশোহন প্রামাণিক “সংস্কৃত কোকিলদূত” কাব্য রচনা করিয়া ১৭৮৫ শকে মুদ্রাঙ্কিত করেন। উক্ত কাব্যের সংস্কৃত টীকা তাঁহার সংস্কৃত অধ্যাপক কালিদাস সেন ও বাঙ্গালা টীকা তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দীনদয়াল প্রামাণিকের নামে প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ সমগ্র গ্রন্থই হরিশোহনের লেখা। গ্রন্থ খানি বিতরণ জগন্নাথ গ্রন্থকার মুদ্রাঙ্কিত করেন।

“সংস্কৃত কোকিলদূত” কাব্য রচনার পূর্বে তিনি ইংরাজিতে “An Address to Young Bengal” নামক আর্থ্যাথর্ষের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক এক প্রবন্ধ রচনা করেন ; তাহা অত্যাধিক মুদ্রাঙ্কিত হয় নাই। এতদ্ভিন্ন ১৭৮৭ শক হইতে ১৭৯৩ মধ্যে “কবি সময় নিরূপণ”, “কমলা ককণা বিলাস” নামক সংস্কৃত নাটক প্রভৃতি কয়েক খানি গ্রন্থের সূত্রপাত ও কিয়ৎপরিমাণে সমাপ্তি সাধন করেন (২)। ঐ সকল গ্রন্থের মধ্যে কবি সময় নিরূপণ এত দিন পরে মুদ্রাঙ্কিত ও

দ্বিতীয় পত্র খানি, যথা—

* * * *

কল্যাণ সংক্রান্তিতে শ্রীমদ্ভাগবৎ গ্রন্থ লেখাইতে আরম্ভ করা হইয়াছে। তুমি যত শীঘ্র পার গোবিন্দী ভট্টাচার্য্যের টীকানী আর দেখে টীকা পাওরা যার তৎসমুদয় এবং গোবিন্দী গ্রন্থের তালিকা পাঠাইলে ভাল হয়। শ্রীশ্রী ৮ গ্রন্থ লেখা তোমার অপেক্ষার বন্ধ রহিল। ঐ সকল টীকা টীকানী না পাইলে কিরূপে লেখাই ; এক গ্রন্থই সব টীকা লেখাইতেছি। তোমার সেই জিন্ ভাবার ব্যাকরণ অদ্যাপি পাই নাই ; উহার জন্ত পুনর্বার লিপিলাম।

* * * *

শুভার্থিনঃ

শ্রীনবদীপচন্দ্র গোবিন্দিনঃ

পাঠকগণ স্মরণ রাখিবেন যে, উপর্যুক্ত পত্র দুইখানি তাঁহার ৪৫ বৎসর বয়সের সময়ে লিখিত হয় ; ইহার দুই বৎসর পরে ৮ হরিশোহনের মৃত্যু হয়।

(২) খ্রীষ্টীয় ১৮৭১ সালের ১৫ই (?) তারিখে কলিকাতার অবহিতিকালে হরিশোহন প্রামাণিক নিম্নরচিত গ্রন্থের যে একটি তালিকা করেন, তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল।

In Sanskrit.

1. A Dramatic Poem founded upon the subject of an Episode of the Puran and written also with reference to the late famine, containing some moral precepts as regards the acquisition and the proper use of wealth.

In Vernacular.

2. A Sanskrit Dissertation of Rhetoric translated for the first time.

3. A Chronological Biography with critical remarks of some eminent Indian Poets.

প্রকাশিত হইল (৩)। ইয়ুরোপের বর্তমান ও প্রাচীন সমস্ত ভাষাই সংস্কৃত মূলক, এই বিষয় প্রতিপন্ন করিবার জন্য কয়েক বৎসর যাবৎ বহুলপরিমাণে প্রমাণ সংগ্রহ ও এক বিস্তৃত গ্রন্থের সূত্রপাত করেন। গ্রন্থকারের অকালে মৃত্যু হওয়ার উক্ত গ্রন্থ অসম্পূর্ণ অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে।

১৭৯৫ শকের ৪ঠা ভাদ্র তারিখে হরিমোহন প্রামাণিকের পরলোক হয় তখন তাঁহার বয়স ৪৬ বৎসর ৮ মাস হইয়াছিল। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব হইতে বৈষয়িক ব্যাপারে বিশেষরূপ বিব্রত ছিলেন; তথাপি সাংসারিক বিষয়ে এতাদৃশ নির্লিপ্ত ছিলেন যে, তাঁহার দৈনন্দিন কার্যের ব্যাঘাত হইত না। প্রাতে গাত্তোখান পূর্বক কিয়ৎকাল ধর্মচিন্তার পর ১১টা পর্যন্ত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা; পরে স্নানান্তর দুই ঘণ্টা যাবৎ পূজাহ্নিক; বৈকালে পুনরায় অধ্যয়ন; সন্ধ্যার পর গৃহদেবতার মন্দিরে হরিণাম ও সঙ্কীর্তন; পরে রাত্রি ৯টা হইতে ১১টা পর্যন্ত পুনরায় অধ্যয়ন, এইরূপ দৈনন্দিন ব্রত ছিল। বদাশ্রুতা ও পরদুঃখকাতরতা তাঁহার জীবনের ভূষণস্বরূপ ছিল। তাঁহার কখন কোন শত্রু ছিল না বলা অত্যাশ্চর্য্য হয় না; এবং তাঁহার পবিত্র জীবনের নানাবিধ প্রসঙ্গ অস্ত্রাণি লোকমুখে সর্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। ইতি প্রকাশক।

4. A Philosophical work with a brief synopsis showing the coincidence existing in some points between the Eastern and the Western tenets of Philosophies.

5. An Alphabetical Lexicon showing the different modes in which Sanskrit words may be written.

6. A new Guide for learning easily the Rules for distinguishing the Numbers and Genders of certain Sanskrit words.

Not yet complete.

7. A Comparative Grammar.

8. The Common Source of Religion.

(৩) পাঠকদিগের গোচরার্থ বলা আবশ্যক যে, আমরা গ্রন্থখানির কিছুমাত্র পরিবর্তন করি নাই। যদিও গ্রন্থকারের মৃত্যুর পর গত ষাণ্মাসিক বৎসরের মধ্যে এই গ্রন্থে লিখিত অনেক বিষয়ের বহুলপরিমাণে অনুসন্ধান ও আবিষ্কার হইয়াছে, তথাপি গ্রন্থকার গ্রন্থখানি যে অবস্থায় রাখিয়া গিয়াছেন, সেই অবস্থায় তাহা মুদ্রাঙ্কিত করা আমাদের কর্তব্য বোধ হওয়ার, একটি শব্দেও পরিবর্তন করা যায় নাই। ইতি প্রকাশক।

সূচীপত্র ।

প্রথম কাল ।

বিষয়	পৃষ্ঠা
গুণাঢ়া	১
খ্যাডি	৬
চাণক্য	৭
কামন্দক	৮
মাঘ	"
চোরকবি (সুন্দর)	১১
ময়ূর	"
রাজা ভৰ্তৃহরি	"
কুসুম দেব	১২
রাজা বিক্রমাদিত্য	"
ধনন্তরি	১৪
কপণক	"
অমরসিংহ	"
শঙ্কু	১৫
বেতাল ভট্ট	"
ঘটকর্ণর	১৬
কালিদাস	"
বরাহ	১৭
মিহির	"
বরকটি	১৮

মাতৃশ্রুতি	১৯
মেঠ	২১
স্ববহু	২২
বৃদ্ধ ভোজরাজ	২২
শালিবাহন	"
শ্রুতক	২৪
ভারবি	২৫
ভট্ট অথবা ভট্ট	২৬
বিষ্ণুশর্মা	২৭
বিশাখ দেব	৩০
	৩২

দ্বিতীয় কাল ।

দ্বিতীয় চোরকবি (বিল্লন)	৩৩
শিল্পন	৩৬
মানভূজ	৩৭
সমুদ্র ভট্ট	৩৭
বাণ ভট্ট	৩৯
বর্ষদাস	৪১
রাজা ত্রিহর্ষ	৪২
ধাবক	৪৪
ভগবচ্ছর্যাচার্য	"
অমর	৪০
বাকপতি-ত্রিরাঙ্গদেব	৪৩
ভবভূতি	৪৪
ভট্ট	৪৬
দামোদর গুপ্ত	"
মনোয়থ	"

অদত্ত	১১
টক অথবা চাতক	১২
লক্ষ্মিয়ান	১৩
বামন	১৪
শঙ্ক	১৫
কীরস্বামী	১৬
মুক্তাকল অথবা মুক্তকাল	১৭
শিবস্বামী	১৮
অনন্দবর্দ্ধন	১৯
রত্নাকর	২০
রামজ	২১
মাহেশ্বর	২২
ভট্টনারায়ণ	২৩
মহাভট্ট	২৪
শ্রীহর্ষ	২৫
শ্রীমুজ	২৬
নন্দর	২৭
ভাস্করাজ	২৮
দ্বিতীয় শিল্পন	২৯
কবিরাজ	৩০
সোমদেব ভট্ট	৩১
রাজশেখর	৩২
দত্তী	৩৩
আর্য্য-কেশীশ্বর	৩৪
বল্লভ সেন	৩৫
লক্ষণ সেন	৩৬
হলায়ুধ	৩৭

মল্লিনাথ	৮২
উমাপতিধর	৮২
শরণ	৮৩
গোবর্দ্ধনাচার্য	৮৪
ধোয়ী	৮৫
ত্ৰীজয়দেব	৮৬
ত্ৰীঅৰ্জুন মিশ্র	৮৭
ত্ৰীত্ৰীধরস্বামী	৮৮
বিষমঙ্গল ঠাকুর	৮৯
রামাহরস্বামী	৯০
কল্লন	৯১
মুরারি মিশ্র	৯২
গোপাল দাস বৈষ্ণব	৯৩
গঙ্গাদাস	৯৪
মধবাচার্য	৯৫
শক্তিধর	৯৬
সায়ণাচার্য	৯৭
মাধবাচার্য	৯৮
জেনরাজ	৯৯
ত্ৰীবর পণ্ডিত	১০০
মহিপ	১০১
প্রোক্তভট্ট বা প্রোক্তভট্ট	১০২
বিক্রমস্বামী	১০৩
নিখাদিত্য	১০৪
ভাট্টদত্ত মিশ্র	১০৫
ধনিক	১০৬
মায়ুরাজ	১০৭
ত্ৰীকৃষ্ণ মিশ্র	১০৮
	১০৯

তৃতীয় কাল ।

শ্রীশেখর বৈষ্ণ	১০৪
বিখ্যাত কবিরাজ	১০৪
বিষ্ণুপুরি	১০৫
মাধবেন্দ্রপুরি	১০৫
ঈশ্বরপুরি	১০৬
রঘুপত্ন্যপাধ্যায়	১০৬
কবি রামচন্দ্র	১০৬
শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু	১০৬
স্বার্সভোম ভট্টাচার্য্য	১০৮
জীবানন্দ	১০৯
স্বার্সরামানন্দ	১০৯
স্বরূপ দামোদর	১১০
শ্রীসনাতন গোস্বামী	১১০
স্বরূপ গোস্বামী	১১২
প্রবোধানন্দ সরস্বতী	১১৪
গোপালভট্টগোস্বামী	১১৪
ঘুনাথভট্ট গোস্বামী	১১৫
রঘুনাথ দাস গোস্বামী	১১৫
শ্রীজীব গোস্বামী	১১৬
কবি কর্ণপুর	১১৬
কৃষ্ণদাস কবিরাজ	১১৮
দ্বিতীয় কবি কর্ণপুর	১১৯
কবিচন্দ্র	১১৯
কবি বল্লভ	১২০
খনন্ডাম দাস	১২০
বেণীদত্ত	১২১

চতুর্থ বা অন্ত্যকাল ।

বিখ্যাত চক্রবর্তী	১২৩
বলদেব বিজ্ঞানভূষণ	১২৩
শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম	১২৪
শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার	১২৪
লম্বোদর বৈষ্ণব	১২৫
চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য	১২৬
মথুরেশ	১২৮
ভারতচন্দ্র রায়	১৩০
বৈষ্ণবনাথ দ্বিজ	১৩২
জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন	১৩২
মাধব	১৩২
রাধামোহন বিজ্ঞানচম্পতি	১৩৩
শ্রীশঙ্কর	১৩৩

আধুনিক ।

কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য	১৩৪
গঙ্গাধর তর্কবাগীশ	১৩৬
প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ	১৩৭
জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন	১৩৮
ভরতচন্দ্র শিরোমণি	১৪০
মহেন্দ্রজ্ঞানদাস	১৪০
তারানাথ তর্কচম্পতি	১৪০
কেন্দ্রপাল দ্বিতীয়	১৪১
নীলরত্ন হালদার	১৪১

■ অক্ষয় পাণি	১৪২
■ বিবেকশরী	১৪৩
■ লাটান শিরোমণি	১৪৩
■ তারাকুমার চক্রবর্তী	১৪৪
■ প্রাণকুমার দ্বিজ	১৪৪
■ হিতলাল মিশ্র	১৪৫
■ নন্দকুমার শর্মা	১৪৬
■ রামদয়াল তর্করত্ন	১৪৭
■ তারকনাথ তর্করত্ন	১৪৮
■ হৈমচন্দ্র তর্করত্ন	১৪৯
■ আবিন্দকান্ত বিজ্ঞানভূষণ	১৪৯
■ আবিন্দকান্ত তর্কালঙ্কার	১৫০
■ কৃত্তিক কোকিলদূত প্রণেতা	১৫০

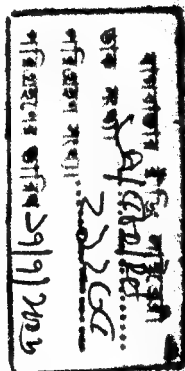




ভারতবর্ষীয় কবিদিগের সময়নিক্রপণ

প্রথম কাল ।

গুণাঢ্য । (১)



কথাসরিংসাগর নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে গুণাঢ্য কবি কাত্যায়ন
কালের সমকালবর্তী। এই কাত্যায়ন এক জন বৈদিক মুনি। ইনি স্বয়ং
গ্রন্থ রচনা করেন। যথা, বাজীহৃত্ত, সামবেদের উপগ্রন্থ, স্মার্ত্তশ্লোক,
ঐন্দ্রীপ, অম্বর্ক বেদের ব্রাহ্মণকারিকা, এবং মহার্ণবস্বরূপ পাণিনির মহা-
ক। এতদ্বিধ বেদের সর্কারুক্রমণী গ্রন্থও এই কাত্যায়ন মুনির রচিত।
সর্কারুক্রমণী গ্রন্থের ভাষ্যকার বড়গুরুশিষ্য, নিজকৃত ভাষ্যে কাত্যায়নের
অনেক লিখিয়াছেন। তাহার স্থূল বৃত্তান্ত এই;—বৈদিক গ্রন্থকারের
প্রথম শোনক, দ্বিতীয় তংশিষ্য আশ্বলায়ন, তৎপরে কাত্যায়ন, চতুর্থ
শলি; ইনি কাত্যায়ন-কৃত গ্রন্থের ভাষ্য লেখেন, এবং কাত্যায়নের
ভাষ্য পরেই উদিত হইয়াছিলেন; পঞ্চম ব্যাস; ইনি পতঞ্জলির একখানি
ভাষ্য অর্থাৎ যোগসূত্রের টীকা লেখেন এবং সমগ্র বেদ সংগ্রহ করিয়া বেদ-
সংস্কৃত নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। গুরু শিষ্যে অথবা পিতা পুত্রে যে প্রকার
প্রপঞ্চাৎ হইতে পারে, এই সকল বৈদিক মুনিদিগের মধ্যে প্রায় তদ্রূপ
কাল ব্যবধান হইবে। কিন্তু কবিদিগের গ্রন্থরচনার পৌরুষাপর্য্য দৃষ্টি করিয়া
ঐহাদের সময়ের পৌরুষাপর্য্য অবধারণ করা যাইতে পারে না। কারণ, পাত-
লদর্শনের ভাষ্য করিয়াছেন বলিয়া বেদব্যাসকে কখনই পতঞ্জলি মুনির শিষ্য,

(১) ইহার পূর্বে ভাস্কর প্রভৃতি যে সকল কবি ছিলেন ঐহাদিগের নামমাত্র প্রভ
ওয়া বার; ঐহাদিগের কৃত কোন কাব্যাদি এ পর্য্যন্ত আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

অথবা তাঁহা হইতে আধুনিক বলিয়া বিবেচনা করা যাইতে পারে না ; যেহেতু নানা পুরাণে বেদব্যাসকেই অন্ত সৰ্ব্ব বৈদিক মুনিদিগের গুরু বলিয়া লিখিয়াছেন । সে যাহা হউক, বড়গুরুশিষ্যের ব্যাক্যাসারে কাত্যায়ন মুনিকে অতিশয় প্রাচীন বলিয়া জানা যাইতেছে ; (১) এবং অমরকোষাভিধানে ভগবতী দুর্গা নামপর্যায়ে যে কাত্যায়নী শব্দ আছে, তাহার ব্যুৎপত্তি ব্যাখ্যাতে অনেকেই এই কথা লিখিয়াছেন যে, ভগবতী দুর্গা কোন এক কল্পে কাত্যার্থ্য কাত্যায়ন মুনির কল্পারূপে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন ; এজন্য তাঁহার একটি নাম কাত্যায়নী । অতএব ইহাতেও কাত্যায়ন মুনিকে প্রাচীনতম বোধ হয় । কিন্তু কথাসরিৎসাগর গ্রন্থের রচনাকর্তা বলেন যে, কাত্যায়ন বররুচি মহাদেব কর্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া বৎস নৃপতির রাজধানী কোশাধী নগরে জন্মগ্রহণ করেন । (২) কাত্যায়ন শৈশবাবধি অতিশয় আশ্চর্য্য মেধাবিশিষ্ট ছিলেন । তিনি ন্যাস-

(১) পাণিনির ভূমিকাতে গোষ্ঠটুকর সাহেব লিখিয়াছেন যে, কাত্যায়ন পতঞ্জলির লবঙ্গামরিক, অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ১৪০—১২০ বৎসরে জীবিত ছিলেন ।

(২) কলতঃ ইহাতে বিবেচনা হইতেছে যে, যিনি পূর্বে কাত্যায়ন মুনি নামে খ্যাত ছিলেন, তিনিই মহাদেব কর্তৃক শাপগ্রস্ত হইয়া কলিযুগে জন্মগ্রহণ করিয়া বররুচি নাম রাখা করেন । এজন্য তাঁহাকে কোন কোন স্থলে কাত্যায়ন বররুচি বলিয়া উক্ত করিয়াছেন । যেহেতু কলাপ ব্যাকরণের রচনাকর্তা সর্ববর্ষাচার্য্য, যিনি শালিবাহন নামক কোন রাজার নদী ছিলেন, তিনি ঐ কাত্যায়ন বররুচির কৃত কুদন্ত শব্দ সকল সাধিত হওয়াতে আর পাত্তরূপে কুদন্ত নিজ ব্যাকরণ মধ্যে রচনা করেন নাই ; এজন্য ঐ ব্যাকরণের বৃত্তিকার দুর্গা সিংহ লিখিয়াছেন যে,

“বৃক্ষাদিবহনী ক্রুতাঃ কৃতিনা ন কৃতাঃ কৃতঃ ।

কাত্যায়নের তে বৃষ্টা বিবৃদ্ধি-প্রীতিবৃদ্ধয়ে ।”

অর্থাৎ, “বৃক্ষাদি শব্দ সকলের স্থায় কুদন্ত শব্দ সকল ‘ক্রুত’ এসিদ্ধ আছে, এজন্য কৃতি ন বর্ষাচার্য্য, আর কুদন্ত রচনা করেন নাই । নির্দোষ ব্যক্তিদিগের বোধের নিমিত্ত কাত্যায়ন তাহা রচনা করিয়াছেন ।” এই স্থলে ঐ বৃত্তির পঞ্জিকাকার জিলোটন দাস লিখিয়াছেন যে “কাত্যায়নের বররুচি-শরীর পরিগৃহ” ইত্যাদি ; অর্থাৎ “কাত্যায়ন বররুচিশরীর পরিগ্রহ করিয়া” ইত্যাদি ; ইহাতেও কাত্যায়নের জন্মভরলাভ জানা যাইতেছে । গরুড়পুরাণে যে কুনার ব্যাকরণ আছে, তাহাতে কার্ত্তিকের বক্তা ও কাত্যায়ন শ্রোতা বলিয়া লিখিয়া হইয়াছে । অতএব কাত্যায়ন মুনিকে বররুচি হইতে পত্ন বলিয়া জানা করিতে হইবে ।

কোন নাটকের অভিনয় দর্শন ও প্রবণতায় তাহা বীর মাতার নিকট
সুন্দর আত্মপূরিক বলিতে পারিতেন, এবং তাহার উপনয়ন হইবার
ব্যাপি প্রমুখ্যৎ ঐ প্রাতিশাধ্য অনারালে মুখস্থ বলিতে পারিতেন ।
নি পূর্বে বর্ষ মূনির শিষ্য হন, এবং অত্যন্ত কাল মধ্যে বেদ বেদান্তে
পারগ হইয়াছিলেন যে, একদা ব্যাকরণের বিচারে পাণিনির পক্ষ
হইয়াছিলেন; কেবল মহাদেবের আত্মকল্যাণ অবশেষে পাণিনি জয়যুক্ত
হইলেন, এবং কাভ্যায়ন মহাদেবের ক্রোধস্বরূপার্থ পাণিনি-কৃত ব্যাকরণ
পাঠ করিয়া তাহাকে সংশোধন করিলেন । তিনি পরে পাটলিপুত্র নগ-
রের অধিপতি নন্দরাজের মন্ত্রী হইয়াছিলেন । সোমদেবের লিখিত উপরোক্ত
পুস্তক পাঠ করিলে কাভ্যায়নকে অতিশয় আধুনিক বোধ হয়; কারণ
কাভ্যায়নকে যে নন্দ ভূপতির মন্ত্রী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, (১) ঐ নন্দ
ভূপতি চন্দ্রগুপ্তের অব্যবহিত পূর্বেই পাটলিপুত্র নগরের রাজা ছিলেন, এবং
ইতিবৃত্তবেত্তাগণ চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল খৃষ্টাব্দের পূর্বে তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীর
মধ্যেই স্থাপন করিয়াছেন । অতএব চন্দ্রগুপ্তকে খৃষ্টাব্দের তিন শত বৎসর
পূর্বে যদি স্থাপন করা যায়, তাহা হইলে কাভ্যায়নের সময় তাহার কিছু
পূর্বেই হইতে পারে । (২) এতাবত মূনিদিগের জীবিতসময়ের নিরূপণ করা
হয় ব্যাপার নহে; কখন পাণিনিকে বেদব্যাসের অপেক্ষায় অনেক আধুনিক
বোধ হয়; কখন বেদব্যাসকেই তদপেক্ষায় আধুনিক বলিয়া স্বীকার করিতে

(১) এমত কথিত আছে যে, যৎকালে প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মহাবীর আলেক্সান্ডর (খ্রি-
ষ্ট পূর্ব ৩৫০ বৎসর পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন) ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, মহানন্দ বিংশতি
বৎসর অব, দুই লক্ষ পদাতি ও বহুসংখ্য হস্তী সৈন্য সমভিযাহারে তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা
করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন । ইতিহাসবেত্তাদিগের মতে, নন্দ আনুমানিক খৃঃ পূঃ ৪০০ খ্রি-
ষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন ।

(২) রাজতরঙ্গিণী নামক কাশীর দেশের ইতিহাসেও পাণিনি এবং কাভ্যায়ন নন্দ ও
চন্দ্রগুপ্তের সমকালীন বলিয়া উক্ত হইয়াছেন । ১৭৮৫ শকের ২৩৯ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রি-
কার ৫০ পৃষ্ঠায় এই প্রকার লিখিত আছে । কিন্তু রাজতরঙ্গিণীর মধ্যে কোন স্থানে ঐ কথা
আছে, তাহার কোন নিদর্শন নাই । পাণিনি বিদ্বান্দের অপেক্ষায়; ঐ বিদ্বান্দের রাজত্বের
সমকালবর্তী; ইহাতে পাণিনিকে কত প্রাচীন বোধ হয়, বিবেচনা করিবেন ।

হয়। এ প্রকার কিংবদন্তী আছে যে, পাণিনি স্বীয় ব্যাকরণ রচনা করিয়া বেদব্যাসের পুরাণ লিখিত পদ সকলকে ব্যাকরণ-দৃষ্ট বলিয়া খণ্ডন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; তাহাতে এক দিন রজনীযোগে স্বপ্ন দর্শন করিলেন যে, এক জন মহাপুরুষ তাঁহার প্রতি অতিশয় ক্রোধপ্রকাশ পূর্বক যেন এই কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

“যান্যুজ্জহার মাহেশাদ্ ব্যাসো ব্যাকরণার্ণবাম্ ।

তানি কিং পদরত্নানি সন্তি পাণিনি-গোপ্পদে ॥”

অর্থাৎ, ব্যাসদেব মহেশ্বরকৃত ব্যাকরণার্ণব হইতে যে সকল পদরত্ন উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা কি গোপ্পদস্বরূপ পাণিনি ব্যাকরণ মধ্যে আছে? (১) এই কিংবদন্তী যদি অমূলক না হয়, তাহা হইলে পাণনিকে ব্যাসদেবের অনেক কাল পরবর্তী বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়। আবার দেখা যাইতেছে যে, পাণিনিকৃত ব্যাকরণের ভাষ্যকার পতঞ্জলি; ঐ পতঞ্জলিকৃত পাতঞ্জল দর্শনের ভাষ্যকার বেদব্যাস। অতএব এ প্রকার বিপ্রতিপত্তি স্থলে কেবল ইহা বলিয়াই ক্ষান্ত হওয়া উচিত যে, ঋষি সকল যোগবলে দীর্ঘজীবী; অতএব তাঁহাদিগের কর্তৃক সময়ে সময়ে নানা গ্রন্থের প্রকাশ হওয়া অসম্ভব নহে। কথাসরিংসাগরের লিখিত মতে মহর্ষি বেদব্যাসকে নন্দ নৃপতি অথবা চন্দ্রগুপ্তের সমকাল অথবা উত্তরকালস্থায়ী বলিতে কদাচই সাহস হয় না; তাহা হইলে সকল পুরাণাদিগের আধুনিকত্ব প্রতিপাদিত হয়। পুরাণাদি যদি যথার্থই আধুনিক হইত, তাহা হইলে চাণক্য পণ্ডিত যে সকল পুরাণাদি হইতে নীতি-গুরুত্ব বাক্য সংগ্ৰহ করিয়াছেন, সেই সকল পুরাণকে অতি গৌরবসহকারে শাস্ত্র বলিয়া মান্য করতঃ, নিজ সংগৃহীত চাণক্যশতকের প্রথমে, “নানাশাস্ত্রোদ্ধৃতং বাক্যে রাজ্ঞী নীতিসমুচ্চয়ঃ” এ কথা লিখিতেন না। অপিচ, যাহারা হিন্দুশাস্ত্রের আধুনিকত্ব প্রতিপাদন করিতে কিছুমাত্র ক্রটি করেন নাই, তাঁহারাও কহিয়া থাকেন—

(১) মধুসূদন সরস্বতীর প্রবন্ধভেদে পাণিনি ব্যাকরণকে মাহেশ ব্যাকরণ বলিয়াছেন এবং কলাপ ব্যাকরণের পঞ্জিকার শেষে যে এক নোং লিখিত আছে, তাহাতেও মাহেশ ব্যাকরণকে পাণিনি ব্যাকরণ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন; যথা

সমবেবের জীবিতকালে কুরুক্ষেত্রের মহাসংগ্রাম উপস্থিত হয়, এবং তাঁহাদের
ত এই সংগ্রাম ধৃঃ পুঃ চতুর্দশশতাব্দীতে সম্পন্ন হইয়াছিল। অতএব কুরু-
ক্ষেত্রের যুদ্ধকাল হইতে নন্দরাজ্যের সময় এক সহস্র বৎসর অন্তর হইতেছে। (১)

উপরোক্ত সোমদেব ভট্টের মতে গুণাঢ় কবি কাভ্যায়ন বররুচির সমকাল-
বর্তী। বিক্রমাদিত্যের রাজ্যভাভের, অর্থাৎ সম্রাট প্রবর্তিত হওয়ার অনান ২৫০
বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন। কিন্তু বাসবদত্তার প্রাচীন টীকাকার জগদ্ধর
লিখিয়াছেন যে, গুণাঢ় কবি মহাদেবের প্রমুখ্যৎ প্রত হইয়া বড়াহ রাজ্যের
চরিত্রবর্ণনার বড়াহকথা (বৃহৎকথা) নামক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। (২)
মিথিলাধিপতি রাজা দেবসিংহের আদেশানুসারে বিজ্ঞাপতি ঠাকুর “পুরুষ-
পরীক্ষা” নামক যে এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার দ্বাবিংশ অধ্যায়ে লিখিত
আছে যে, রাজা বিক্রমাদিত্যের সমকালে বড়াহ নামে এক ভূপতি ছিলেন।
তাঁহার প্রশংসাবাদযুক্ত শ্লোক প্রবণ করিয়া রাজা বিক্রমাদিত্য তাঁহার
সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। এক্ষণে বিবেচনা করা আবশ্যক যে,
বৃহৎকথা যতপি এই বড়াহ ভূপতির উপাখ্যানযুক্ত হয়, তাহা হইলে রাজা
বিক্রমাদিত্যের সময়ের পর বৃহৎকথা যে রচিত হইয়াছে, ইহাতে সংশয়
হইতে পারে না; এবং তাহা হইলে বৃহৎকথার রচনাকর্তা গুণাঢ়কে নব-
ব্রহ্মসংগত বররুচির সমকালবর্তী বলিয়া স্থির করা বাইতে পারে; কিন্তু
বাস্তবিক তাহা নহে; কারণ, কথাসরিৎসাগর জগদ্ধরের রচিত টীকায়
অপেক্ষায় অনেক প্রাচীন। এই গ্রন্থে লিখিত আছে যে, বৃহৎকথার রচয়িতা
গুণাঢ়, বররুচি এবং ব্যাড়া, ইহারা এক কালে বর্তমান ছিলেন; এবং

(১) এই গোলযোগ নিবারণ জন্যই বর্তমান ইতিহাসবেত্তারা অনেকগুলি ব্যাস করেন।
করিয়া থাকেন।

(২) “বৃহৎকথা” বড়াহ ইতি প্রসিদ্ধ রাজ্যঃ কথা। এবং—বৃহৎকথা বড়াহকথা,
গুণাঢ়ো নাম কবিঃ, তেন কিল ভগবতো ভবানীপতেমুখকমলাঙ্গপ্রত্য বৃহৎকথা নিবদ্ধেতি
মার্তী। বখা— “বৈপ্রঃ সত্ত্বচিহ্নৈঃ প্রমুদিতরুদ্রৈর্কর্ষিতগন্ধকাটৈ-

ভূতৈঃ সিদ্ধান্তিলাবৈদিগবনিপতিভিক্ষুগুণতাম্রপ্রতিঃ।

বিষংসার্বৈঃ প্রহৃষ্টৈর্দিশি দিশি হৃষ্টৈঃ কাকনাত্যর্থমানৈ-

নিত্যং সংস্কুরমানঃ স জয়তি নৃপতির্দানবীরো বড়াহঃ।”

যখন ব্যাড়ির রচিত অভিধানের প্রমাণ সকল পতঙ্গলির কৃত মহাভাষ্যে উদ্ধৃত হইরাছে, তখন আর ব্যাড়ি সমকালিক গুণাঢ্যকে মবরতাস্তর্গত বরকচির সমকালস্থায়ী বলা যাইতে পারে না। কাত্যায়ন হুনির অপর একটি নামও বে বরকচি, ইহা মেদিনীকার ও হেমচন্দ্রও লিখিয়াছেন। (১) কাত্যায়নকৃত সর্ভানুক্রমণী গ্রন্থ যখন কোন কোন স্থলে বরকচির রচিত বলিয়া উক্ত হইরাছে, (২) তখন কাত্যায়ন এবং বরকচি, এ দুই যে একই ব্যক্তির নাম, ইহাতে আর সংশয় হইতে পারে না। সোমদেবের কথা অপেক্ষার জগদ্ধরের কথা কখনই অধিক প্রাধান্য হইতে পারে না। এ স্থলে আর একটি অমুভব হইতেছে যে, “বৃহৎকথা” এই শব্দটি পাশ্চাত্য দেশে অপভ্রংশ ভাষায় “বড়াহকথা” বলিয়া প্রচলিত হইয়া থাকিবে। জগদ্ধর ঐ বড়াহকথার ব্যুৎপত্তিতে “বড়াহ রাজার কথা” এই অনুমান করিয়া লিখিয়া থাকিবেন। অধিকন্তু, “বরাহ” তির “বড়াহ” এই শব্দটি কোন ব্যক্তির নাম হইতে পারে কি না, ইহারও অনুসন্ধান করা আবশ্যিক। লিপিকরপ্রমাদবশতঃ এক অক্ষরের স্থানে অন্য অক্ষরের ব্যবহার হওয়া অসম্ভব নহে। আর জগদ্ধর যখন লিখিয়াছেন যে, গুণাঢ্য শিবের প্রমুখ্যৎ প্রবণ করিয়া স্বীয় গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তখন তাঁহার উল্লেখিত গ্রন্থে প্রাচীনত্ব স্বীকার করাই হইরাছে; কারণ এ প্রকার আধ্যাত্মিক আধুনি সামান্য গ্রন্থের সম্বন্ধে হওয়া সম্ভবপর নহে। গুণাঢ্যের কৃত বৃহৎকথা মণিচাপকোর বিবরণ আছে; ইহাতে তিনি নন্দরাজের সমকালীন হইলে তৎপরবর্তী চন্দ্রভদ্রে সমর্যাবধি বর্তমান ছিলেন, ইহা প্রতীয়মান হইতেছে

ব্যাড়ি ।

ব্যাড়ি পুরোক্ত গুণাঢ্যের সমকালবর্তী ছিলেন। ইহাকেও হুনিবিশেষ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। বিদ্যাচিহ্নে ইহার বাস ছিল। একজন ইহাকে বিদ্যা-

(১) পতঙ্গলির নামও বরকচি।

(২) পোনকারিমতঃ এই দুই বরকচিরই সমকালিক।

বালী ও নন্দিনীপুত্র বলিয়া হেমচন্দ্র প্রভৃতি কোষকারগণ লিখিয়াছেন । ইনি এক খানি অভিধান রচনা করিয়াছেন ; তাহার বচন সকল প্রমাণস্বরূপ পতঞ্জলির কৃত মহাভাষ্যের মধ্যেও উদ্ধৃত হইরাছে ।

চাণক্য । (১)

চাণক্য মগধদেশাধিপতি রাজা চন্দ্রশুপ্তের মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত ছিলেন ; অতএব ইহার জীবিতকাল ঐ রাজার বর্তমান সময় প্রায় ২১০০ বৎসর পূর্বে হইবে । (২) সুদ্রাক্ষসে চাণক্যের বৃত্তান্ত যেরূপ লিখিত আছে, তাহাতে তাহাকে চন্দ্রশুপ্তের সমকালবর্তী বলিয়া জানা যায় ; কিন্তু চন্দ্রশুপ্তের পূর্ব-বর্তী নন্দ নৃপতির সমকালীন গুণাচ্য কবির কৃত বৃহৎকথা নামক গ্রন্থে চাণক্য ও চন্দ্রশুপ্তের উপাখ্যান আছে ; ইহাতে চাণক্যকেই গুণাচ্যের অপেক্ষা প্রাচীন বিবেচনা করিতে হয় ; কিন্তু তাহা হইলে কথাসরিৎসাগরের লিপিকে ভ্রম-স্পদ বোধ হয় । অতএব এ বিষয়ের সমাধান করার এই এক উপায় আছে যে, রাজতরঙ্গিণীর লিখিত মতে পাণিনি, পতঞ্জলি, কাত্যায়ন, গুণাচ্য, চাণক্য, নন্দ ও চন্দ্রশুপ্ত, ইহারা সকলেই সমকালবর্তী ছিলেন বিবেচনা করিতে হয় ।

ইনি নানা পুরাণাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া, “চাণক্যসারসংগ্রহ” নামে এক-খানি নীতিগ্রন্থ রচনা করেন । এই গ্রন্থখানি এ প্রকার প্রসিদ্ধ যে, ইহার শ্লোক-গুলি কর্তৃক করিতে সকলেই বালাবধি ঘর করিয়া থাকেন । এতদ্ব্যতীত ইহার কৃত পূর্বে কোন অভিধান ছিল ; যেহেতু, তাহার প্রমাণ অনেক টীকাকার কর্তৃক উদ্ধৃত হইরাছে ।

(১) ইহার অপর নাম বিষ্ণুও বলিয়া কামরূপীয় নীতিসারে উক্ত হইরাছে । আর ত্রিকাও কোষাভিধানে ইহাকেই বাৎসারন সুনির সমাখ্যায়ক নামে উক্ত করিয়াছেন, যথা—

“বিষ্ণুশুপ্ত কৌণ্ডিন্যাক্ষাণক্যো জ্যোতির্গো হুতুলঃ ।

বাৎসারনো নৃন্দনাগঃ পক্ষিণঃ ষাঘিনাবপি ॥” (ত্রিকাও ; ব্রহ্মবর্গ)

ইহাতে বোধ হয়, বররুচি যেমন কাত্যায়ন সুনির অবতার, ইনিও সেই প্রকার বাৎসারন সুনির অবতার হইবেন ।

(২) পঞ্চতন্ত্রাংশের অষ্টাংশ অধ্যায়ে লিখিত নীতিসার শব্দকরত্ন ২য় খণ্ড ১৭৫২ পৃষ্ঠা ।

কামন্দক ।

ইনি চাণক্যের ছাত্র। নীতিশাস্ত্রবিষয়ক এক খানি গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার নাম “কামন্দকীয় নীতিসার”। ইহার জীবিতসময়ের নিশ্চিত অবধারণ হয় না; কিন্তু চাণক্যের রচিত নীতিগর্ভ গ্রন্থের প্রমাণাদি লইয়া স্বয়ং এই নীতিসার গ্রন্থ রচনা করিলাম লিখিয়াছেন, এবং গ্রন্থের মধ্যে ঋষিদিগের বচন সংগ্রহ করিয়াছেন; অথচ চাণক্য বাতীত অপর কোন আধুনিক শাস্ত্রবেত্তার নাম উল্লেখ করেন নাই; ইহাতে তাঁহাকে চাণক্যের পরবর্তী বলিয়া স্থির করিলাম।

মাঘ ।

এই প্রসিদ্ধ কবি যদিও স্বরচিত “শিশুপালবধ” নামক মহাকাব্যের শেষে স্বীয় বংশাদির পরিচয় দিয়াছেন, (১) তথাপি তাহার দ্বারা আমাদের উদ্দেশ্য ফলের প্রাপ্তি হইতেছে না। উক্ত কবি যে কোন্ সময়ে কোন্ দেশে বর্তমান ছিলেন, তাহার নির্দেশ করা কঠিন হইয়াছে। পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিজ্ঞাসাগর মহাশয় স্বরচিত “সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য-বিষয়ক প্রস্তাব” নামক পুস্তকের ১৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, মাঘ ভারবির কৃত কিরাতার্জুনের কাব্যকে আদর্শ করিয়া নিজ কাব্য রচনা করেন। ইহাতে ভারবির অপেক্ষায় মাঘকে আধুনিক বিবেচনা করিতে হয়। কিন্তু শুদ্ধ আত্ম-মানিক প্রমাণ অপেক্ষায় ঐতিহ্য প্রমাণকে যদি বলবত্তর বিবেচনা করিতে হয়, তাহা হইলে মাঘকে ভারবির অপেক্ষায় প্রাচীনতর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কারণ, এই প্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত আছে যে, ঘটকর্ণের কালিদাসের

(১) সর্গাধিকারী-মুক্তাধিকারঃ শ্রীধর্মনাথস্ত বভূব রাজঃ ।

আনন্তদৃষ্টিধিরজাঃ সদৈব দেবোহপরঃ সুপ্রভদেবনাম ॥ ৮০ ॥

তস্তাতবন্দ্যত ইতুদাত্তঃ ক্ষমী মুহূর্ধ্বপরন্তনুজঃ ॥ ৮২ ॥

ঐশ্বর্যমাকৃতসর্গসমাপ্তিলক্ষ্য লক্ষীপতেশ্চরিতচার...মাঘঃ ।

তস্তাস্বজঃ মুকবিকীর্তিহুপ্রাশয়দঃ

কাব্যং ব্যাখ্যত শিশুপালবধাভিধানম্ ॥ ৮৪ ॥ ২০ সর্গ

চিরবিরোধী হইয়াও নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা একদা অকণ্টকিত্তে তাহার
প্রাধান্ত স্বীকার করিয়াছিলেন । যথা,—

“পুষ্পেষু জাতী নগরেষু কাঞ্চী
নারীষু রম্ভা পুরুষেষু বিষ্ণুঃ ॥
নদীষু গঙ্গা নৃপতো চ রামঃ
কাব্যেষু মাঘঃ কবি কালিদাসঃ ॥”

অন্ত্যর্থঃ ।

“কুসুমসমূহ মধ্যে, জাতী মনোহর ।
নগর নিকর মধ্যে, কাঞ্চী রম্যতর ॥
পুরুষ প্রধান বিষ্ণু, রম্ভা নারী-বর ।
রাম নৃপশ্রেষ্ঠ, গঙ্গা নদী পুণ্যতর ।
সাহিত্যেতে মাঘকাব্য সত্তত বিরাজে ।
কালিদাস পূজ্যতম কবির সমাজে ॥”

ইহার বিপরীত পক্ষেও প্রমাণ পাওয়া যায় । যথা,—

“ভারবের্ভাতি ভা তাবদ্ যাবন্মাঘস্ত নোদয়ঃ ।

উদিতে নৈষধে কাব্যে ক মাঘঃ ক চ ভারবিঃ ॥”

এবং

ভারবের্ভারবেরিব ইতি ।

কিন্তু এই সকল বচন কোন্ ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত হইয়াছে, তাহার কোন উল্লেখ
নাই । এজন্য এই সকল বচনের অপেক্ষায় যে বাক্যের বক্তার নাম উল্লেখিত
আছে, সেই পূর্বোক্ত ঘটকর্পরের কথিত বলিয়া যে বচনাদি প্রসিদ্ধ তাহাকেই
অধিকতর প্রামাণিক বিবেচনা করিতে হয় ।

মাঘ-কৃত কাব্যের মধ্যে কাশিকাধ্য পাণিনিহৃত ব্যাখ্যান গ্রন্থ বিশেষের
উল্লেখ আছে । যথা,

“অনুৎসূত্র-পদশাসা সম্ভৃতিঃ সম্ভবন্ধনা ।

শব্দবিশ্লেষ নো ভাতি রাজনীতিরপম্পশা ॥

(মাঘ ২য় সর্গ)

এ কথা সত্য বটে যে, কিরাতার্জুনীয় ও শিশুপালবধ কাব্যের পরস্পরে অতি-শয় সৌসাদৃশ্য আছে ; কিন্তু কে কাহার প্রতিক্রম, ইহার নিশ্চয় করিতে হইলে, পুরাকালে কোন্ কাব্যকর্তার নামের উল্লেখ আছে, তাহারই অনু-সন্ধান করিতে হয় ; ইহাতে মাঘের নামের উল্লেখ প্রাচীন আখ্যায়িকা প্রভৃতিতে যে প্রকার পাওয়া যায়, ভারবির নামের উল্লেখ সে প্রকার পাওয়া যায় না দেখিয়া, আমরা মাঘ কবিকে ভারবির পূর্বতন বলিয়া নির্দিষ্ট করিলাম ।

গ্রন্থের রচনাপ্রণালী দৃষ্টি করিলে, মাঘ ও ভারবি, এই গ্রন্থকর্তাদ্বয়কেই কালিদাসের অপেক্ষায় আধুনিক বলিয়া প্রতীতি হয় ; যে হেতু কালিদাস রঘু-বংশের মধ্যে দ্রুতবিলম্বিতছন্দোনিবদ্ধ কয়েকটি শ্লোকের কেবল শেষ চরণে,

“গজবতী জবতীব্রহ্মা চমুঃ ।” (রঘু ৯। ১০)

“ভূজলতাং জড়তামবলাজনঃ ।” (রঘু ৯। ৪৩)

ইত্যাদি যমকের রচনা করিয়াছেন । কিন্তু মাঘের রচিত শিশুপালবধের মধ্যে,

“নব পলাশ পলাশ বনং পুরঃ

স্ফুট পরাগ পরাগতপক্কজম্ ।

মৃদুলতাস্ত লতাস্ত মলোকয়ৎ”

ইত্যাদি, এবং ভারবি-কৃত কিরাতার্জুনীর মধ্যে,

“পৃথু-কদম্ব-কদম্বক-রাজিতং,

প্রথিতমাল-তমাল-বনাকুলম্ ।

লঘু-তুষার-তুষার-জলশ্চ্যুতং

ধূত-সদান-সদানন-দন্তিনম্ ॥”

এ প্রকার দ্রুতবিলম্বিত ছন্দোনিবদ্ধ শ্লোকের প্রতি চরণই যমকবিশিষ্ট হইয়াছে । ইহাতে অনুমান হয় যে, কালিদাস কর্তৃক প্রথমে এই প্রকার রচনার উদ্ভাবন হইয়াছিল ; ইহাদিগের কর্তৃক ইহার চূড়ান্ত হইয়াছে ; যেহেতু অন্ত্যস্ত বিষয়েও এইরূপ নিয়ম থাকা দৃষ্ট হয় ।

চোরকবি (সুন্দর) ।

এমত জনশ্রুতি আছে যে, বিক্রমাদিত্যের সভাসদ বরফুচি বিজ্ঞানসুন্দরের উপাধ্যান-বিষয়ক এক খানি সংস্কৃত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। অতএব আমরা “নহুমলা জনশ্রুতিঃ” এই প্রমাণানুসারে, চোর কবিকে বিক্রমাদিত্যের পূর্ববর্তী বলিয়া নির্দিষ্ট করিলাম।

ইহার কৃত চোরপঞ্চাশৎ শ্লোক অতি প্রসিদ্ধ। ইনি দাক্ষিণাত্য দেশে কাঞ্চীপুর নগরের অধিপতি গুণসিদ্ধ রাজার পুত্র, এবং গোড়দেশে বর্দ্ধমানাধিপতি বীরসিংহ রাজার জামাতা ছিলেন। বীরসিংহ নৃপতির কন্যা পরম বিদ্যাবতী বিজ্ঞাকে তাঁহার মন্দিরে সূড়ঙ্গ খনন দ্বারা উপস্থিত হইয়া গোপনে বিবাহ করেন; এজন্য ইহার চোর খ্যাতি হয়।

ময়ূর ।

ইহার কৃত কাব্যাদি এক্ষণে প্রচলিত দেখা যায় না; কিন্তু “কবী চোর-ময়ূরকো” এই বাক্যে, ইহাকে চোর কবির সহচর বিবেচনায়, তাঁহার সমকালবর্তী বিবেচনা করা গেল। ইহার রচিত একটা শ্লোক কাশীশ্বরকৃত বোপদেবের মুক্তবোধ ব্যাকরণের পরিশিষ্ট মধ্যে দৃষ্ট হয়। যথা,—

“অধিদধ্যাদন্ধকারে রতিমতিশয়নীমিতি।”

রাজা ভর্তৃহরি ।

ভর্তৃহরি কলিযুগের অনুমান তিন সহস্র বৎসর গত হইলে জন্মগ্রহণ করেন। উজ্জয়িনী নগর ইহার জন্মস্থান। ঐ উজ্জয়িনী নগর সিদ্ধিয়া রাজ্যের প্রাচীন রাজধানী, এবং তাহা সিদ্ধিয়া বংশাবলীর রাজপাট বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। উহার প্রাচীন নাম অবন্তী। উহা শিপ্রা নদীর দক্ষিণকূলে সংস্থাপিত ছিল। রাজা ভর্তৃহরি সংসারাপ্রম পরিত্যাগ পূর্বক শিপ্রা নদীর উপকূলে যে স্থানে তপস্বী করিয়াছিলেন, সেই স্থানটী ভূগর্ভে নিহিত ছিল, এক্ষণে আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহা একটা কৃত্রিম গহ্বর; পর্বতের অন্তর খনিত হইয়া উহা নিষ্পন্ন হইয়াছে।

এই মহাকবির কৃত কাব্যাদি গ্রন্থের নাম—নীতিশতক, শৃঙ্গারশতক ও বৈরাগ্যশতক ; এবং ইনি এক জন প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ (১) ও আলঙ্কারিক ছিলেন । শব্দশক্তিপ্রকাশিকা এবং দশরূপক প্রভৃতি গ্রন্থে ইহার কৃত কারিকা সকল স্থানে স্থানে প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে ।

কুসুমদেব ।

ইনি রাজা ভর্তৃহরির সভাসদ ছিলেন, এবং “দৃষ্টান্তশতক” নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন ।

[কাব্যসংগ্রহের ২১৭ পৃষ্ঠা ও শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কবিরাজ কৃত “জ্ঞান-সৌদামিনীর” ৯৩ পৃষ্ঠা ।]

রাজা বিক্রমাদিত্য । (২)

এই প্রসিদ্ধ রাজার উপাখ্যান নানা গ্রন্থে লিখিত আছে ; অতএব তদ্বিশ্ব-য়ের কোন বর্ণনা করা পুনরুক্তি মাত্র । স্কন্দপুরাণের কুমারিকা খণ্ডের মতানু-সারে, কলিযুগের ৩০২২ বৎসরে তিনি উজ্জয়িনী নগরে রাজা ছিলেন । যথা,—

“ততস্ত্রিষু সহস্রেষু বিংশত্যা দ্ব্যধিকেষু হি ।

ভবিষ্যদ্বিক্রমাদিত্যরাজঃ সৌহৃথ প্রণশ্যতে ॥”

অন্ত্যর্থঃ ।

তদনন্তর কলিযুগের তিন সহস্র ষাটবিংশতি বৎসর পরে বিক্রমাদিত্য রাজা হইবেন ; পরন্তু তিনিও নষ্ট হইবেন । কিন্তু এক্ষণে কলিযুগাব্দ ৪৯৬৭ বৎসর এবং সংবৎ (যাহা বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকালে প্রচলিত হয়) ১৯২৩

(১) যেহেতু ইনি পানিনিপ্রণীত ব্যাকরণের মূত্র সকল সম্বলন করিয়া এক ধানি গ্রন্থ রচনা করেন ।

(২) ইহার অপর নাম সাহসাক ও শকারি, ইতি জটায়ুধর । [শব্দকল্পদ্রুমের ৫ম খণ্ড “বিক্র-মাদিত্য” শব্দ] স্কন্দপুরাণের অল্প বচন অনুসারে, কলির ৪০০০ বৎসরে রাজা ছিলেন । [The Indian antiquary.]

বৎসর ; এতদ্ভয়ের পরস্পর ব্যবকলন করিলে, ৩০৪৪ বৎসর অন্তর হয় ; অতএব বিক্রমাদিত্যের জন্মাবধি সংবতের গণনা করিলে, উক্ত পুরাণের মতের সহিত ঐক্য হয় না । এই কারণে বিক্রমাদিত্যের জন্ম কলিযুগের ৩০২২ বৎসরে এবং সংবতের আরম্ভ তাঁহার রাজ্যাভিষেকের সময়ে অর্থাৎ কলিযুগের ৩০৪৪ বৎসরে, এই প্রকার বিবেচনা করিলে এ বিষয়ের এক প্রকার সমন্বয় হইতে পারে । পরন্তু শালিবাহনের শকাব্দের অঙ্ক, সংবতের অঙ্কের অপেক্ষা ১৩৫ বৎসর ন্যূন । এজন্য কেহ কেহ বিক্রমাদিত্যের জন্মাবধি সংবতের ও শালিবাহনের মরণাবধি শকাব্দের গণনা করিয়া থাকেন ; যেহেতু ইহা ভিন্ন তদ্ভিন্ন নৃপতির পরস্পর সন্দর্শন হওয়া সম্ভব হইতে পারে না । আমাদের মতে, বিক্রমাদিত্যের ২২ বৎসর বয়ঃক্রমের পর সংবতের গণনা আরম্ভ করিলেও তদ্বিষয়ে কোন সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না ।

বিক্রমাদিত্য এক জন বিখ্যাত অভিধানকর্তা ছিলেন । তাঁহার কৃত গ্রন্থের প্রমাণ সকল মেদিনীকার প্রভৃতি কোষপ্রণেতা পণ্ডিতগণ গ্রহণ করিয়াছেন ; এবং তিনি ভূগোলবৃত্তান্তবিষয়ক এক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন । একটা রাক্ষসীর সহিত তাঁহার সন্দর্শন ও তাহার সমস্তাপূরণ-বিষয়ক যে এক গল্প আছে, তাহাতেও তাঁহার কবিত্বশক্তির এবং প্রতিভার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

এই বিক্রমাদিত্যের সভাতে নবরত্ন নামে প্রসিদ্ধ নয় জন পণ্ডিত ছিলেন তাঁহাদের নাম,—

“ধন্বন্তরিঃ ক্ষপণকামরসিংহশঙ্কু-

বেতালভট্টঘটকর্পরকালিদাসাঃ ।

খ্যাতৌ বরাহমিহিরৌ নৃপতেঃ সভায়াং

রত্নানি বৈ বররুচির্ব বিক্রমশ্চ ॥”

অর্থাৎ ধন্বন্তরি, ক্ষপণক, অমরসিংহ, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, কালিদাস বরাহমিহির (১) এবং বররুচি ।

এই নয় জন পণ্ডিতের সময়ের পৌরোপাখ্যাস্তির করা সুসাধ্য নহে । এ

(১) অর্থাৎ, বরাহ ও মিহির ; ইঁহারা উভয়ে একটি রত্ন বলিয়া খ্যাত ছিলেন ।

তঁাহাদিগের নামের যে প্রকার উত্তরোত্তর উল্লেখ আছে, তদনুসারে তঁাহাদিগের অন্ত্যান্ত বিবরণ ক্রমশঃ লেখা যাইতেছে ।

ধন্বন্তরি ।

ইনি এক জন বৈজ্ঞানিকশাস্ত্রের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন । এবং ইহঁার যে কবিত্বশক্তিও ছিল, তাহা নবরত্ন শ্লোকে স্পষ্ট প্রমাণ আছে ।

রূপণক ।

ইনি নবরত্ন শ্লোকের মধ্যে তৃতীয় শ্লোক রচনা করেন ; তাহা এই,—
 নীতিভূমিভুজাং নতিগুণবতাং হ্রীরঙ্গনানাং ধৃতি-
 র্দম্পত্যোঃ শিশবো গৃহস্থ কবিতা বুদ্ধেঃ প্রসাদো গিরাম্ ।
 লাবণ্যং বপুষঃ স্মৃতিঃ স্মনসাং শাস্তির্বিজস্য ক্ষমা
 শক্ত্যস্ত্র দ্রবিণং গৃহাশ্রমবতাং স্বাস্থ্যং সতাং মণ্ডনম্ ॥

অমরসিংহ । (১)

অমরসিংহ পদ্যে অগ্নিপুৰাণীয় অভিধানের অনুরূপ নাম-লিঙ্গানুশাসন নামক এক অভিধান রচনা করেন । উহা এ প্রকার প্রসিদ্ধ যে, সংস্কৃত বিজ্ঞার্থিমাত্রেই প্রথম শিক্ষার কালে উহা কণ্ঠস্থ করিয়া থাকে ।

কোন কোন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়, ইনি হেমসিংহের শিষ্য ; ইহঁার কৃত অমরমালা ও অমরকোষ গ্রন্থ ব্যতীত শঙ্করাচার্য্য ইহঁার সমুদয় গ্রন্থ দখল করেন । পৃথুরাজচরিত কাব্যে লিখিত আছে, ইনি জৈনদিগের দ্বারা ময়ূরপুচ্ছ ধারণ করিতেন । অল্প দিকে, ইনি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন, এবং গয়ার প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মন্দির ইহঁার নিশ্চিত বলিয়া ডাক্তার

(১) বৃহদমরসিংহ নামে এক খানি অভিধান আছে । সার্কভৌমকৃত রামমুক্ত টীকার “অনিরুদ্ধ” নাম দেখ ।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি পণ্ডিতেরা অনুমান করেন । জেনেরেল কনিংহাম সাহেবের বিবেচনায়, ঐ বৌদ্ধ মন্দির খৃষ্টীয় ৪র্থ হইতে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল । উক্ত মন্দিরে খোদিত আছে যে, ইনি খৃঃ ৫ম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । (১)

শঙ্কু ।

ইনি নবরত্ন শ্লোকের চতুর্থ শ্লোক রচনা করেন ; তাহা এই,—

“ধর্ম্যঃ প্রাগেব চিস্ত্যঃ সচিবমতিগতিভাবনীয়া সদৈব

জ্ঞেয়ং লোকানুবৃত্তং বরচরনয়নৈর্মণ্ডলং বীক্ষণীয়ম্ ।

প্রচ্ছাত্তৌ রাগরোষৌ মৃদুপরুষগুণৌ যোজনীয়ো সদৈব”

আত্মা যত্নেন রক্ষ্যা রণশিরসি পুনঃ সোহপি নাপেক্ষণীয়ঃ ॥”

এবং কাব্যপ্রকাশের মধ্যে ইহার বচনের প্রমাণতা দৃষ্ট হয় ; অতএব ইনি এক জন আনুষ্ঠানিক ছিলেন, এমনত বোধ হইতেছে ।

বেতালভট্ট ।

বিক্রমাদিত্যের প্রসঙ্গে বহুবিধ গল্পময় “বেতালপঞ্চবিংশতি” নামক গ্রন্থের রচনা করেন । এবং “নীতি প্রদীপ” রচনা করেন ; তাহার প্রথম শ্লোক এই,—

“রত্নাকরঃ কিং কুরুতে স্বরত্নৈ-

বিন্ধ্যাচলঃ কিং করিভিঃ করোতি ।

ত্রীখণ্ডখণ্ডৈশ্চলয়াচলঃ কিং

পরোপকারায় সতাং বিস্থষ্টিঃ ॥”

(১) সৈন্যদ্রাবীড়ীয় অমর সিংহ, দুর্গসিংহ, ভট্টনারায়ণ সিংহ, কায়স্থজাতি, পঞ্জাব প্রদেশ ; যেহেতু তাহার পঞ্জী করেন । ইতি “পঞ্জিকা” শব্দে অমরসিংহাভিধানের টীকার সারমুঞ্জরী, রমানাথ, রায়মুন্স্ট ও ভরত প্রভৃতি । ইতি জগন্নাথপ্রসাদ মল্লিকের “শব্দ-কল্পদ্রুমসিদ্ধি” ।

ঘটকপর্ব ।

ইনি সমকালকার যুক্ত স্বনামখ্যাত ঋতুবর্ণন বিষয়ে ছাবিংশতি শ্লোক রচনা করেন ; তাহার প্রথম শ্লোক, যথা—

“নিচিৎ সমুপেত্য নীরদৈঃ প্রিয়হীনানুদয়াবনীরদৈঃ ।

সলিলৈর্নিহিতং রজঃ ক্ষিতৌ রবিচন্দ্রাবপি নোপলক্ষিতৌ ॥”

“নীতিসার” নামক তাঁহার রচিত আর একখানি গ্রন্থ আছে ; তাহার প্রথম শ্লোক এই—

গিরৌ কলাপী গগনে পয়োদা লক্ষাস্তুরেহর্কস্য জলেষু পদ্মাঃ ।

ইন্দুর্দ্বিলক্ষং কুমুদস্য বক্ষুর্যোযস্য মিত্রং নহি তস্য দূরম্ ॥

কালিদাস ।

যদিও নবরত্নের মধ্যে সকলেই কাব্যশাস্ত্রে পারদর্শী ছিলেন, তথাপি কাব্যবিষয়ে এই সুবিখ্যাত কবিই সর্বপ্রধান । ইহার কৃত কাব্যগ্রন্থ সকলের নাম,—শ্রুতবোধ, ঋতুসংহার, শৃঙ্গারতিলক, প্রমোত্তরমালা, মেঘদূত, নলোদয়, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, শাকুন্তল, বিক্রমোর্কশী, মালবিকাগ্নিমিত্র, মহাপদ্য, শৃঙ্গাররসাষ্টক, রাত্রিনত্যমাননিরূপণ ও সাধ্য । (১)

এই প্রকার কিংবদন্তী আছে যে, কালিদাস সরস্বতীর কূপায় কৃতবিত্ত হইয়া বাটীতে আগমন করিয়া নিজ বিত্তা প্রকাশ করিবার জন্য নিম্নলিখিতাবতী রত্নাবতী (২) নামী নিজ স্ত্রীকে সযোজন করিয়া সংস্কৃত ভাষায় কহিলেন, “অন্তি কশ্চিদ্ বাণিশেষঃ” । ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহার স্ত্রী কহিলেন যে, এই একটি

(১) “হাস্তার্ঘ্য” নামক গ্রন্থ খানিও কালিদাসের রচিত বলিয়া এসিদ্ধ । কিন্তু কোন কোন প্রাচীন পুস্তকে উহা জগদীশ্বর নামক কোন ব্যক্তির কৃত বলিয়া লিখিত আছে । “সেতুবন্ধ” নামক এক খানি গ্রন্থ আছে ; তাহা এই কালিদাসের অথবা ভোজরাজের সম্ভাব্য কালিদাসের কৃত এ বিষয়ে নিশ্চয় হয় না । [The Indian antiquary.]

(২) কেহ কেহ কহেন, ঐ কস্তার নাম বিদ্যোত্তমা ছিল, এবং উহার পিতার নাম দারদাবন্দন ।

সংস্কৃত বাক্য কহিতে পারিলেই লোকে পণ্ডিত বলিয়া খ্যাত হয় না ; যদি “অন্তি,” “কশ্চিৎ” এবং “বাগ্বিশেষঃ,” এই তিনটী শব্দ হইতে ভিন্ন ভিন্ন তিন খানি কাব্য রচনা করিতে পারেন, তবে আপনাকে মহাকবি বলিয়া স্বীকার করি। এই কথা শ্রবণমাত্র কালিদাস তৎক্ষণাৎ তিন খানি কাব্যের সূত্রপাত করিলেন। যথা,

“অস্ত্যন্তরস্তাং দিশি দেবতাত্মাইত্যাদি”, কুমারসম্ভবের,
 “কশ্চিৎ কাস্তাবিরহগুরুণেত্যাদি”, মেঘদূতের,
 এবং “বাগর্থাবিব সম্পৃক্তাবিত্যাদি” রঘুবংশের প্রথমে।

বরাহ ।

ইনি জ্যোতির্বিদ্যায় বিশেষ নিপুণ ছিলেন। অনেকে ইহঁাকেই সূর্য্যসিদ্ধান্ত নামে ভূগোল-খগোল বিষয়ক গ্রন্থের সংগ্রহকার বলিয়া অমুমান করিয়া থাকেন। কেহ কেহ ইহঁারই নামান্তর ভাস্করাচার্য্য কহিয়া থাকেন ; কিন্তু তাহা সর্ব্ব-বাদিসম্মত নহে। ভাস্করাচার্য্য সাত শত বৎসর পূর্বে বর্তমান ছিলেন বলিয়া অনেকেই অমুমান করিয়াছেন। (১)।

মিহির ।

মিহির বরাহের জামাতা ছিলেন। জ্যোতিঃশাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তা থানা নামে বরাহের যে কত্থা ছিলেন, মিহির তাঁহারই পাণিগ্রহণ করেন। যদিও অনেকেই

(১) ডাক্তার কারণ ও ভাউদাজি বরাহ ও মিহিরকে একই ব্যক্তি স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে তিনি খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। ভাউদাজির বিবেচনায়, তিনি অবন্তীনগরনিবাসী ছিলেন, এবং খৃষ্টীয় ৫৮৭ সালে তাঁহার মৃত্যু হয়। বরাহমিহির “বৃহৎ-সংহিতা” নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন; ডাক্তার কারণ তাহার অনুবাদ করেন। ব্রাহ্ম অথবা পৈতামহ সিদ্ধান্ত, সূর্য্য অথবা সৌর সিদ্ধান্ত, বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত, রোমক সিদ্ধান্ত ও পুলিজ সিদ্ধান্ত, এই পঞ্চ সিদ্ধান্তকে মূল করিয়া “পঞ্চসিদ্ধান্ত” নামক পুস্তক বরাহমিহির রচনা করেন বলিয়া উপরোক্ত উক্ত পণ্ডিত লিখিয়া গিয়াছেন।

বরাহ ও মিহিরকে এক ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন, তথাপি তাহা সপ্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা যায় না; যেহেতু, মিহির যে এক জন পৃথক ব্যক্তি, ইহারও অনেক প্রমাণ আছে ।

বররুচি । (১)

বররুচি এক জন প্রসিদ্ধ অভিধানকর্তা ছিলেন। “নীতিরত্ন” নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ইহার রচিত। ঐ গ্রন্থের প্রথম শ্লোক এই—

চতুর্শ্মুখমুখান্তোজশৃঙ্গাটকবিহারিণীম্ ।

নিত্যপ্রগল্ভবাচালামুপতিষ্ঠে সরস্বতীম্ ॥

“পত্রকৌমুদী” নামক গ্রন্থও এই মহাকবির রচিত ।

কেহ কেহ বলেন, বররুচি বিজ্ঞানন্দরের উপাখ্যান লিখিয়াছিলেন । (২) তাহা অনেক কাল পরে নবদ্বীপস্থ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ ভারতচন্দ্র রায় কর্তৃক গোড়ীয় ভাষায় ছন্দোবন্ধে সংগৃহীত হয় । (৩) একথা যদিও

(১) ইহার অপর নাম “পুনর্বহু” ; কিন্তু ইহা অতি অপ্রসিদ্ধ ।

(২) বররুচি-কৃত সংস্কৃত বিদ্যাহুম্মর টীকা সহিত এক্ষণে মুদ্রিত হইয়াছে ।

(৩) শ্রীকবি বরেন্দ্রের কৃত, গোড়ীয় ভাষায় নিবদ্ধ “কালিকামঙ্গল বিদ্যাহুম্মর” নামক যে এক প্রাচীন পুস্তক ছিল, ঐ পুস্তক কলিকাতা নিবাসী রাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের সভাসদ সংশোধন করতঃ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন যে, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাহুম্মর এই রচনার অনেক পরে প্রকাশিত হয়, এবং কালিকামঙ্গল বিদ্যাহুম্মরই প্রথম রচিত হইয়াছিল ; যথা—

বহুধর বাণ চন্দ্র শব্দ নিরূপণ ।

কালিকামঙ্গল গীত হৈল সমাপন ॥ [১৫৮৮ শকে]

শ্রীকবিরচন ছিল রচিত আছিল ।

এই গ্রন্থ রামচন্দ্র প্রকাশ করিল ।

আছিল অনেক লুপ্ত শব্দ একে আর ।

শোধন পূর্বক পুনঃ হইল উদ্ধার ॥

বিদ্যাহুম্মরের এই প্রথম প্রকাশ ।

তদন্তর কৃষ্ণরায় বিনতা যার বাস ।

আপাততঃ অসম্ভব বোধ হয় তথাপি “নহুম্বলা জনকৃতিঃ” বলিয়া ইহার প্রতি
আপত্তি করিতে পারিলাম না ।

মাতৃগুপ্ত ।

ইনি বিক্রমাদিত্যের সমকালবর্তী । যদিও ইহার রচিত কোন প্রসিদ্ধ
কাব্য আছে বলিয়া ক্রত হওয়া যায় না, তথাপি ইনি যে কেবল এক কবিত্ব-
শক্তির গুণেই রাজা বিক্রমাদিত্য কর্তৃক কাশ্মীর দেশের রাজসিংহাসনে সংস্থ-
পিত হইয়াছিলেন, ইহা রাজতরঙ্গিণী প্রভৃতি পুরাবৃত্ত গ্রন্থ পাঠ দ্বারা জানা
যাইতেছে । তদ্বিবরণ এই :—মাতৃগুপ্ত নানা গুণে বিভূষিত হইয়াও এক
দারিদ্র্য-দশা হেতু জীর্ণচীর ও শীর্ণশরীর হইয়া, স্বীয় আশ্রয়স্থান পরিত্যাগ
করতঃ মহারাজা বিক্রমাদিত্যকেঃনিতান্ত গুণগ্রাহী জানিয়া তাঁহার আশ্রয়
গ্রহণ করেন । তিনি মহারাজের সেবাতে বহুকাল নিযুক্ত ছিলেন, তথাপিও
তাঁহার দুর্ভাগ্যক্রমে মনোহীর্ষী সিদ্ধ হইল না । একদিন শীতকালের অর্দ্ধ-
রাত্রের সময় মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নিদ্রাভঙ্গ হইলে দেখিলেন যে, গৃহ-
স্থিত দীপ সকল নির্ক্ষাণপ্রায় হইয়াছে ! এজন্ত ভৃত্যবর্গকে আহ্বান করি-
লেন ; কিন্তু সে সময়ে তাহারা সকলেই স্লুথে নিদ্রিত ছিল ; কেহই উত্তর
প্রদান করিল না । কেবল দারিদ্র্য-দুঃখ হেতু নিদ্রাদি সমস্ত স্লুথপরায়ুধ
মাতৃগুপ্ত জাগরিত ছিলেন । তিনি ক্রতগামী হইয়া মহারাজের সন্নিধানে
উপস্থিত হওয়াতে, মহারাজ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন
যে, তুমি এত রাত্রি পর্য্যন্ত কি নিমিত্ত জাগরুক আছ ? এই কথা শ্রবণ
মাত্র তিনি এই শ্লোকটী রচনা করিয়া পাঠ করিলেন—

তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাই ঠাই ।

রামপ্রসাদের কৃত দেখা আর নাই ।

পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে ।

রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে ।

অন্নদামঙ্গলের শেষে ভারতচন্দ্র লিখিয়াছেন, “বেদ লইয়া কবি রসে ব্রহ্ম নিরূপিতা । (১৬৭৪)
সেই শকে এই গ্রন্থ ভারত রচিল ।” অতএব ইহাতে জানা যায় যে, কালিকামঙ্গল রচনা
হওয়ার ৮৬ বৎসর পরে অন্নদামঙ্গল রচিত হইয়াছে ।

“শীতেনোকু ধিতস্ত্য মাসমনিশক্ষিস্তার্ণবে মজ্জতঃ
 শাস্তায়াং ক্ষুটিতাদরস্ত্য ধমতঃ ক্ষুৎক্ষামকণ্ঠস্ত্য মে ।
 নিদ্রা কাপ্যবমানিতেব দয়িতা সন্ত্যজ্য দূরং গতা
 সৎপাত্রে প্রতিপাদিতেব বন্ধুধা ন ক্ষীয়তে শৰ্ব্বরী ॥

অন্তার্থঃ ।

মাসাবধি এই রীত, শীতে গাত্র রোমাঞ্চিত,
 মগ্ন সদা চিন্তা পারাবারে ।
 ক্ষুটিলেক ওষ্ঠাধর, ক্ষুৎ দিতে নিরন্তর,
 নির্কারণ অনলে বারে বারে ॥
 ক্ষুধা ক্ষীণ হৈল কণ্ঠ, ত্যাজি নিদ্রা উপকণ্ঠ,
 গতা যেই মানিনী কামিনী ।
 উপযুক্ত জনে যেন, সমর্পিতা ধরা হেন,
 ক্ষয় নাহি হয় হে যামিনী ॥

মহারাজ বিক্রমাদিত্য তাঁহার এই প্রকার অসাধারণ কবিত্বশক্তির ও
 প্রভুত্বপন্নমতিভের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে অনেক প্রশংসা
 করিয়া স্বীয় আবাসে বিদায় করিলেন; কিন্তু সে সময়ে পুরস্কার প্রদানের
 কোন কথাই উল্লেখ করিলেন না। তৎপরে এক দিবস মাতৃগুপ্তকে আহ্বান
 করিয়া স্বহস্তলিখিত একখানি পত্র তাঁহাকে প্রদান করিয়া কাশ্মীর দেশে
 গমন করিতে আজ্ঞা করিলেন। মাতৃগুপ্ত ঐ আদেশানুসারে কাশ্মীর প্রদেশে
 বাইয়া তত্রতা অমাত্যবর্গের নিকটে উপস্থিত হইয়া মহারাজের পত্র খানি
 তাঁহাদিগকে সমর্পণ করিলেন। অমাত্য সকলে ঐ পত্র পাঠ করিয়া মহা-
 রাজের অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া, মাতৃগুপ্তকে মহা সমারোহ পূর্বক তথা-
 কার শুল্ক রাজসিংহাসনে উপবেশিত করিলেন। মাতৃগুপ্ত মহারাজ বিক্রমা-
 দিত্যের এ প্রকার অসামান্য গুণে মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইয়া এই শ্লোকটি
 লিখিয়া মহারাজের নিকট প্রেরণ করিলেন,—

“নাকারমুদ্রহসি নৈব বিকণ্ঠসে হুং

দিৎসাং ন সুচয়সি মুঞ্চসি সংকলানি ।

প্রঃ ৭০
Acc 22260
০৭/৭/২০০৬

মেষ্ঠ ।

২১

নিঃশব্দবর্ণণমিবাসুধরন্ত রাজন

সংলক্ষ্যতে ফলত এব তব প্রসাদঃ ॥”

অন্তার্থঃ ।

আকার ধারণ নাহি, নাহি বিকথনা ।

ফল দাও, কিন্তু নাহি দিৎসার হৃচনা ॥

জলদ যেমতি করে নিঃশব্দে বর্ণণ ।

তুমিও তেমতি কর রূপাবিতরণ ॥



মাতৃগুপ্ত জাতিতে বৈশু ছিলেন ; যেহেতু কল্লন রাজতরঙ্গিণীর তৃতীয় তরঙ্গের ৮ম শ্লোকে তাঁহাকে “বিশাম্পতি” বলিয়া লিখিয়াছেন । এবং ২০৯ শ্লোকে তিনি বিক্রমাদিত্যকে প্রণাম করিয়াছিলেন, এমত বর্ণনা আছে ; অতএব ইহাতে তাঁহাকে বৈশুই বিবেচনা কল্পিতে হয় । কিন্তু ৩০২ শ্লোকে তিনি দ্বিজ-জনোচিত সম্মান ধর্ম গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, এই বর্ণনা এবং ৩২২ শ্লোকে তাঁহার যতি-ধর্ম গ্রহণ করা বর্ণিত থাকাতে, কেহ কেহ তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা করেন । কিন্তু যে স্থলে তিনি ক্ষত্রিয় রাজাকে প্রণাম করিয়াছেন, এবং শূদ্র ব্যতীত অন্য তিন বর্ণের দ্বিজকে থাকাতে যতি-ধর্ম গ্রহণ করিবার অধিকার আছে, সে স্থলে তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না ।

মেষ্ঠ । (১)

ইনি “হয়গ্রীববধ” নাটক প্রস্তুত করিয়া মাতৃগুপ্ত রাজার সম্মুখে অভিনয় করিয়াছিলেন ; ইহা কল্লন-রাজতরঙ্গিণীর তৃতীয় তরঙ্গের ২৬৪ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত আছে । যথা—

“হয়গ্রীববধং মেষ্ঠস্তদগ্রে দর্শয়ন্নবম্ ।

আসমাপ্তি ততোনাপৎ সাক্ষসাক্ষিতি বা বচঃ ॥”

(১) ইহার নাম “ভট্টমেষ্ঠ” । অনেকে বিবেচনা করেন, ইনি হর্ষ রাজার সময়ে বর্তমান ছিলেন ।

স্ববন্ধু । (১)

স্ববন্ধু বিক্রমাদিত্যের সভাসদ বররুচির ভাগিনেয় । ইহা তিনি স্বকৃত “বাসবদত্তা” নামক গ্রন্থের সমাপিকাতে লিখিয়াছেন, যথা,—

“ইতি শ্রীবররুচিভাগিনেয়স্ববন্ধুবিরচিতা

বাসবদত্তাখ্যায়িকা সমাপ্তা ।”

বোধ হয়, বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর, তাঁহার “বাসবদত্তা” রচিত হইয়াছে ; (২) যেহেতু তাহাতে গ্রন্থকর্তা বিক্রমাদিত্যের পরলোক হওয়ার নিমিত্ত এই প্রকার আক্ষেপ করিয়াছেন,—

স। রসবত্তা নিহতা নবকা বিলসন্তি চরতি নো কঙ্কঃ ।

সরসীব কীর্ত্তিশেষং গতবতি ভুবি বিক্রমাদিত্যে ॥ (৩)

রুদ্ধভোজরাজ ।

বোধ হয়, ভারতাদিত্যস্বরূপ বিক্রমাদিত্যের অন্ত্যচল গমন হওয়ার পরেই দ্বিজরাজরূপ এই ভোজরাজের উদয় হইয়াছিল ; কারণ, ভোজপ্রবন্ধাদি গ্রন্থে এবং কালিদাসের রচিত মহাপদ্ম শ্লোক পাঠে জানা যায় যে, বিক্রমাদিত্যের সভাপণ্ডিতের মধ্যে অনেকেই ক্রমশঃ ভোজরাজের সভাস্থ হইয়াছিলেন । বঙ্গালমিশ্র কৃত ভোজপ্রবন্ধে ভোজরাজার সভাসদ বলিয়া যে সকল পণ্ডিতের নাম উল্লেখ হইয়াছে, তাহা এই ;—বররুচি, স্ববন্ধু, বাণ, ময়ূর, রামদেব, হরিবংশ, শঙ্কর, কলিন্স, কর্পূর, কবিরাজ, বিনায়ক, মদন,

(১) কাহারও কাহারও মতে ইনি খৃষ্টীয় ৭০০ শকে বর্তমান ছিলেন । বোধ হয়, ভোজরাজার সভাস্থ অন্ত স্ববন্ধু ক্রমে এইরূপ মতের উদ্ভাবন হইয়াছে ।

(২) তট্টীকাকার মরসিংহ বৈদ্য লিখিয়াছেন—“কবিরায়ঃ বিক্রমাদিত্যসভায়াঃ । তস্মিন্ রাজ্ঞি লোকান্তরং প্রাপ্তে এতদ্রিষন্ধং কৃতবান্ ।”

(৩) বাসবদত্তার প্রথমে শাক্তধর্ম পদ্ধতি কৃত শ্লোকে অন্ত অন্ত কবিদিগের নাম দেখুন ।

বিষ্ণুাবিনোদ, কোকিল, তারেক্স, অথবা নরেক্স । (১) সৰ্ব্বশেষে কালিদাসের আগমনের কথাও বর্ণিত আছে । কালিদাসের রচিত মহাপদ্মনামক ক্ষুদ্র গ্রন্থের মুখবন্ধে তাহার এই প্রকার বিবরণ আছে,—

“অস্থিবদধিবচৈব শঙ্খবদ্রকবন্তথা ।

রাজ্যন্তব যশো ভাতি পুনঃ সন্ন্যাসি-দণ্ডবৎ ॥

কালিদাস ইমং শ্লোকং স্বকবিত্বস্ত গোপকম্ ।

লিখিত্বা প্রদদৌ পত্রং কবয়ে শঙ্করায় বৈ ॥

পঠিত্বা শঙ্করঃ শ্লোকং প্রহসন্ কৌতুকায় তৎ ।

পত্রং করে সমাদায় সানন্দস্বরয়া তদা ॥

কালিদাসেন সহিতো ভোজরাজসভাং যযৌ ।

অথ দৃষ্ট্বা স রাজানমাশিষং প্রজগাদ হ ॥”

ইনি কর্ণাটদেশের অধিপতি ছিলেন । যেহেতু উক্ত মহাপদ্মের শেষ শ্লোকে কালিদাস লিখিয়াছেন—

মাগাঃ প্রত্যুপকারকাতরধিয়া বৈমুখ্যমাকর্ণয়

শ্রীকর্ণাটবস্তুশ্চরাধিপ সুধাসিক্তানি সূক্তানি মে ।

বর্ণ্যন্তে কতি নাম নার্নবনদীভূগোলবিক্ষ্যাটবী-

ঝঙ্গমারুতচন্দ্রমঃপ্রভৃতয়ন্তেভ্যঃ কিমাপ্তং ময়া ॥

তৎকৃত গ্রন্থ—চম্পুরামায়ণ ।

ইতিহাসবেত্তারা কহিয়া থাকেন, বিক্রমাদিত্যের পঞ্চাশৎ সত্ত্বৎ গতে দক্ষিণদেশস্থ সুবিখ্যাত অন্ধ্ররাজদিগের কর্ণাট ও তৈলঙ্গের আধিপত্য স্থাপিত হইয়াছিল । এই অন্ধ্ররাজগণ প্রমারবংশীয় রাজপুত্র এবং বিক্রমাদিত্যের স্বগোত্রীয় ছিলেন । তৎকালে কৃষ্ণানদী হইতে দক্ষিণঘাট পর্যন্ত কর্ণাট

(১) ইহাদের মধ্যে বাণ, নন্দ ও কবিরাজ, (বাঁহাদিগের বিবরণ পরে লেখা বাইতেছে) তাহারা যে ইহার সভাপতিত্ব ছিলেন, ইহা কদাচ সম্ভাবিত নহে । ঐ ঐ নামে অপর পণ্ডিতগণ ছিলেন, ইহাই বিবেচনা করিতে হইবে ।

রাজ্য বিস্তৃত ছিল। এতাবত বোধ হয়, এই বৃদ্ধ ভোজরাজ ঐ কর্ণাটদেশের প্রথম অধিপতি ছিলেন। (১)

শালিবাহন ।

এই রাজার জন্মদিনাবধি প্রচলিত শকাব্দের আরম্ভ হইয়াছে ; ইহা অনেকই স্বীকার করেন। কথিত আছে যে, রাজা বিক্রমাদিত্য এই শালিবাহনের সহিত যুদ্ধ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন। বিক্রমাদিত্যের চরিত্র নামক পুস্তকে ভদ্রিবরণ এই প্রকার লিখিত আছে—“তিনি (বিক্রমাদিত্য) কালীর পূজা করাতে দেবী সন্তুষ্ট হইয়া এই বর দিয়াছিলেন যে, ধরণীমণ্ডলে অদ্ভুত জাত এক ব্যক্তি ব্যতিরেকে অস্ত্র কেহ তাঁহাকে বধ করিতে পারিবে না। এই অদ্ভুত ব্যক্তির নিশ্চয় করণার্থ ভূপতির মন অস্থির হয়, এবং বেতালকে তাহার অনুসন্ধান করিতে আজ্ঞা করেন। বেতাল অব্যয়ণ করিয়া তত্ত্ব জানিয়া নিবেদন করিল যে, প্রতিষ্ঠান-পুরে এক কুস্তকারের কন্যা দ্বাদশ মাস গর্ভধারণান্তর এক পুত্র প্রসব করিয়াছে। ঐ বালক বাল্যক্রীড়ায় মত্ত হইয়া কতিপয় মৃত্তিকানিশ্চিহ্নিত অশ্ব, গজ, সৈন্ত, সামন্ত লইয়া ব্যাহ রচনা করতঃ স্বয়ং সেনাপতির কার্য্য করিতেছে। বিক্রমাদিত্য এই সম্বাদ শ্রবণ করিয়া সসৈন্তে যাত্রা করতঃ শালিবাহন নামক ঐ বালকের সমীপে উপস্থিত হইলেন, এবং যুদ্ধকরণার্থ তাহাকে আহ্বান করিলেন। বালক তৎক্ষণাৎ কর্দম-নিশ্চিহ্নিত অশ্ব, গজ, সৈন্ত, সামন্তকে ইন্দ্রজাল-শক্তি দ্বারা সজীব করিয়া রাজার সহিত রণে প্রবৃত্ত হইল, এবং তাঁহাকে পরাজিত করিয়া তাঁহার মুণ্ডপাত করিল।” (২)

(১) ভোজদেব নামক একজন রাজা মালবদেশে দ্বারা নগরীতে খৃঃ ৯৯৭ হইতে ১০৫৬ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি রাজপুতবংশীয় ও গুপ্তপ্রাণী ছিলেন। ইহার বৃত্তান্ত পরে লিখিত হইবে।

(২) বর্তমান ইতিহাসবেত্তাগণের মতে বিক্রমাদিত্য, কালিদাস প্রভৃতি খ্রীষ্ট বর্ষশতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। এ কথা প্রামাণিক হইলে, সখ্য ও শকাব্দ, এই উভয়ই বিক্রমাদিত্য ও শালিবাহনের জন্মের অনেক দিন পূর্বে অবস্থিত হওয়া স্বীকার করিতে হইবে।

শালিবাহনের কৃত একখানি অভিধান গ্রহ ছিল, ইহা এক্ষণে প্রায় অপ্রচলিত হইয়াছে। বাণভট্টের রচিত হর্ষচরিতের মধ্যে তৎগ্রন্থের উল্লেখ আছে। যথা—

“অবিনাশিনমত্রাস্তমকরোং শালিবাহনঃ।

বিশুদ্ধজাতিভিঃ কোশং রত্নৈরিব স্তুভাষিতৈঃ॥”

শূদ্রক । (১)

ইনি স্বন্দপুরাণের কুমারিকা খণ্ডের অনুসারে, কলিযুগের ৩২২০ বৎসরে অর্থাৎ ১১১ শকে রাজা ছিলেন। (২) মার্সম্যান সাহেবের ইংরাজীতে লিখিত শ্রীরামপুরের যজ্ঞালয়ে দ্বিতীয় বার মুদ্রিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ৬২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, মগধরাজের সিংহাসনে সিংহক নামক এক জন রাজমন্ত্রী খৃঃ ১৫১ সনে আক্রমণ ছিলেন; তিনি ৪০ বৎসর রাজ্যভোগ করিয়া ভারতবর্ষের বিখ্যাত শূদ্রক রাজা কর্তৃক নিহত হন। এই কথার সহিত কুমারিকা-খণ্ডের কথার এক প্রকার ঐক্য হইতেছে; যেহেতু উভয় স্থানের উল্লেখিত কাল গণনায় প্রায় সমান হইতেছে। ইহাঁকেই লোকে প্রসিদ্ধ নাটক মৃচ্ছকটিকের প্রণেতা বলিয়া জানেন। কিন্তু মৃচ্ছকটিকের প্রস্তাবনাতে যে সকল কথা লিখিত আছে, তাহাতে উক্ত গ্রন্থকে শূদ্রক রাজার রচিত বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। প্রস্তাবনাতে লিখিত আছে, “গজেন্দ্রগমন, চকোর-নয়ন, পূর্ণচন্দ্রবদন, অগাধবুদ্ধিশালী, শূদ্রক নামে প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন;” “শূদ্রক স্বীয় পুত্রকে সিংহাসনাধিষ্ঠিত দেখিয়া মহাসমারোহে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া, এবং এক শত বৎসর বশ দিবস আনুশ্রুত করিয়া অগ্নিপ্রবেশ করিয়া-

(১) কাব্যদীপিকার ইংরাজী-মুদ্রণকে লিখিত আছে যে, ইনি খৃঃ পূর্ব শতাব্দীতে ছিলেন। উইল্‌সন্ সাহেবের বিষ্ণু পুঃ (৪র্থ খণ্ড, পৃ ১০৭) শূদ্রক রাজার কথা। See also the *Indian Antiquary*, p. 74. স্বন্দপুরাণের অনুযায়ী ইনি বিক্রমাব্দিত্যের পূর্বজ। ২য় খণ্ড “বিধবা বিবাহ”, ৮৯ পৃষ্ঠা।

(২) ১৭৬৮ শকের মাঘ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ৪০১ পৃষ্ঠা।

ছেন।" (১) শূদ্রক রাজা, কবি ও অগাধবুদ্ধিশালী হইয়া, গজেন্দ্রগমন, চকোরনয়ন, পূর্ণচন্দ্রবদন, ইত্যাদি বিশেষণ দ্বারা আপন গ্রন্থে আপনাদিগের বর্ণন, সম্ভব বোধ হয় না। বিশেষতঃ, এক শত বৎসর দশ দিবস আয়ুঃলাভান্তে, অগ্নিপ্রবেশ দ্বারা স্বীয় প্রাণত্যাগের বিষয় স্বগ্রন্থে নির্দেশ করা, কোন ক্রমেই সংলগ্ন হইতে পারে না। ইহাতে অনায়াসে এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে, মূচ্ছকটিক শূদ্রক রাজার প্রণীত নহে; অথবা প্রস্তাবনাংশ শূদ্রকের মৃত্যুর পর অগ্র দ্বারা রচিত ও মূচ্ছকটিকে সংযোজিত হইয়াছে। কিন্তু প্রস্তাবনায় ও নাটকের রচনায় এরূপ সৌসাদৃশ্য যে, এ দুই বিভিন্ন লেখনীর মুখ হইতে বিনির্গত, এরূপ প্রতীতি হওয়া দুর্ঘট। বিশেষতঃ, প্রস্তাবনা গ্রন্থকর্তা ভিন্ন অগ্র ব্যক্তি দ্বারা লিখিত হয়, এরূপ ব্যবহার অদৃষ্টের ও অশ্রুতপূর্ব। সংস্কৃত নাটকের প্রস্তাবনা, নাটকের অবয়ব স্বরূপ; তাহা অগ্র ব্যক্তি দ্বারা সঙ্কলিত হওয়া কোন ক্রমেই সম্ভাবিত বোধ হয় না। (২)

ভারবি ।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন (৩), কিরাতার্জুনের-
কর্তা ভারবি কালিদাসের উত্তরকালে ও মাঘ শ্রীহর্ষ প্রভৃতির বহুকাল পূর্বে,

(১) "এতৎ কবিঃ কিল

স্বিরদেজগতিশ্চকোর নেত্রঃ পরিপূর্ণেন্দুমুখঃ সুবিগ্রহল্ল ।

বিজমুখাতমঃ কবির্বভূব প্রথিতঃ শূদ্রক ইত্যগাধসতঃ ॥

রাজানং বীক্ষ্য পুত্রঃ পরমসমুদয়েনাশমেধেন চেষ্টে।

লঙ্ক। চায়ুঃ শতাব্দং দশদিনসহিতং শূদ্রকোহগ্নিং প্রবিষ্টঃ ॥"

(২) শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের রচিত "সংস্কৃতভাষা ও সংস্কৃত-সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক পুস্তকের ৪৬ পৃষ্ঠা।

(৩) সংস্কৃতভাষা ইত্যাদি নামক পুস্তকের ১৭ পৃষ্ঠা; এবং ঐ গ্রন্থের ১২ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, "ইহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়, কিরাতার্জুনের আদর্শ ও শিশুপালবধ তৎপ্রতিরূপ; উত্তর কাব্যের রচনাপ্রণালী আলোচনা করিয়া দেখিলে, বিপরীত পক্ষ কোন ক্রমেই সম্ভব হয় না। কিরাতার্জুনের যে শিশুপালবধ অপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ, ইহাতে সংশয় হইবার বিষয়

প্রাপ্ত হইরাছিলেন। যদিও ভারবিকে মাঘের পূর্ববর্তী বলিতে আমরা সম্মত নহি, তথাপি শ্রীহর্ষাদির পূর্বে তিনি যে বর্তমান ছিলেন, ইহাতে কোন সংশয় হইতে পারে না। তাঁহার জীবিত সময়ের নিশ্চয় করিতে আমরা অসমর্থ হইয়া এই স্থলেই তাঁহার নামকে সন্নিবেশিত করিলাম। (১)।

ইহার অপর একটি নাম “শতপুষ্প।”

ভটি অথবা ভট্ট । (২)

এই মহাকবি স্বনামধাত জীরামচন্দ্রের চরিত্র বিষয়ক এক মহাকাব্য রচনা করেন। এই কাব্যখানি অতি প্রসিদ্ধ; সংস্কৃতভাষায়ী ছাত্র মাঝেই ব্যাকরণের পাঠ সমাপ্ত করিয়া প্রথমে এই কাব্যের অধ্যয়ন করিয়া থাকেন; ইহা দ্বারা ব্যাকরণে তাঁহাদিগের বিশেষ ব্যুৎপত্তি জন্মে।

গ্রন্থকর্তা স্বরচিত কাব্যের শেষে আপনার এক প্রকার পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু নাম নির্দেশ করেন নাই। এজন্য ভট্টিকাব্যের রচয়িতার নির্দেশ করণ পক্ষে মহাগোলযোগ উপস্থিত হইয়াছে। প্রামাণিক প্রাচীন টীকাকার জয়মঙ্গল কহেন, ভট্টিকাব্য ভট্ট নামক কবির রচিত। ভট্টিকাব্য নাম দ্বারাও

নাই।” কিন্তু “কাব্যো মাঘঃ কবি কালিদাসঃ” এবং “উলিতে নৈষধে কাব্যো ক মাঘঃ ক চ ভারবিঃ” এই বাক্যে মাঘকে সকলের প্রথমেই নির্দিষ্ট করাতে উহার অতিকূল পক্ষই প্রতিপাদিত হইতেছে। অতএব আমরা অনুমানের অপেক্ষায় প্রাচীন ঐতিহ্য বাক্যের প্রতি অধিক নির্ভর করিলাম; যেহেতু, “নয়মুলা জনশ্রুতিঃ” এই নিয়মানুসারে বহুকালাবধি প্রচলিত ঐতিহ্যকে কখনই নিতান্ত অগ্রাহ্য করা বাইতে পারে না। কাব্যের প্রথমে “শ্রী” শব্দের প্রয়োগ থাকাতে অলঙ্কারশাস্ত্রানুসারে এই মতের সমর্থন হইতেছে।

(১) ভোজপ্রবন্ধে ভারবির নাম আছে এবং ৫০৬ শকের যে একখানি শিল্প-লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও ভারবির নামের উল্লেখ আছে। পরন্তু “সহস্রা বিদধীভ” এই শ্লোকটি কিরাতার্কুনীর কাব্যে আছে বটে, কিন্তু বিকৃষ্টতার হিতোপদেশের শেষভাগেও ঐ শ্লোক আছে।

(২) রাজপুতানা প্রদেশে ভটি নামে এক জাতি ছিল; অতএব এই শব্দটি গ্রন্থকর্তার অথবা তাঁহার কোন বংশধর লোকের নাম কিম্বা জাত্যুপাধি, ইহাও অনুসন্ধানের।

ইহা সম্যক্ প্রতিপন্ন হইতেছে । কিন্তু অধুমান টীকাকার ভরতমল্লিক, আপন মতের প্রতিপোষক প্রমাণ প্রদর্শন ব্যতিরেকেই ভট্টিকাব্যকে ভট্টহরি-প্রণীত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন । কিন্তু গ্রন্থকর্তা কাব্যের শেষে যে শ্লোক লিখিয়াছেন, তাহা দৃষ্ট করিলে, ভরতমল্লিকের কথা কখনই প্রদেয় হইতে পারে না । গ্রন্থকর্তা লিখিয়াছেন, আমি বলভী-পতি নরেন্দ্র রাজার রাজধানীতে থাকিয়া এই কাব্য রচনা করিলাম । (১) এ কথা ভট্টহরির উক্তিতে সম্ভব হয় না, যেহেতু তিনি স্বয়ং রাজা হইয়া অপরের রাজধানীতে থাকিয়া যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, এমত সম্ভব হইতে পারে না ।

ভরতমল্লিকের কথা যেখানে অপ্রমাণ হইল, সেস্থলে ভট্টিকাব্যের প্রণেতা কে ? এবং কোন্ সময়ে কোন্ দেশে থাকিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন, ইহার অনুসন্ধান করা বিধেয় । জয়মঙ্গলের টীকানুসারে, উক্ত কাব্য ভট্ট নামক কবির কৃত বলিয়া প্রতীতি হইতেছে ; কিন্তু তিনি কোন্ সময়ে বর্তমান ছিলেন, তাহার নিশ্চয় হইতেছে না । “ভক্তমাল” নামক ভাষা গ্রন্থে শ্রীশ্রীধরস্বামীর চরিত্রবিষয়ে এই প্রকার বর্ণনা আছে,—

“জয় শ্রীশ্রীধরস্বামী ভুবনপাবন ।

ভাগবত উপদেশে তারে জগজ্জনন ॥

তাহার বৈরাগ্য কথা আশ্চর্য্য বিবরণ ।

শুনহ কহিব কিছু কর্ণ-রসায়ন ॥

শ্রীমান্ পরমানন্দপুরীর কৃপায় ।

নৃসিংহ অকলঙ্ক শশী হৃদয়ে উদয় ॥

মহাভাগোত্তম পণ্ডিত গঙ্গীর ।

বৈরাগ্য জন্মিল গৃহে মতি নহে স্থির ॥

গৃহে এক প্রীমাত্র পূর্ণ-গর্ভবতী ।

ভ্যজিয়া যাইতে বন হৈল দৃঢ়মতি ॥

(১) “কাব্যবিদ্যং বিহিতং ময়া বলভ্যাং শ্রীধরস্ব-নরেন্দ্রপালিতারাম্ ।

কীর্ত্তিরতো ভবতাং নৃপত ভক্ত কেমকরঃ কিত্তিপো বতঃ প্রজ্ঞানাম্ ॥

[ভট্ট ২২ সর্গে ৩৫ শ্লোক ।]

হেন কালে নারী পুত্র প্রসব হইয়া ।
 কালপ্রাপ্তি হৈল তার বালক রাখিয়া ॥
 সাধু উৎকর্ষাতে গৃহে রহিতে না পারে ।
 চিন্তয়ে বালক এই কেবা রক্ষা করে ॥
 ভাবিতে ভাবিতে দৈবে এক জ্যোষ্ঠী-ডিম্ব ।
 চালে হৈতে পড়ি গেলা বিনা অবলম্ব ॥
 ভাঙ্গিয়া তিতর হৈতে বাচ্ছা নিকষিয়া ।
 খাইল সম্মুখে এক মক্ষিকা ধরিয়া ॥
 সাধু তাহা দেখি মনে বিচার করিল ।
 সেই শিশু রক্ষিবে যে ইহারে রক্ষিল ॥
 এতেক ভাবিয়া ত্যজি গমন করিল ।
 অনাথ বালক গ্রাম্য লোকেতে পালিল ॥
 সেই শিশু কালে মহাপণ্ডিত হৈলা ।
 ভাট্ট নামে রামলীলা সাহিত্য বর্ণিলা ॥”

উপরোক্ত বিবরণানুসারে, তাঁহাকে শঙ্করাচার্য্যের পরবর্তী বলিতে হয় ;
 যেহেতু ত্রীধরস্বামী, যাহাকে উক্ত কবির পিতা বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন,
 তিনিও শঙ্করাচার্য্যের পরবর্তী ছিলেন। ইহাতে সপ্তশত শকের পর এই
 কবির জন্ম হইয়াছিল, এমনত বিবেচনা করিতে হয়। কিন্তু উক্ত কবি স্বয়ং
 যাহা লিখিয়াছেন, তাহার প্রতি অনুধাবন করিলে তাঁহাকে শঙ্করাচার্য্যের
 পূর্ববর্তী বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়। তিনি লিখিয়াছেন “আমি বলভী-
 পতি নরেন্দ্র রাজার রাজধানীতে থাকিয়া এই কাব্য রচনা করিলাম”। পুরা-
 ন্ত পাঠে জানা যাইতেছে যে, উদয়পুরের প্রাচীন রাজধানীর নাম বলভী-
 পুর ছিল এবং তথাকার রাজারাও ত্রীরামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র লবের সন্তান
 বলিয়া পরিচয় দেন। অতএব ইহা সম্ভব হইতে পারে যে, উক্ত গ্রন্থকর্তা ঐ
 রাজধানীতে বাস করিয়া ঐ রাজবংশের বীজপুরুষ ত্রীরামচন্দ্রের চরিত্র বর্ণনা
 করিয়া থাকিবেন। ইতিহাস পাঠে আরও জানা যাইতেছে যে, ঐ বলভী-

পূর ঋ: ৫২৪ অঙ্কে অর্থাৎ ৪৪৬ শকে নওসেরওয়ার বাদসার পুত্র নমিজাদের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছিল। অতএব ইহাতে উক্ত কবিকে ৪০০ শকাব্দের পূর্ব-কালীন বলিয়া বিবেচনা করিতে হয়। কিন্তু নরেন্দ্র নামক কোন রাজা ঐ রাজধানীতে পূর্বে ছিলেন কি না, ইহার যে পর্য্যন্ত নিশ্চয় না হইবে; সে পর্য্যন্ত এ বিষয়ের কিছুই অবদারিত হইতে পারে না। আপাততঃ যে অনুমান করা যাইতেছে, ইহা দ্বারা এই গ্রন্থকর্তাকে শঙ্করাচার্যের পূর্ববর্তী বলিয়া নির্দিষ্ট করা গেল। পরন্তু বিপরীত পক্ষে ইহাও তর্ক করা যাইতে পারে যে, ভক্তমালের রচনাকর্তা ভট্টির প্রাণে “শ্রীধরমুহু” এই শব্দটা প্রতি মাত্রই উহার তাৎপর্য্যার্থ ও অম্বয় বোধ না করিয়া গ্রন্থকর্তাকে প্রসিদ্ধ শ্রীধরস্বামীর পুত্র বলিয়া অনুমান করিয়া থাকিবেন।

বিষ্ণুশর্ম্মা ।

ইহাকে পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের প্রণেতা বলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন। কিন্তু এ বিষয়ের কোন বিশিষ্ট প্রমাণ নাই। ফলতঃ এই উভয় গ্রন্থ যে এক ব্যক্তি কর্তৃক রচিত হইয়াছে, ইহা কখনই বোধ হয় না। বিশেষতঃ হিতোপদেশের রচনাকর্তা লিখিয়াছেন যে, আমি পঞ্চতন্ত্রের ও অত্রাণ্ড গ্রন্থের সার সঙ্কলন করিয়া লিখিতে আরম্ভ করিলাম। (১) ইহাতে হিতোপদেশ-রচনাকর্তা ও পঞ্চতন্ত্রের রচনাকর্তা উভয়ে এক ব্যক্তি বলিয়া কদাচই বিশ্বাস হইতে পারে না। পঞ্চতন্ত্রে ও হিতোপদেশে বিষ্ণু শর্ম্মা বক্তা, রাজপুত্র-গণ শ্রোতা; বোধ হয় তদর্শনেই বিষ্ণুশর্ম্মা উভয় গ্রন্থের রচনাকর্তা বলিয়া তাঁহাদের ভ্রান্তি জন্মিয়া থাকিবে। লম্বুলাল হিতোপদেশকে নারায়ণগণিত-প্রণীত বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। (২)

(১) “পঞ্চতন্ত্রাভ্যন্তরায় গ্রন্থাবাক্য লিখ্যতে।”

(২) কাহ সৈব জ্ঞানারায়ণ পণ্ডিত নৈ নীতিশাস্ত্র নির্ভে কথানি কো সংগ্রহ করি সংস্কৃত-নৈ এক গ্রন্থ বনায় বা কো নাম হিতোপদেশ ধর্যো। (রাজনীতি)

পঞ্চতন্ত্রকর্তা এক জন অতি প্রাচীন গ্রন্থকার । (১) তাহার রচিত পঞ্চতন্ত্র গ্রন্থ অজ্ঞান দেশেও বহুকালাবধি প্রচলিত আছে । আবুল-ফজল নামক এক জন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্তা পারসিক ভাষাতে এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়া তাহার ভূমিকাতে লিখিয়াছেন যে, বিদ্যুপাই নামক ব্রাহ্মণ এক রাজাকে এই গ্রন্থ উপদেশ করিয়াছিলেন । ইহাতে অনুমান হয় যে, বিদ্যুপাই শব্দ ব্রাহ্মণের কোন উপাধির বিকৃতি হইতে পারে এবং ইহা বাজপেয়ী হওয়াও অসম্ভব নহে । আবুলমান নামক পারসিক গ্রন্থকর্তার অনুবাদিত কলিনঃ দমনের (২) ভূমিকা অনুসারে আবুল-ফজল ও হসেন ওয়াক্ফজ লিখিয়াছেন যে, পারসিক রাজা নওসেরওয়ান, যিনি ৪৫২ শকে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তিনি এক জন এদ্বান্ চিকিৎসককে কলিনঃ দমনঃ নামক গ্রন্থ আনিবার জন্য ভারতবর্ষে প্রেরণ করেন । সেই চিকিৎসক তথা হইতে উক্ত গ্রন্থ সঙ্গে লইয়া স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন । প্রথমতঃ তাহা রাজাজ্ঞানুসারে প্রাচীন পারসিক ভাষা পল্লবীতে অনুবাদিত হইল ; পরে তাহা হইতে আবুল-ফজর মন্সুর নামক আরব-সম্রাটের অনুমতি ক্রমে আরবী ভাষাতে বিবৃত হইল ; তাহা হইতে আবুলহোসেন নসরদ্দীন আহম্মদ নামক রাজকুমারের আদেশক্রমে পারসিক ভাষাতে উদ্ধৃত করিলেন ও রুদ্ফী নামক কবি দ্বারা তাহার শ্লোক প্রস্তুত হইল । তদনন্তর আবুল মজফ্র বহাম সায়ের আদেশানুসারে আবুল মালের দ্বারা পুনর্বার আরবী ভাষাতে তাহার গদ্য প্রস্তুত হইল । তৎকালাবধি এই আবুল মালের ভাষিত গ্রন্থ কলিনঃ দমনঃ নামে খ্যাত আছে । তৎপরে ওজুদ্দিন ওয়াক্ফজ এবং আবুল ফজল পারসিক ভাষাতে ইহার বিবরণ করিয়াছেন ।

(১) পঞ্চতন্ত্রের মধ্যে বাজবল্যসংহিতার অনেক বাক্য দৃষ্ট হয় । ঐ সংহিতা খৃঃ অব্দের দ্বিতীয় শত-বৎসর অপেক্ষা প্রাচীন বোধ হয় না ; যে হেতু অধ্যাপক উইলসন্ সাহেবের বিবেচনা এই যে, ননক হুনির নাম বাজবল্য সংহিতার দৃষ্ট হয় ; তিনি তৎসমকালিক । এই লিপি প্রামাণিক বোধ হইলে, পঞ্চতন্ত্র খৃঃ ৩০০ শতাব্দীর পর ৪০০ শতাব্দীর পূর্বে রচিত হইয়াছে । আমরা এ কথা অনুমোদন করি না ; কারণ তাহা হইলে সকল পুরাণ-শাস্ত্রাদিরই আধুনিকত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে ।

(২) এই দুইটি শব্দ সংস্কৃত করটক ও দমনক শব্দের অপভ্রংশ । উহাদ্বয়ের নাম পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের গ্রন্থমেই আছে ।

পরে এই গ্রন্থের প্রতিক্রম মলনাহোসেন কর্তৃক পারসিতে আনোয়ার হুসৈনি নামক গ্রন্থ রচিত হইরাছে ।

হিতোপদেশের মধ্যে শূদ্রক রাজার ও তৎকৃত মুচ্ছকটিকের নায়কবিশেষ চাকদত্তের নাম উল্লেখ আছে এবং এক স্থলে “সহসা বিদধীত ন ক্রিমাং” ইত্যাদি ভারবির রচিত শ্লোকটিও লেখা আছে ; ইহা দ্বারা উক্ত গ্রন্থকর্তার বর্তমান সময়ের অনুধাবন করিবেন ।

বিশাখদেব ।

ইনি একজন রাজপুত্র ; ইহার অপর নাম বিশাখদত্ত । “মুদ্রারাক্ষস” নামক সংস্কৃত নাটক ইহার প্রণীত বলিয়া অনেকে স্থির করেন ।

ইতি প্রথম পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ।



দ্বিতীয় কাল ।

দ্বিতীয় চোরকবি (বিহ্লন) ।

রহস্য সন্দর্ভের প্রথম পর্ক একাদশ খণ্ডে চোরকবির বৃত্তান্ত যেরূপ লিখিত আছে, তাহা আমরা এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি ।

কনকাজির উত্তরে মহাপঞ্চাল দেশে লক্ষ্মীমন্দির নামধেয় এক নগর ছিল । সেই নগরে মদনাভিরাম নামক ভূপাল ছিলেন । তাঁহার মহিবীর নাম মন্দার-
কামিনী । তাঁহাদের নয়নানন্দ-বিধায়িনী বিনয়ানুগতা ঘামিনী-পূর্ণতিলকানারী
তনয়া অতিশয় রূপবতী এবং গুণবতী ছিলেন । রাজা স্বীয় তনয়াকে সাহিত্য-
শাস্ত্রা শিক্ষাইবার জন্য স্বীয় অধিকারস্থ বিহ্লন কবিকে নিযুক্ত করেন । কিন্তু
বিহ্লন কবির রূপ লাভ্য দৃষ্টি করিয়া রাজা এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগি-
লেন, “এ ব্যক্তি সাধারণ পুরুষ নহে ; আকারে মদনের প্রতিক্রম, স্রুকাব্য
নায় অতি চতুর, বড় ভাষার বিজ্ঞ । ইহঁার প্রতি দৃষ্টি করিয়া কামিনীগণের
স্বর্গ্য ধারণ করা ছকর । ইহঁা দ্বারা কিরূপে তনয়ার কলা-কলাপ শিক্ষা সং-
গ্রহিত হইবে ?” পরে এই প্রকার মন্তব্য স্থির হইল যে, রাজকুমারী লক্ষ্মীমন্দির
স্বাধীনলোকন করেন না এবং বিহ্লন কবিও কুঠ শরীর দর্শনে বিরত । অতএব
স্বতারণা পূর্বক উভয়ের নিকটে উভয়ের অপ্রকৃত ঐ ঐ দোষের কথা কহিলে
কহই কাহাকে অবলোকন করিবে না । এই মন্তব্যানুসারে উভয়কে সাবধান
করিয়া উভয়ের অন্তরালে এক বননিকা বদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল । বননিকার
উত্তর পার্শ্বে উভয়ে উপবিষ্ট হইয়া অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা কার্য সম্পাদন করিতে
লাগিলেন । রাজপুত্রী অতিশয় বুদ্ধিমতী ছিলেন ; সুতরাং স্বল্পকাল মধ্যেই
মানালকারবৃত্ত নানাভাব-সমরিত কাব্যাদিতে নৈপুণ্য লাভ করিলেন ।

একদা বসন্ত কালে পৌর্ণমাসী রজনীতে চন্দ্রোদয় হইলে, বিহ্লন কবী
শয্যাগৃহের গবাক পথে তাহাকে দর্শন করিয়া নানা প্রকারে তাহার বর্ণন
করিতে লাগিলেন । কথা,—

“বেরং নভোরশ্মনমুদ্রাশ্চির্নৈভাস্ত তারা নবকেশ-ভজাং ।

নায়াং শশী কুণ্ডলিতঃ কণীন্দ্রো নায়াং কলঙ্কঃ শয়িতো মুরারিঃ ॥”

অন্ত্যর্থঃ ।

“ও নহে আকাশ, নীল নীর নিধি হয় ।

ও নহে তারকাবলী, নব ফেণচয় ॥

ও নহে শশাঙ্ক, কুণ্ডলিত ফণিধব ।

ও নহে কলঙ্ক, উহা শয়িত কেশব ॥”

অন্ত্যচ্চ ।

“ইন্দুমিন্দুমুখি ! লোকয় লোকস্তানুভানুভিরমুং পরিতপ্তম্ ।

বীজিতুং রজনী-হস্ত-গৃহীতস্তালবৃন্তমিব নালবিহীনম্ ॥”

অন্ত্যর্থঃ ।

“কর ওহে ইন্দুমুখি ! ইন্দু দরশন ।

ভানু-ভানু-পরিতপ্ত যত জনগণ ॥

বিভাবরী সেই তাপ বারণ কারণ ।

নালহীন তাল বৃন্ত করিছে বীজন ॥”

রাজকন্যা যামিনী-পূর্ণতিলকা কবীন্দ্রের এই প্রকার অপূর্ণ কবিতা শ্রবণ করিয়া স্বীয় গৃহ মধ্যে আশ্চর্য্য রসে অভিভূতা হইয়া কহিতে লাগিলেন, এ কি ? জন্মাক্ষ কবিই বা কোথায় ? আর কলঙ্কযুক্ত চন্দ্রই বা কোথায় ? আর সেই জন্মাক্ষ কর্তৃক চন্দ্র বর্ণনাই বা কিরূপে সম্ভবে ? অহো ! জনক আমার নিশ্চয়ই প্রতারণা করিয়াছেন ; আমার ব্রতভঙ্গ হয় হউক, আমি অবশ্যই ইহাকে দেখিব ।” পরে উভয়ের সন্দর্শন হওয়া মাত্র উভয়ের অন্তঃকরণ-মধ্যে নবানুরাগের সঞ্চার হইল । ক্রমে উভয়ে গাঙ্কর্য্য বিবাহ নির্বাহ করিয়া অতিসঙ্গোপনে গুপ্ত প্রেমরসের আশ্বাদন করিতে লাগিলেন । কিয়ৎকাল পরে রাজা তদ্ব্যস্ত অবগত হইয়া মহাক্রোধাবিষ্ট হইলেন এবং বিহ্বলনের প্রাণ হননार्थ কোটপালের (কোটালের) হাতে তাঁহাকে সমর্পিত করিলেন । কোটপাল চোর কবিকে শ্রমশান-ভূমিতে লইয়া গেলে তিনি কিঞ্চিন্মাত্র ভীত না হইয়া হাস্য করিতে লাগিলেন । যাতুক এবিধ অতীত-চিত্ততার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে কবীন্দ্র কহিলেন “আমার হৃদয়ে উৎকললোচনা লসবদ-বারবিন্দা দেবী নিরন্তর নিবসতি করিতেছেন ; আমার ভয়ের বিষয় কি ?”

দশনস্তর পঞ্চাশৎ শ্লোকে সেই দেবতা অর্থাৎ বীর ভাৰ্য্যার রূপগুণাদি বৰ্ণন করেন । রাজা তত্তাবৎ গুণপনা শ্রবণান্তে অন্তঃকরণে মহানুধ্যাতব করিয়া বিহ্বলনের হস্তে যামিনী পূর্ণতিলকাকে সম্প্রদান করিলেন ।

প্রশংসিত পত্রের সম্পাদক মহাশয় প্রস্তাব-সমাপ্তি কালে লিখিয়াছেন যে, এই প্রকৃত চোর কবিকে গোপন করিয়া নবদ্বীপাধিপতি রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সভাসদ ভারতচন্দ্র কাঞ্চীপুর-নিবাসী রাজপুত্র সুন্দরকে চোরকবি বলিয়া বিদ্যার সহিত তাঁহার গান্ধৰ্ব বিবাহাদির বর্ণনা করিয়াছেন । সম্পাদক মহাশয়ের এই উক্তির আমরা সম্যক্ রূপে অনুমোদন করিতে পারি না ; যে হেতু ভারতচন্দ্রই যে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান প্রথমে রচনা করিয়াছেন এমত নহে ; পূৰ্বে বরকচি কর্তৃক সংস্কৃতে ঐ উপাখ্যান রচিত হইয়াছিল, এমত কিংবদন্তী আছে এবং ভারতচন্দ্রের পূৰ্বে অত্যাশ্চর্য্য ব্যক্তি কর্তৃক ভাষাতেও ঐ উপাখ্যান প্রকাশিত হইয়াছিল । (১) বিশেষতঃ চোর-পঞ্চাশত্ শ্লোকে যে কতিপয় শ্লোক প্রসিদ্ধ আছে, তাহার প্রথম শ্লোকের শেষে

“বিদ্যাং পেনাদগুণিতামিব চিন্তয়ামি” ।

এই কথা লিখিত আছে ; তাহাতে এক পক্ষে মহাবিদ্যার স্তব ও অল্প পক্ষে বিদ্যার গুণাদি বর্ণিত হইয়াছে এবং ঐ সকল শ্লোকের দ্বিপ্রকার অর্থ টীকা ও প্রস্তুত আছে । ঐ টীকা পাঠে বোধ হয় যে, ঐ সকল কবিতা শ্লিষ্টার্থে রচনা করাই কবির অভিপ্রেত ছিল । আদি রসাপ্রিত অমর-শতকের যে প্রকার শাস্তি-রস পক্ষে কষ্ট কল্পনায় বাধ্য হইয়াছে সে প্রকার নহে ।

যাহা হউক, এ বিষয়ের তর্ক বিতর্ক করা অনধিকার চৰ্চা মাত্র । চোর-কবি কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন, তাহা লেখাই আমাদের উদ্দেশ্য । সম্পাদক মহাশয় লিখিয়াছেন, চোরকবি ৮০০ বৎসর পূৰ্বে ভারতবর্ষীয় প্রধান প্রধান কবিদিগের মধ্যে গণনীয় ছিলেন । কিন্তু আমরা অনুসন্ধান করিয়া দেখিতেছি যে, ১২৫০ বৎসর পূৰ্বেও তাঁহার নাম বিখ্যাত ছিল ; যেহেতু বাণভট্টের কৃত ক্রীর্ঘ্যচরিত নামক গ্রন্থের মধ্যেও চোর কবির উল্লেখ আছে ।

শিল্পন ।

উক্ত রহস্য সন্দর্ভ পত্রে লিখিত আছে যে, বিহ্লন ও শিল্পন এই উভয় কবি এক সময়ে বর্তমান ছিলেন । ইহাতে আমরা অনুমান করি যে, বিহ্লন যে প্রকার আদিরস বর্ণনায় আসক্ত ছিলেন, শিল্পনও সেই প্রকার তদ্বিরোধী শাস্তি-রসাপ্রিত কাব্য বর্ণনায় অমুরক্ত ছিলেন । সমকালীন ব্যক্তির প্রতিই ঘেব ও ঈর্ষ্যা হওয়ার সম্ভব । শিল্পনের কৃত শাস্তি-শতক পুস্তকের মধ্যে মধ্যে আদিরস বর্ণন কর্তার প্রতি শ্লেষ করার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় ; যথা,—

“যদা প্রকৃত্যৈব জনস্ত রাগিণো

ভূশং প্রদীপ্তো হৃদি মন্থথানলঃ ।

তদা তু ভূয়ঃ কিমনার্য্যপণ্ডিতৈঃ

কুকাব্য-হব্যাহতয়ো নিবেশিতাঃ ॥”

অর্থঃ ।

“স্বভাবতঃ কামাতুর জনের যখন ।

মনোমধ্যে দীপ্ত হয় কাম-হতাশন ॥

কুপণি গগণ তাহে হয়ে হতজ্ঞান ।

করেন কাব্য-হব্য আহতি প্রদান ॥”

নিম্ন লিখিত শ্লোকটি কবি প্রকাশে উদ্ধৃত হইয়াছে,—

“লব্ধাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামদুঃখান্ততঃ কিং

সন্তপিতাঃ শ্রণয়িনো বিভবৈস্ততঃ কিম্ ।

শ্রুতং পদং শিরসি বিধিবতাং ততঃ কিং

কলহিতং তনুভূতাং তনুভিস্ততঃ কিম্ ॥”

কিন্তু এই শ্লোকটি শিল্পনের রচিত কি না ইহার নিশ্চয় হয় না, যেহেতু চর্চহরি-কৃত বৈরাগ্যশতকের মধ্যেও প্রায় ঐ প্রকার একটি শ্লোক পাওয়া যায়, যথা—

“প্রাপ্তাঃ শ্রিয়ঃ সকলকামদুঃখান্ততঃ কিং

শ্রুতং পদং শিরসি বিধিবতাং ততঃ কিম্ ।

সম্পাদিতাঃ প্রণয়িনো বিভবাস্ততঃ কিং
কল্পস্থিতাস্তমুভূতস্তনবস্ততঃ কিম্ ॥”

মানভুঙ্গ ।

ইনি জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। খৃষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পরে উক্ত ধর্ম বহুল
রূপে ভারতবর্ষে প্রচারিত হয়। কিংবদন্তী আছে যে, ইনি কোন অপরাধ
করায় রাজদণ্ড দ্বারা লৌহশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, এবং ভক্তামর নামক
গ্রন্থ রচনা করিয়া উক্ত শৃঙ্খল-বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

ময়ূরভট্ট ।

ইনি বাণভট্টের সমকালবর্তী ও তাঁহার পুত্র ছিলেন। অতএব তাঁহার
জীবিত কাল বাণভট্টের জীবিত কাল নিরূপণ প্রসঙ্গে ব্যক্ত হইবে। কাহারও
কাহারও মতে ইনি উজ্জয়িনী-নগরে বৃদ্ধ-ভোজরাজের সভায় বর্তমান ছিলেন।
ময়ূরভট্ট নিজ তনয়ার রজনী-বিলাস বর্ণনায়

“উদ্ধূয় বাহুযুগমায়তদেহবল্লী
প্রাতঃ কুরঙ্গনয়না বিজহাতি জৃম্বাম্ ।
মশ্বে ঘয়ো রতিরগাৎ পুরতো নিবৃন্তঃ
স্বীয়ং ধম্মুঃ কুটিলতারহিতঃ কেরোতি ॥”

এই শ্লোকটি রচনা করাতে তাঁহার কল্পা কুপিতা হইয়া তাঁহার প্রতি অভিশাপ
দেন (১)। তাহাতে তিনি কুষ্ঠরোগ-গ্রস্ত হইয়াছিলেন ; পরে স্বর্ঘ্য-শতক রচনা
দ্বারা স্বর্ঘ্যের স্তুব করাতে রোগ হইতে মুক্ত হন। (২) ময়ূর ভট্টের এ প্রকার

(১) ইহাতেই লোকে কহে কবির মূণ ।

(২) “আদিত্যাদেবমুরাদীনামনর্থনিবারণম্”

ইতি কাব্য প্রকাশে ।

ময়ূরনামা কবি: শতশ্লোকেনাদিত্যং স্তুত্বা কুষ্ঠারিত্তীর্ণ ইতি প্রসিদ্ধিঃ ।

ইতি ভট্টীকাকার ভাষ্যায় ।

প্রভাব দৃষ্টি করিয়া তাঁহার জামাতা বাণভট্ট অতিশয় দ্বৈধা-পরবশ হইয়া নিজ প্রভাব প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে নিজ হস্তপদাদি ছেদন করিয়া শত শ্লোক-দ্বারা স্নীয় অভীষ্ট দেবতা চণ্ডীর স্তব করিয়া তাঁহার প্রসন্নতা প্রভাবে পুনর্বার পূর্ববৎ হস্তপদাদি বিশিষ্ট হন । হিন্দুদিগের এই প্রকার প্রভাব দেখিয়া বৌদ্ধধর্মাবলম্বী আইতগণ অতিশয় লজ্জিত ও বিষণ্ণবদন হইল ; ইহা দেখিয়া তাহাদিগের আচার্য্য মানভূষণপুত্রী তাহাদিগকে আশ্বাস প্রদান করিয়া আপনি অনেক লোকের সম্মুখে এবং রাজার আদেশক্রমে একটা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং আপনার শিষ্যগণকে ঐ গৃহের দ্বার আটচল্লিশটা লৌহশৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ করিতে কহিলেন । তাহারা ঐ প্রকারে দ্বার বদ্ধ করিলে পর উক্ত আচার্য্য বুদ্ধদেবের মহিমা বিষয়ক ভক্তমার-স্তোত্র নামক ৪৮টা শ্লোক রচনা করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন । তিনি যেমন এক একটা শ্লোক পাঠ করেন আর অমনি এক একটা লৌহশৃঙ্খল আপনা হইতে খুলিয়া পড়িতে থাকে । এই প্রকার সমুদয় শ্লোক পাঠ হইলে পর সমুদয় শৃঙ্খলগুলি খসিয়া পড়িল । ইহা দেখিয়া সকল বৌদ্ধগণ পুনর্বার বুদ্ধদেবের উদ্দেশে জয় জয় ধ্বনি করিতে লাগিল ।

যে রাজার সম্মুখে এই কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছিল, তিনি উজ্জয়িনী নগরের অধিপতি বৃদ্ধ-ভোজরাজ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন (১) এবং তাঁহার সভায় বাণ, ময়ূর, কালিদাস প্রভৃতি পঞ্চশত পণ্ডিত ও কবি বিद्यমান ছিলেন, এ কথাও লিখিত আছে । কিন্তু বৃদ্ধ-ভোজরাজের সময়ে যে ইহারা সকলেই বর্তমান ছিলেন, ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না ; যেহেতু এ বিষয়ের অনেক বিপরীত প্রমাণ আছে । বিশেষতঃ ভূপালদেশ হইতে সম্প্রতি এক খানি তাম্র ফলক পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, ১০১৭ শকে মানভূষণ ভট্টাচার্য্য বর্তমান ছিলেন । তাম্রফলকে মানভূষণ আচার্য্যের যে সময় নিরূপিত আছে, তাহার প্রতি প্রণিধান করিলে বোধ হয় যে, তিনি ধারা-

(১) সূর্য্য-শতকের বালবিনোদিনীনারী টীকাতে এই আখ্যায়িকা আছে । সূর্য্যশত-কের তিনখানি প্রসিদ্ধ টীকা ; তাহার মধ্যে এক খানির নাম বালবিনোদিনী । ইহা নেপাল দেশের ললিতপুরগ্রাম নিবাসী হরিবংশের রচিত । দ্বিতীয় খানি বালয় (বরভ) ভট্টের প্রণীত । তৃতীয় খানি গজাধর পাঠকের কৃত ।

গরী-পতি ভোজরাজের সমকালে বর্তমান ছিলেন ; কিন্তু বাণ ও ময়ূরভট্ট যে
তাহার জীবিতকালে উদয় হইয়াছিলেন এমত বোধ হয় না ; যেহেতু তদ্বিরোধ
ক্ষেই যে সমুদয় বহুতর প্রমাণ আছে, তাহা টীকাকারের লিখিত উপরোক্ত
মসজুব গল্প দ্বারা খণ্ডন হইতে পারে না (১) ।

বাণভট্ট ।

এই প্রসিদ্ধ কবি হর্ষ চরিতের প্রথম উচ্ছ্বাসে স্বীয় পরিচয় এই প্রকার
লিখিয়াছেন । শোণনদের পশ্চিমভাগে চ্যবন মুনির আশ্রমদেশ হইতে (২)
এক যোজন অন্তরে প্রীতিকূট নামক জনপদে বাণের নিবাস ছিল । বাণ নিজ
বংশাবলীর এই প্রকার পরিচয় দিয়াছেন, যথা—ভৃগুমুনির বংশজাত চ্যবন মুনি ।
তাহার পুত্র দধিচ ; তিনি সরস্বতী নাম্নী এক নারীকে বিবাহ করেন ; তাহার
গর্ভে সারস্বত নামে এক পুত্র হয় । ভৃগুবংশজ অক্ষমালার পুত্র বাৎসায়নের
পিতা বৎস মুনি যে দিনে জন্মগ্রহণ করেন, ঐ সারস্বত মুনির ও সেই দিনে
জন্ম হয় । বাৎসায়ন হইতে অনেক পুরুষ অস্তরে তদংশে কুবের নামে এক
বাক্তি জন্মগ্রহণ করেন । তাহার চারি পুত্র ; অচ্যুত, ঈশান, হর, এবং পাণ্ড-
পত । পাণ্ডপতের পুত্র অর্থপতি ; তাহার একাদশ পুত্র ; যথা ভৃগু, হংস,
শুচি, কবি, মহীদত্ত, ধর্ম, জাতবেদাঃ, চিত্রভামু, ত্রাক্ষ, স্কন্দত্ত এবং বিশ্বরূপ ।
চিত্রভামু রাজ্যদেবীকে বিবাহ করেন ; ইহারাই বাণের পিতা ও মাতা ।
বাণ যখন চতুর্দশ বৎসর বয়ঃক্রম বিশিষ্ট, তখন তাহার পিতামাতার মৃত্যু হয় ।

(১) শ্রীক্ষেত্রের পথে ময়ূর ভট্টের জন্ম হয় এবং তিনি ময়ূরগণ কর্তৃক রক্ষিত হওয়ার
তাহার নাম ময়ূর হয় । ইহার বংশে ক্রোকদী-নিবাসী শ্রীযুক্ত রামধন তর্কপকানন বর্তমান
আছেন । ইহারি বারেন্দ্র শ্রেণীস্থ শুদ্ধ শ্রোত্রীয় । ময়ূরভট্টের কৃত চণ্ডীশতক নামে এক গ্রন্থ
ধাকার কথা শুনা যায় ।

(২) বায়ু পুরাণে ইহার প্রমাণ আছে, যথা,—

“কীকটেবু গয়া পুণ্যা নদী পুণ্যা পুনঃ পুনা ।

চ্যবনভ্রাজসং পুণ্যং পুণ্যং রাজ-গৃহং বনম্” ।

বাণের সহচরগণের মধ্যে এই কয়েক জন প্রধান ছিলেন ; তত্ত্বনারায়ণ, জৈশান এবং ময়ূরক । বাণ একজন পাঠক নিযুক্ত রাখিয়া তাহার নিকটে যবন-গ্রন্থ পুস্তক প্রবণ করিতেন (১) ।

৬৫০ খৃঃ অব্দে ৫৭২ শকে শিলাদিত্য নামে কান্তকূজ দেশে একজন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন ; তাঁহার পিতার নাম প্রতাপশীল এবং উপাধি প্রভাকরবর্দ্ধন । ঐ প্রভাকরবর্দ্ধনের তিন পুত্র ; জ্যেষ্ঠ রাজ্যবর্দ্ধন, তাঁহার কনিষ্ঠ ঐ শিলাদিত্য এবং হর্ষবর্দ্ধন । হর্ষবর্দ্ধন খৃঃ ৬০০ এবং ৬২৫ বৎসরের অর্থাৎ ৫২২ ও ৫৪৭ শকের মধ্যে রাজা ছিলেন । বাণভট্ট ঐ রাজার সভায় নিযুক্ত থাকিয়া তাঁহার চরিত্রবর্ণনবিষয়ক হর্ষচরিত নামক এক কাব্য রচনা করেন ; এবং কাদম্বরী নামক প্রসিদ্ধ গদ্যময় কাব্যও এই মহাকবির প্রণীত (২) ।

বাণের রচিত হর্ষ চরিতের মধ্যে যে সকল কবির ও কাব্যের নাম লিখিত হইয়াছে, তাহা এই স্থানে লেখা যাইতেছে ; ইহা দ্বারা কোন কোন কবি ইহাঁর পূর্ববর্তী ছিলেন ও কোন কোন কাব্য তৎপূর্বে রচিত তাহা জানা যাইবে ।

“কবীনা মগলদর্পো নুনং বাসবদত্তয়া (৩) ।

শক্ত্যেব পাণ্ডুপুত্রাণাং গতয়া কর্ণগোচরম্ ॥

পদবৎকোজ্জ্বলো হারী কৃতবর্ণাশ্রমস্থিতিঃ ।

ভট্টারহরিচন্দ্রশ্চ (৪) গজ-বন্ধো নৃপায়তে ॥

অবিনাশিনমগ্রাম্য মকরোৎ শালিবাহনঃ (৪) ।

বিশুদ্ধ-জাতিভিঃ কোশং রত্নৈরিব স্তুভাষিতৈঃ ॥

(১) কর্ণেল উইলফোর্ড সাহেব (Colonel Wilford) কহেন ঐ যবন-গ্রন্থ পুস্তক Iliad অথবা Odessy হইবে । এক্টিয়ন (Action) কহেন ভারতবর্ষবাসীরা ও হোমারের Iliad গ্রন্থ ভদ্রিত ।

(২) কেহ কেহ বিবেচনা করেন, রত্নাকরী ও নাগাসম এই বাণভট্টকৃত । Dr. Hall কহেন ঐ উভয় গ্রন্থের প্রথম স্তোক এক প্রকার । যে শিলাদিত্য রাজার সভায় বাণভট্ট নিযুক্ত ছিলেন তিনি খৃঃ ৬১০ হইতে ৬৫০ সাল পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, এক্ষণ স্থিরীকৃত হইয়াছে ।

(৩) কাব্যের নাম ।

কীর্তিঃ প্রবরসেনস্ত (৪) প্রযাতা কুমুদোন্মীলা ।
 সাগরস্ত পরং পারং কপিসেনেব সেতুনা ॥
 সূত্রধার-কৃতারন্তৈর্নাটকৈর্বহুভূমিকৈঃ ।
 সপতাকৈর্ঘশো লেভে ভাসো (৪) দেবকুলৈরিব ॥
 নির্গতাস্ত নবা কস্ত কালিদাসস্ত (৪) সূক্তিষু ।
 প্রীতির্মধুরসান্দ্রীষু মঞ্জরীধিব জায়তে ॥
 সমুদ্দীপিতকন্দর্পা কৃতগৌরী-প্রসাধনা ।
 হরলীলেব লোকস্ত বিস্ময়ায় বৃহৎকথা (৪) ॥
 আচ্যরাজ- (৪) কৃতোৎসাহৈর্হৃদয়স্থৈঃ স্মৃতিৈরপি ।
 জিহ্বান্তঃ কৃষ্যমাণেব কবিত্বেন প্রবর্ততে ॥”

১১—১৮শ, শ্লোক ।

এই পুস্তকের অনুরোধিত কবিগণের মধ্যে “প্রবরসেন” নামক দুই জন কাশ্মীরের রাজা ছিলেন ; তন্মধ্যে প্রথম ব্যক্তি দ্বিতীয় ব্যক্তির পিতামহ । দ্বিতীয় প্রবরসেন বিক্রমাদিত্যের পুত্র প্রতাপশীল অপরাধিধান শিলাদিত্যকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিলেন । কহলন রাজতরঙ্গিণীর তৃতীয় ভরঙ্গের ৩২২, ৩৩৩ শ্লোক ।

ধর্মদাস ।

ইনি বিদগ্ধযুগ্মগুণের মঙ্গলাচরণে বুদ্ধদেবের স্তুতি করিয়াছেন । (১)
 অতএব ইনি যে একজন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন, ইহা সপ্রমাণ হইতেছে ; যে

(৪) কবি সঙ্কলনের দ্বারা কথাসরিৎসাগরপ্রভৃতি কোন কোন গ্রন্থে “শালিবাহন” পরি-
 বর্তে “শতবাহন” লিখিত আছে ; ইনি কাশ্মীর দেশাধিপতি হর্ষরাজার পুত্রপুরুষ । “আচ্য-
 রাজ” পরিবর্তে কোন কোন গ্রন্থে “আচ্যরাজ” আছে ।

(২) “সিন্ধোবধনি ভয়হুঃখমহাপদানাং পুণ্যায়নাং পরমর্জুণরসায়নানি ।

অকালনৈকসলিলানি মনোমলানি সিন্ধোবধনঃ একর্ষানি চিরং জয়তি ।”

যেহু গ্রন্থকর্তারা গ্রন্থের প্রারম্ভে স্বীয় স্বীয় অভীষ্টদেবেরই স্মরণাদি করিয়া থাকেন, ইহা প্রসিদ্ধ আছে। এতদ্বারা এই প্রকার অনুমান হয় যে, ইনি শঙ্করাচার্যের পূর্বে মগধরাজ্যের কোন স্থানে বর্তমান ছিলেন; কারণ সেই সময়েই ভারতবর্ষের মধ্যে ঐ দেশে বৌদ্ধমতের অতিশয় প্রাবল্য ছিল। বাণভট্টের কৃত হর্ষচরিতের মধ্যে যত যত ধর্ম সম্প্রদায়ীদিগের নাম উল্লেখিত আছে, তাহার মধ্যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ী অপেক্ষাকৃত অধিক, যথা হর্ষচরিতে লিখিত বিদ্যাসমীপ-গিরিবর্ত্তি জনপদস্থ ধর্ম-সম্প্রদায়ীদিগের নাম, আইতমস্করী, যেতব্রত, পাণ্ডুর, ভিক্ষু, ভাগবত, বর্ণী (ব্রহ্মচারী), লোকারাতিক, জৈন, কপিল, কাণাদ, ঔপনিষদ, ঈশ্বরকারণী, ধর্মশাস্ত্রী, পৌরাণিক, সপ্ততন্তুব, শাস্ত্র, পাঞ্চরাত্র। (১)

রাজা শ্রীহর্ষ ।

ইনি বাণভট্টের সেব্য ও উপজীব্য এবং তৎকৃত হর্ষচরিত কাব্যের নায়ক। রত্নাবলী ও নাগানন্দ এই দুই নাটক ইহার দ্বারাই প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি প্রধান প্রধান মহাশয়েরা লিখিয়াছেন যে, কাশ্মীরের রাজা শ্রীহর্ষ এই দুই কাব্যের প্রণেতা। এবং তৎপ্রমাণ স্বরূপে কল্লন-রাজতরঙ্গিনীর ৭ম তরঙ্গের ৬১১ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা,—

“সোহশেষদেশভাষাক্তঃ সর্বভাষাসু সংকবিঃ ।

কৃতী বিদ্যানিধিঃ প্রাপ খ্যাতিং দেশান্তরেষপি ॥”

কিন্তু রাজতরঙ্গিনীর মধ্যে রত্নাবলী ও নাগানন্দের যে উল্লেখ নাই, এ কথাও লিখিয়াছেন। এক্ষণে এই বিবেচনা করিতে হয় যে, রাজতরঙ্গিনীর মধ্যে যখন যে কবি বর্তমান ছিলেন ও যখন যে কাব্য রচিত হইয়াছে কিম্বা যখন যে গ্রন্থাদি প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বিশেষরূপে লিখিত আছে, তখন দুই খানি প্রসিদ্ধ নাটকের কথা যে লিখিত হয় নাই, ইহার কারণ কি? অতএব ইহাতেই অনুমান হইতেছে যে, কাশ্মীর-রাজা শ্রীহর্ষ দ্বারা উক্ত নাটকদ্বয় প্রস্তুত

হয় নাই। বিশেষতঃ উক্ত রাজা শকাব্দ ১০০০ বৎসরের পর বর্তমান ছিলেন, ইহা রাজতরঙ্গিনীর গণনানুসারে প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু মন্বন্তরটু কৃত কাব্যপ্রকাশ ও ভোজরাজকৃত সরস্বতীকণ্ঠভরণ, যাহা ২০০ শকাব্দের পর অল্পদিনের মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার মধ্যে ও রত্নাবলী ও নাগানন্দের কথা উল্লেখিত আছে। (১) কেহ কেহ কহেন যে, গ্রীর্ষদেবের আদেশ ক্রমে বাণভট্ট রত্নাবলী রচনা করিয়াছেন; এবং তৎপ্রমাণ জ্ঞাত বাণভট্টের রচিত হর্ষচরিতের পঞ্চম উচ্ছ্বাসের “ক্ষিপাদ্” ইত্যাদি পদ্যটী রত্নাবলীর মধ্যেও যে আছে ইহাও দর্শাইয়াছেন; এবং আরও কহেন যে শাঙ্গধরপদ্ধতির মধ্যে বাণভট্টের রচিত বলিয়া কয়েকটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে; কিন্তু সে সকল শ্লোক কাদম্বরী অথবা হর্ষচরিতের মধ্যে পাওয়া যায় না; ইহাতে অনুমান হয় যে, ঐ দুই কাব্য ব্যতীত বাণভট্ট আরও অল্প কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু এই সকল কথার প্রতি নির্ভর করিয়া রত্নাবলী যে বাণভট্টের রচিত ইহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না; যেহেতু দেখা যাইতেছে যে, এক প্রকার প্রসঙ্গের কথা হইলেই একের রচিত শ্লোক অথবা রচিত গ্রন্থের মধ্যে অনেক সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভট্টহরিকৃত বৈরাগ্য-শতকের ৬৬ শ্লোক “প্রাপ্তাঃ শ্রিয়াঃ” ইত্যাদি শান্তিশতকের চতুর্থ পরিচ্ছেদের ২য় শ্লোকের স্থলে লিখিত হইয়াছে এবং নহানাটকের ৪৬ সংখ্যাস্থিত পরশুরাম বর্ণনের শ্লোক “চূড়াচুষিত-কক্ষ-পত্রমণ্ডিত” ইত্যাদি ভবভূতিকৃত উত্তররামচরিতের ৪র্থ অঙ্কে লবের বর্ণনে লিখিত আছে। আর বাণের রচিত শ্লোক যাহা শাঙ্গধরপদ্ধতিতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা যদি রত্নাবলীতে থাকিত, তবে কোন সন্দেহ ছিল না; নচেৎ সে সকল তৎকৃত উদ্ভট শ্লোক হইলেও হইতে পারে। এতদ্বিবেচনার আমরা রত্নাবলীকে বাণভট্টের রচিত বলিয়া স্বীকার করিতে পারিলাম না।

উপরোক্ত রত্নাবলী ও নাগানন্দ ব্যতীত আর কোন অভিধান এই রাজার দ্বারা প্রস্তুত হইরা থাকিবে; যেহেতু ক্ষীরস্বামী অমরকোষোদ্ধাটন নামে অমরকোষের যে টীকা লিখিয়াছেন, তাহাতে গ্রীর্ষ বলিয়া এক অভিধান-কর্তার নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

১৭৭১ শকের মাঘ মাসের তত্ত্ববেশিনী পত্রিকায় ১৫৮ পৃষ্ঠায় রত্নাবলীর বৃত্তান্ত বাহা বৌদ্ধদিগের মহাবংশের ৫৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে, তাহাতে ১৯৩ শকে রত্নাবলীর পিতা সিংহলে রাজা ছিলেন, এরূপ লিখিত আছে। ইহা হইলে কাশ্মীরের রাজা শ্রীহর্ষই রত্নাবলীর রচনাকর্তা বোধ হয়।

ধাবক ।

উপরোক্ত শ্রীহর্ষ রাজা ইহার দ্বারা রত্নাবলী ও নাগানন্দ প্রস্তুত করেন; ইহা কাব্যপ্রকাশকার এবং তট্টীকাকার প্রধান প্রধান তিন জন, অর্থাৎ, বৈষ্ণব-নাথ, জয়রাম ত্রায়পঞ্চানন এবং নাগেশ ভট্ট, লিখিয়াছেন। শ্রীযুক্ত চৈতন্যচন্দ্র বিজ্ঞাসাগর “সংস্কৃতভাষা” ইত্যাদি পুস্তকের ৪৫ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, কালিদাসের মালবিকায়িমিত্রের প্রস্তাবনাতে ধাবকের নামোল্লেখ আছে; অতএব তিনি কখন শ্রীহর্ষ রাজার সমকালবর্তী হইতে পারেন না। কিন্তু বিজ্ঞাসাগর মহাশয়ের এ লেখনীকে আমরা যথোচিত মান্য করিতে পারি না, যেহেতু মনুটভট্ট প্রভৃতি প্রাচীনতম পণ্ডিতেরা যখন এ কথা লিখিয়াছেন এবং অনেক হস্তলিখিত মালবিকায়িমিত্রের মধ্যে যখন “ধাবক” না হইয়া “ভাসকের” নাম লিখিত আছে (১) তখন বিজ্ঞাসাগরের ও ডাক্তার টলবর্গের দৃষ্ট পুস্তকের মধ্যে “ধাবক” নাম থাকিতে তাহা প্রবল প্রমাণ হইতে পারে না।

ভগবচ্ছন্দ্রাচার্য্য ।

কবিও ইনি আধ্যাত্মশাস্ত্রেই বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, কাব্য-কলাপে ইহার তাদৃশ অতুরাগ ছিল না; তথাপি আনন্দলহরী প্রভৃতি কাব্য সকল বাহা ইহার রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তাহা পাঠ করিলে ইহাকে

এক জন প্রধান কবি না বলিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না। এতন্ত কবিগণের মধ্যে ইহাকে পরিগণিত করিলাম।

শঙ্করাচার্য্য মলয়বরদেশে বপু্যরি ব্রাহ্মণবংশে উৎপন্ন হন। তাঁহার পিতার নাম বিশ্বক্তিং এবং মাতার নাম বিশিষ্টা। অষ্টম বর্ষে উপনয়ন হইলে তিনি বেদান্ত্যাসে প্রবৃত্ত হন এবং অতান্ন কালে তাঁহার জ্ঞানের অসম্ভব উন্নতি দেখিয়া সকলে বিশ্বয়াপন্ন হইয়াছিল। যখন ছাদশবর্ষ বয়ঃক্রম তখন তাঁহার পিতৃবিয়োগ হইলেও তিনি সেইরূপে জ্ঞানচর্চাতে নিযুক্ত ছিলেন। অতান্ন বয়সেই সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণে তাঁহার প্রবৃত্তি হয়; কিন্তু তাঁহার মাতার অমতপ্রযুক্ত কিয়ৎকাল নিবারণিত হইয়াছিলেন। এ বিষয়ে এক প্রচলিত ইতিহাস আছে যে, কোন দিবস তিনি আপন মাতার সহিত কিয়ৎদূরে কোন আশ্রমীর বাটতে গমন করিয়াছিলেন। প্রত্যাগমন কালে পথিমধ্যে দেখিলেন যে, গমনকালে যে নদী অনায়াসে পার হইয়াছিলেন, তাহা বৃষ্টিদ্বারা জল বৃদ্ধি হইয়া তখন পূর্ণ হইয়াছে। কিঞ্চিৎ শমতানন্তর তাঁহারা নদীতে প্রবেশ করিলে আকণ্ঠ জল মগ্ন হইলেন। তখন শঙ্করাচার্য্য স্রীয় মাতাকে কহিলেন যে, তাঁহাকে সন্ন্যাস গ্রহণের অনুমতি প্রদান না করিলে জলমগ্ন হইয়া উভয়েরই প্রাণ বিয়োগ হইবে; আর যদি তাঁহাকে সন্ন্যাসী হইবার অনুমতি দেন, তবে ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা তিনি উভয়ের জীবন রক্ষা করিবেন। এমত বিষম বিপদকালে শঙ্করাচার্য্যের মাতা স্মরণে সম্মত হইলেন। তখন তাঁহাকে পৃষ্ঠদেশে গ্রহণপূর্বক শঙ্করাচার্য্য সম্বরূপ দ্বারা তীরস্থ হইলেন এবং মাতাকে বধাবিধি প্রণাম প্রদক্ষিণ করিয়া প্রস্থান করিলেন। কলিযুগে দণ্ডগ্রহণের যে নিষেধ ছিল, তাহা এই মহাত্মা কর্তৃকই নিরাকৃত হয়।

শঙ্কর জয়, শঙ্কর দিগ্ভ্রম, শঙ্করবিজয়বিলাস প্রভৃতি অনেক গ্রন্থে শঙ্করাচার্য্যের দিগ্ভ্রমণ এবং তৎকালীন নানা উপাসকের মত খণ্ডনের বিশেষ বিস্তার আছে। ইহার মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য আনন্দগিরি এবং বিজয়নগরের রাজমন্ত্রী সায়ণাচার্য্যের ভ্রাতা মাধবাচার্য্য কৃত গ্রন্থদ্বয়ে অনেক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। আর তেলুগু ভাষাতে কেরল-উৎপত্তিনামক এক গ্রন্থ আছে, তাহাতে তাঁহার বাল্যকালের কতক বৃত্তান্ত লিখিত আছে; এবং কাবেলি বেক্টরামস্বামী কর্তৃক যে দক্ষিণদেশীয় কবিদিগের জীবন বৃত্তান্ত সংগৃহীত হয়,

তাহাতেও শঙ্করাচার্যের কতক বৃত্তান্ত সংগৃহীত হইয়াছে । শঙ্করাচার্যের বর্তমান কাল যদিও নির্দিষ্ট নাই (১), তথাপি প্রামাণিক অহুমানদ্বারা তাহার যথাসম্ভব প্রমাণ হইতে পারে । পূর্বোক্ত মাধবাচার্যের ভ্রাতা সায়ণাচার্য ও তাঁহার কৃত গ্রন্থে সঙ্গমরাজার নাম উল্লেখ করিয়াছেন । সম্ভ্রান্তি প্রায় ৩৬ বৎসর হইল চিত্রদুর্গে এক পিতৃল পত্র পাওয়া গিয়াছে (২) ; তাহাতে দেবনাগর অক্ষরে সঙ্গমরাজা ও তাঁহার পুত্র হরিহর, বুদ্ধ প্রভৃতির নাম মুদ্রিত আছে এবং তাঁহাদিগের রাজত্বকাল নির্দিষ্ট আছে ।

অভূদন্ত কূলে শ্রীমান্ ভূমৌ গুরুগুণোদয়ঃ ।

অপ্রাপ্তদূরিতাসঙ্গঃ সঙ্গমো নাম ভূপতিঃ ।

আসন্ হরিহরঃ, কল্লো, বুদ্ধরায়ামহীপতিঃ ।

মারপো মুদগঃ পঞ্চৈতি কুমারাস্তস্ত ভূপতেঃ ।

ষষ্ঠ এবং সপ্তম শ্লোক ।

তাঁহার বংশে পাপবর্জিত এবং উৎকৃষ্ট গুণযুক্ত শ্রীমান্ সঙ্গম রাজা উৎপন্ন হইয়াছিলেন । তাঁহার পাঁচ পুত্র ছিল, যথা, হরিহর, কল্ল, বুদ্ধরায়, মারপ এবং মুদগ ।

(১) তথ্য ভবিষ্যে

"ব্রহ্ম ব্রহ্মা বশিষ্ঠশ্চ শক্তিশ্চৈব পরাশরঃ ।

বাসঃ শুকো গোড়পাদো গোবিন্দশামিশঙ্করৌ ॥

আনন্দো বেনাসাচার্যো ব্রহ্মা, দ্বিতীয়াচার্যো বিষ্ণুঃ, তৃতীয়াচার্যো ক্লৃষ্ণঃ, চতুর্থচার্যো বশিষ্ঠঃ, পঞ্চমাচার্যো শক্তিঃ, ষষ্ঠাচার্যো পরাশরঃ, সপ্তমাচার্যো বাসঃ, অষ্টমাচার্যো শুকঃ, নবমাচার্যো গোড়ঃ, দশমাচার্যো গোবিন্দঃ, একাদশঃ শঙ্করাচার্যঃ ।" এই বচনানুসারে কেহ কেহ কলির প্রথমেই শঙ্করাচার্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এরূপ কহিয়া থাকেন ; কিন্তু তাহা প্রামাণিক বোধ হয় না । শুকদেবের সাক্ষাৎ শিষ্য গোড় পূর্ণাচার্য কি না ইহা সন্দেহ স্থল ; বোধ হয় তাঁহার শিষ্যানুশিষ্য হইবেন । যেমন গোত্রের মধ্যে প্রধান প্রধান ব্যক্তিকে প্রবর বলিয়া নির্দিষ্ট করিয়াছেন, সম্ভ্রান্তাদি ক্রমে নির্দেশ করা হয় নাই । সেইরূপ সম্ভ্রান্তাদিগের গণনার মধ্যেও ঐ নিয়ম থাকা সম্ভব ।

(২) Asiatic Researches, Vol. IX., p. 419.

হরিহর রাজা যে ভূমি দান করেন, তাহার সময় উক্ত পিতৃলপত্রে অঙ্কিত আছে, যথা,

“ঋষিভুবহ্নিচন্দ্রে তু গণিতে ধাতবৎসরে ।

মাঘমাসে শুক্লপক্ষে পৌর্ণমাস্তাং মহাভিখৌ ।

নক্ষত্রে পিতৃদৈবত্যে ভানুবারেণ সংযুতে ॥”

বিংশতি শ্লোক ও একবিংশতি শ্লোকার্দ্ধ ।

১৩১৭ শকে ধাতবর্ষে (৭) মাঘমাসে শুক্লপক্ষে পৌর্ণমাসীতিথি মঘা নক্ষত্রে রবিবারে ।

বেলিগোল পর্বতে এক খানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে ; তাহাতে লিখিত আছে যে, ১২৯০ শকে বৃক্ক রাজা জৈন এবং বৈষ্ণবদিগের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া পরম্পর সন্ধি স্থাপন করেন। অতএব যখন হরিহর রাজা ১৩১৭ শকে বর্তমান ছিলেন, তখন তৎপিতা সঙ্গম রাজার মন্ত্রী মাঘবাচার্য্যের ভ্রাতা অন্যান ৫০ বৎসর পূর্বে জীবিত ছিলেন। সেই মাঘবাচার্য্য (১) তাহার কৃত শঙ্করজয় গ্রন্থের আরম্ভে ব্যক্ত করেন যে “প্রাচীনশঙ্করজয়-সারঃ সংগৃহ্যতে ক্ষুটং” প্রাচীনশঙ্করজয় গ্রন্থে যে সারভাগ আছে, তাহা গৃহীত হইল। এবং “স্তুতোহপি সমাক্ কবিভিঃ পুরাণৈঃ” অত্র অত্র পুরাতন কবি সকল শঙ্করাচার্য্যের বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান তিন শত বৎসর পূর্বকাল গ্রন্থকর্তা না হইলে কেহ তাহাকে প্রাচীন শব্দে উক্ত করেন না ; অতএব শঙ্করাচার্য্যের কাল ৮০০ বৎসরের নূন নহে। অত্রাত্ত প্রমাণ দ্বারাও ইহা দৃঢ় রূপে সম্ভব হইতেছে। শঙ্করাচার্য্যের জন্মভূমি মলয়বরদেশীয় লোকদিগের এই প্রবল মত যে, তিনি সহস্র বৎসরের পূর্বে জীবিত ছিলেন এবং তেলুগু ভাষাতে কেরল-উৎপত্তি নামক গ্রন্থানুসারে প্রায় সহস্র বৎসর পূর্বে কক্ষরাও যখন শিও-রাওএর সহিত যুদ্ধে পরাজিত হন, তখন শঙ্করাচার্য্য মলয়বরদেশে বর্তমান ছিলেন। অতএব উক্ত গ্রন্থ এবং শঙ্করাচার্য্যের জন্মভূমিস্থ লোকের প্রচলিত মত প্রভৃতি যথাপ্রাপ্য প্রমাণ দ্বারা সম্ভব হইতেছে যে, তিনি নানাধিক সহস্র

(১) মাঘবাচার্য্য খৃঃ ১৪০০ সনের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। (সাংখ্যপ্রবচনশাষ্যের মূখ-
নক, ৩৭ পৃষ্ঠা।) সর্বদর্শনসংগ্রহ ঐ সময়ে রচিত হয় ।

বৎসর পূর্বে বিরাজিত ছিলেন (১)। শঙ্করবিজয়ে লিখিত আছে যে, শঙ্করাচার্য্য কাশ্মীরদেশে গমন পূর্বক ক্লিষ্টকদিগকে জয় করিয়া সরস্বতীপীঠে স্থিতি করেন। রাজতরঙ্গিণীতে তদনুযায়ী এক বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় যে, ললিতাদিত্যের রাজত্বের শেষকালে কতকগুলি তীর্থবাত্রী ব্যক্তি কাশ্মীরস্থ লোক ও তত্রস্থ সরস্বতীর মন্দির দর্শনের নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলেন ; তাহাতে ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় কোন কারণ বশতঃ অত্যন্ত সংগ্রাম হয়,—

“গোড়োপজীবিনামার্সিৎ সত্যমত্যদুতং তদা ।

জহর্যে জীবিতং ধীরাঃ পরোক্শস্ত প্রভোঃ কৃতে ॥ ৩২৫

শারদাদর্শনামিষাং কাশ্মীরান্ সংপ্রবিষ্ট তে ।

মধ্যস্থদেবাবসথং সংহতাঃ সমবেষ্টয়ন্ ॥” ৩২৬

রাজতরঙ্গিণী চতুর্থ তরঙ্গ ।

ললিতাদিত্যের কালে গোড়দেশোপজীবী ব্যক্তিদিগের অতি অদ্ভুত কার্য্য হইয়াছিল। পরোক্শদেবতার জন্ত সেই পণ্ডিতেরা প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সরস্বতী দূর্শনজ্বলে কাশ্মীর দেশে প্রবেশ পূর্বক একত্র হইয়া তন্ন্যাসস্থিত দেবালয়কে বেষ্টিত করিয়াছিলেন। কাশ্মীর দেশ ও তন্মধ্যে বিশেষ স্থান সরস্বতীর পীঠ স্থল, উভয় দলের উৎকট বিবাদ, সেই বিবাদের কারণ কেবল ধর্ম্মের অনৈক্য ইত্যাদি। এই ঘটনার অনেক বিষয়ে রাজতরঙ্গিণী এবং শঙ্করদিখিজয় উভয়গ্রন্থ অবিকল হইতেছে। অতএব ইহা সম্ভব যে, শঙ্করাচার্য্য এবং তাঁহার পঞ্চাষত্তী শিষ্য সকল এই বিবাদের এক পক্ষ। যদিও

(১) কাবেলি বেকটরাসের বিবেচনায় তিনি খৃঃ ৭৮৮ সনে জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যাপক উইলসন্ সাহেব বিষ্ণুপুরাণে লিখিয়াছেন, তিনি খৃঃ ৮০০ কি ৯০০ অব্দে জীবিত ছিলেন। বৃক্করায় ১৩৪১ শকে দাক্ষিণাত্যপ্রদেশে রাজা ছিলেন। তাঁহার কৃত “ভূবনসাগর” নামে এক ভূগোল গ্রন্থ আছে। Asiatic Researches, ১৭৮৯ শকের মাঘ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ১৯৫ পৃষ্ঠা। খৃঃ ১১৪৩ সনে গুজরাটের রাজা কুমারপালের সভায় হেমচন্দ্রের সহিত শঙ্করাসম্মেলনের বিচার হয় ইতি “প্রাচীনদ্বিজয়” ১৪৭ পৃষ্ঠা। ইনি খৃঃ ৮০০—৯০০ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। The Indian Antiquary। কোলকাতা সাহেবের মতে শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টাব্দে ৮০০ অব্দ বা ৯০০ বৎসরের আরম্ভে বর্তমান ছিলেন। Miscellaneous Essays, Vol. I. p. 223. Hodgson সাহেব কহেন—তিনি খৃঃ ৮০০ বৎসরের পূর্বে ছিলেন।

সেই সকল ব্যক্তি গোড়োপজীবী বলিয়া রাজতরঙ্গিণীতে উক্ত হইয়াছে, তাহার কারণ বোধ হয় যে, শঙ্করাচার্য্যের সহিত অনেক গোড়দেশস্থিত শিষ্য ছিল, অথবা অন্ত কোন কারণে নাম পরিবর্তন হইয়া গ্রন্থকর্তার জ্ঞানগোচর হইয়া থাকিবে । রাজতরঙ্গিণীর মতে ১১৭৫ বৎসর পূর্বে ললিতাদিত্যের রাজত্ব কাল শেষ হয় ; অতএব অন্ত অন্ত প্রমাণ দ্বারা শঙ্করাচার্য্যের যে সময় সম্ভব হয়, এই কাল তাহা হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে । অতএব অত্যন্ত সম্ভবতঃ মণ্ডুপ শকের কিয়ৎ বৎসর পূর্বে শঙ্করাচার্য্যের জন্ম হইয়াছিল ।

তৎকৃত গ্রন্থ—ব্রহ্মসূত্র ভাষ্য, দশোপনিষদ্ ভাষ্য, মেতাশ্বতরোপনিষদ্ ভাষ্য, ভারতৈকপঞ্চরত্নের ভাষ্য (১), আনন্দলহরী, মোহমুগ্ধার, সঙ্খনপঞ্চক, ষতিপঞ্চক, আত্মবোধ, অপরাধভঞ্জন, বেদসার শিবস্তব, গোবিন্দাষ্টক, যমক ষট্‌পদী স্ততি ।

এবং ভৃঙ্গগিরির নিকটে তুঙ্গভদ্রা নদীর তীরে এক মন্দির নির্মাণ করিয়া সরস্বতী প্রতিমা স্থাপনা করতঃ যে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহারও কতিপয় শ্লোক এই স্থানে উদ্ধৃত করা গেল ।

“সাকারশ্রুতিমূলজ্য নিরাকারপ্রবাদতঃ ।

যদযং মে কৃতং দেবি তদোষং ক্ষমস্বইষি ॥

ত্বমেব জগতাং ধাত্রী সারদেহক্ষররূপিণি ।

তব প্রসাদাদ্বেবেশি ! মুকো বাচালতাং ব্রজেৎ ॥

বিচারার্থে কৃতং যচ্চ বেদার্থস্তু বিপর্যায়ম্ ।

দেবানাং জপযজ্ঞাদি খণ্ডিতং দেবতার্চনম্ ।

স্বমতস্থাপনার্থায় কৃতং মে ভূরি দুষ্কৃতম্ ।

তৎ ক্ষমস্ব মহামায়ে পরমাত্মস্বরূপিণি ।

(১)

“গীতা সহস্রনামৈব স্তোত্ররাজমহুস্বতিঃ ।

গজেন্দ্রমোক্ষণকৈব পঞ্চরত্নানি ভারতে ॥”

গীতা, বিষ্ণু সহস্র নাম, স্তোত্ররাজ, অহুস্বতি এবং গজেন্দ্রমোক্ষণ এই কয়েকটিকে ভারতর পঞ্চরত্ন কহে ।

কৃত্য-পরিহারায় তবার্চ্চা স্থাপিতা ময়া ।

অত্র তিষ্ঠ মহেশানি যাবদাভূতসংপ্লবম্ ॥”

ব্রহ্মাণ্ডগিরিকৃত শঙ্করবিলাস ।

হে দেবি ! সাকার শ্রুতিকে তিরস্কার করতঃ নিরাকার প্রতীপাদক বচনার্থ প্রতিপন্ন করাতে যে পাতক আমি করিয়াছি, তাহা ক্ষমা কর। তুমি এই ত্রিজগতের মাতা, তোমার প্রসাদে মুক্ত ব্যক্তি বাক্যে পটু হয়। বিরুদ্ধ-ধর্ম্মদিগের সহিত বিচার জ্ঞাত বেদার্থকে বিপরীত করিয়াছি এবং দেবতাদির জপ, যজ্ঞ, অর্চনাदि, যাহা খণ্ডন করিয়াছি ও স্মৃত স্থাপনের নিমিত্ত আর আর অলৌকিক দৃষ্ট করিয়াছি, হে মহামায়ে, হে পরমাত্মস্বরূপিণি ! সারদে ! সেই সকল অপরাধ ক্ষমা কর। কৃত পাতকের পরিহারার্থে তোমার প্রতিমা মংকর্তৃক স্থাপিত হইয়াছে ; অতএব এই আমার আশ্রমে প্রতিমায় এক কল্প পর্য্যন্ত অবস্থিতি কর।

কথিত আছে যে, শঙ্করাচার্য্য বত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম মধ্যে নিজ উদ্দেশ্য সমুদয় কার্য্য সাধন করিয়া কেদারনাথ পর্ব্বত সন্নিধানে অপ্রকট হন।

অমরু ।

এই প্রসিদ্ধ মহাকবির জীবিত কালের কোন বিশেষ নির্দেশ নাই। কেহ কেহ বলেন যে, কোন ব্যক্তি কবি কালিদাসকে ব্যাকরণাভাসারে কবিশঙ্কর রূপ সাধন করিতে কহিয়াছিলেন ; তাহাতে তিনি এই শ্লোক রচনা করেন—

“কবিরমরঃ কবিরমরুঃ কবী চোরময়ূরকৌ ।

অশ্বে কবয়ঃ কপয়ঃ কপিজাতিত্বাচ্চঞ্চলমতয়ঃ ॥”

কিন্তু একথা কোন ক্রমেই বিশ্বাসযোগ্য হইতে পারে না ; কারণ যে ময়ূর কবির নাম ঐ শ্লোকমধ্যে সন্নিবিষ্ট আছে, তিনি কালিদাসের পূর্ব্ববর্তী অথবা সমকালবর্তী কদাপি ছিলেন না, ইহা দৃঢ়তর প্রমাণদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে। এই প্রকার রীতি আছে যে, কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ে বিশেষ পারদর্শী হইলে তদ্বিষয়ের যে কোন কার্য্য হউক, সকলই তৎকর্তৃক হইয়াছে,

ইহাই লোকে বিবেচনা করিয়া থাকে । লোকে কোন হিতজনক অথবা উপদেশ স্বরূপ বাণী শ্রুত হইলেই কহিয়া থাকে যে, এই কথা ডাকপুরুষ কহিয়াছেন । কিন্তু ডাকপুরুষ যে, কে ? তাহার কেহই কিছু নির্দেশ করেন না । 'এই প্রকার সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা শ্রুত হইলেই লোকে কহিয়া থাকে, ইহা কবি কালিদাসের রচিত । অতএব এ প্রকার অমূলক কথার প্রতি নির্ভর না করিয়া কোন এক গ্রন্থকর্তার লিখিত কথা উদ্ধৃত করিতেছি ।

কলাধর নামক এক জন অমরুশতকের টীকাকার টীকার প্রারম্ভে লিখিয়াছেন যে, এই প্রঃ । কিস্বদন্তী আছে, ভগবচ্ছকরাচার্য্য দ্বিধিজরুছে কাশ্মীর দেশে গমন করিলে ঐ ঠাকুর কাব্যকোষি সভা সকল তাঁহাকে আকৌমার বৈরাগ্যধর্ম্মাশ্রয়ী জানিয়া পরাভূত করিবার মানসে শৃঙ্গাররসায়ক কাব্য রচনা করিতে কহিলেন এবং তাঁহার কাব্যের মধ্যে শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য সংস্থাপন জন্ত এই শ্লোকার্ক পাঠ করিয়া শুনাইলেন,—

“শৃঙ্গারী চেৎ কবিঃ কাব্যে জাতং রসময়ং জগৎ ।”

শঙ্করাচার্য্য আজন্ম ব্রহ্মচারী ছিলেন ; কখনই আদ্য রসের আশ্বাদন করেন না । সুতরাং ইঠাৎ তদ্রসবটীত কাব্য রচনা করিতে অসমর্থ হইয়া উক্ত রসে রসিক হইবার জন্ত এই অমরু নামক রাজার মৃতশরীরে পরপূর-প্রবেশ বিদ্যা দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত রাত্রি তদীয় মহিষাদিগের সহিত সুখ-সম্ভোগ করিয়া প্রভাতে ঐ রাজশরীরেই অধিষ্ঠিত থাকিয়া অমরুশতক নামক কাব্য রচনা করেন । এজন্ত অমরুশতকের শ্লোক আদিরস ও শাস্তিরস এই উভয় রসামিশ্রিত হইয়াছে । এবং তন্তুমালা গ্রন্থে লিখিত আছে,—

“অতএব শ্রীশঙ্কর লোক বিড়ম্বিল ।

স্বয়ং হরিভক্তিরসে মগন হইল ॥

পরম বৈষ্ণব কৃষ্ণ প্রেমেতে মগনে ।

শুদ্ধ ভক্তি প্রকাশিল বৈষ্ণবের স্থানে ॥

মত্ত হৈলা কৃষ্ণলীলা রস আশ্বাদনে ।

কিন্তু নাহি জানে আদিরস প্রকরণে ॥

বিরক্ত হইয়া স্ত্রীসঙ্গ না জুয়ায় ।

রস জানিবারে প্রবেশয়ে পরকায় ॥
 কোন স্থানে এক রাজা তাঁর মৃত্যু হৈল ।
 শুনি নিজ দেহ এক গৃহেতে স্থাপিল ॥
 শিষ্যগণে কহে মোর রক্ষা কর দেহ ॥
 রাজ-মৃতদেহে মুঞি প্রবেশ করহ ॥
 রাগীগণ সঙ্গে রস বিহার করিয়া ।
 জানিব রসের রীত মত আশ্বাদিয়া ॥
 রস জানিবার হেতু তাৎপর্য্য অন্তরে ।
 রাধাকৃষ্ণ রসতত্ত্ব জানিব আদরে ॥
 মোহমুগের নামে বৈরাগ্য-প্রধান ।
 শ্লোক রচনা করি দিলা শিষ্য স্থান ।
 যদি মুঞি রাজ্য পূর্ব্ব হই মুদ্ধাশয় ।
 এই সব শ্লোক তবে শুনাবে আমায় ॥”

ইত্যাदि ।

পূৰ্ণোক্ত বৃত্তান্তের সমুদয়াংশ সত্য না হউক, অমর কবি শঙ্করাচার্য্যের সমকালবর্তী অথবা কিঞ্চিৎ পূৰ্ণকালবর্তী ছিলেন, ইহা এতদ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে । অমর-কবি প্রাচীন কবি নহেন, তাহার প্রমাণ আরও এই যে, অতি প্রাচীন কবিদিগের মধ্যে কেহই শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলার কোন বর্ণনা করিয়াছেন, এমত দেখা যায় না ; কিন্তু অমর তত্ত্ববর্ণনবিষয়ক অনেক শ্লোক রচনা করিয়াছেন । যথা পদ্মাবলী গ্রন্থে—

কন্তুং ক্রীষু যদৃচ্ছয়া কিতরয়া স্তিষ্ঠন্তি গোপাঙ্গনাঃ
 প্রেমাংগং ন বিদন্তি যান্তব হরেঃ কিম্বাদৃতে কৈতবং ।
 এষা হস্ত হতাল্লিষা যদভবং তম্যেকতানাপরং
 তেনাস্তাঃ প্রণয়োহধুনাপানুমুতঃ প্রাণৈঃ সমং বাস্তুতি ॥

বাক্‌পতি শ্রীরাজদেব ।

কান্তকূজের রাজা যশোবর্মার সভাতে সভ্য পদবীতে আরূঢ় ছিলেন ।
জয়সিংগীতে উক্ত হইয়াছে, উক্ত রাজা কাশ্মীর সম্রাট ললিতাদিত্যের
জয়কালে বিদ্যমান ছিলেন ; যথা,—

কবিবাক্‌পতিরাজশ্রীভবভূতাদিসেবিতঃ ।

জিতো যযৌ যশোবর্মা তদগুণস্তুতিবন্দিতাং ॥

কল্লনরাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ তরঙ্গের ১৪৫ শ্লোক ।

বাক্‌পতি, রাজশ্রী ও ভবভূতি প্রভৃতি দ্বারা সেবিত যে কবি যশোবর্মা,
তিনি পরাজিত হইয়া ললিতাদিত্যের স্তব করিলেন ।

ইহাতে বাক্‌পতি ও রাজশ্রী পৃথক পৃথক কবি বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে ;
কিন্তু দশরূপকের চতুর্থ পরিচ্ছেদের ৫৩ শ্লোকের টীকায় “শ্রীবাক্‌পতি রাজ-
দেবস্ত” বলিয়া লিখিত আছে ; ইহাতে এক ব্যক্তি ভিন্ন দুই ব্যক্তি বুঝায় না ।
অসুমান হয় যে, রাজদেব তাঁহার নাম ও বাক্‌পতি তাঁহার উপাধি ছিল ।

উল্লেখিত কবির কোন প্রসিদ্ধ কাব্য আছে কি না, ইহা আমরা জানিতে
পারি নাই ; কিন্তু দশরূপকের টীকাতে তৎকৃত শ্লোক যাহা উদ্ধৃত হই-
য়াছে, তাহা পাঠ করিলে তাঁহার কবিত্বশক্তির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া
যায় ; যথা,—

“প্রণয়কুপিতাং দৃষ্ট্বা দেবীং সসম্ভ্রমবিস্মিতম্

ত্রিভুবনগুরুভীত্যা সন্তঃ প্রণামপরোহভবৎ ।

নমিতগিরসো গঙ্গালোকে তয়া চরণাহতা

রবতু ভবতদ্র্যাক্ষমৈতদ্ বিলক্ষমবস্থিতম্ ॥”

দশরূপকে ৪ পরিচ্ছেদে ৫৩ শ্লোকের টীকায় ।

“রাজদেব” নামক একজন অমরকোষের টীকা করিয়াছিলেন ; ইহা
শব্দকল্পদ্রুমাভিধানের মুখবন্ধে লেখা আছে । বোধ হয়, ইনিই সেই ব্যক্তি
হইবেন ।

ভবভূতি ।

ভবভূতি বিদর্ভ দেশের পদ্মনগরে কাশ্যপবংশে নীলকণ্ঠ নামক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের ঔরসে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার অপর নাম ভূগর্ভ ও শ্রীকণ্ঠপদ-লাঞ্জন। ইনি কাশ্যকুজ দেশের অধিপতি যশোবর্ষা রাজার সভাসদরূপে ৬৭০ শকে বর্তমান ছিলেন, ইহা পূর্বেই “বাক্যপতি শ্রীরাজদেব” কবির বৃত্তান্তে লিখিত হইয়াছে। যদিও ভবভূতি কাশ্মীর-সম্রাট ললিতাদিত্যের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন, ইহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে, এবং শঙ্করাচার্য্যও সেই সময়ে জীবিত ছিলেন ইহার আনুমানিক প্রমাণ আছে বটে, তথাপি ভবভূতি হইতে শঙ্করাচার্য্যকে প্রাচীনতর বোধ হয় ; কারণ ভবভূতি নিজকৃত উত্তররামচরিতের মধ্যে—

“বিদ্যাকল্লেন মরুতা মেঘানাং ভূয়সামপি ।

ব্রহ্মণীব বিবর্তানাং কাপি বিপ্রলয়ঃ কৃতঃ ॥”

যেমন ব্রহ্ম হইতে বিবর্ত কারণ দ্বারা উৎপন্ন জগদাদি বিদ্যার প্রভাবে ব্রহ্মেতেই লীন হইয়া থাকে, সেই প্রকার পবন দ্বারা প্রচুর মেঘ সকলের লয় হইল। এই শ্লোক দ্বারা যে বিবর্তবাদের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহা অদ্বৈত-বাদী শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের প্রাচুর্ভাবের পূর্বে যে সকল বৈদান্তিকেরা ছিলেন, তাঁহারা পরিণামবাদকেই আশ্রয় করিয়াছিলেন। যেহেতু তাঁহারা দ্বৈতবাদী ছিলেন ; অর্থাৎ “ব্রহ্ম হইতে জগৎ ভিন্ন”, এই প্রকার তাঁহাদিগের মত ছিল। শঙ্করাচার্য্য ঐ সকল মতকে খণ্ডন করিয়া বিবর্তবাদকে আশ্রয় করিয়া, অদ্বৈতবাদীর মত, অর্থাৎ “ব্রহ্ম হইতে জগৎ অভিন্ন”, ইহাই সংস্থাপিত করেন। ইহাকে অভিনব মত বলিয়া অনেকেই লিখিয়াছেন। বড়দশনের ভাষ্যকার বিজ্ঞানভিক্সু সাংখ্য দর্শনের সূত্র-ব্যাখ্যানে লিখিয়াছেন যে, বিবর্তবাদের মূল যে মায়াবাদ ইহা বেদান্তসূত্রের মধ্যে কোন স্থানেই উল্লেখিত হয় নাই। (১)

(১) “ব্রহ্মণীমাংসারাং কেনাপি সূত্রোপবিদ্যামাত্রতো বদ্ধস্তানুত্তরাৎ। যতু বেদান্তি ব্রহ্মণামাধুনিকস্ত মায়াবাদস্তাত্র লিঙ্গং দৃশ্যতে তৎ তেবামপি বিজ্ঞানবাদোক্তদেদিশতয়া যুক্ত-মেব। নতু তদেদান্তমতঃ অনয়েব রীত্যা নবীনানামপি প্রচ্ছন্নবৌদ্ধানাং মায়াবাদিনা-মবিদ্যামাত্রস্ত তুচ্ছস্ত বদ্ধহেতুতঃ নিরাকৃতঃ বেদিতব্যঃ।” সাংখ্যসূত্র ১ অং ২২ ভাষ্যে।

এট বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধদিগের মত হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, এবং ইহাকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলিয়া পদ্মপুরাণের নিম্নলিখিত বচন উদ্ধৃত করিয়া অনেকে নিন্দাও করিয়াছেন । যথা পার্কটীর প্রতি শিবের বাক্য ।

“মায়াবাদমসচ্ছাত্ত্বং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমেব চ ।

ময়ৈব কথিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণরূপিণা ॥”

ইত্যাদি ।

অর্থাৎ, মায়াবাদ শাস্ত্রই অসংশয় এবং বাহ্য আন্তিকশাস্ত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ; কিন্তু ইহা বাস্তবিক আন্তিক শাস্ত্র নহে, নাস্তিকশাস্ত্র ; কলিকালে ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া আমিই এই শাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছি । এতদনুসারে শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত গ্রন্থেও বিবর্তবাদেয় আধুনিকত্ব ও কলিত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে । যথা—

“পরিণামবাদ ব্যাসসূত্রেণ সম্মত । (১)

অচিন্ত্যশক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত ॥

মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার ।

জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর তবু অবিকার ॥

ব্যাস ব্রাহ্মণ বলি এই সূত্রে দোষ দিয়া ।

বিবর্তবাদ স্থাপিয়াছে কল্লনা করিয়া ॥”

মধ্যমখণ্ডে ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ।

এতাবৎ বিবেচনায় ভবভূতিকে শঙ্করাচার্য্যের উত্তরকালবর্তী বলিয়া স্থির করা গেল ।

তৎকৃত কাব্যের নাম—

দীরচরিত, উত্তরচরিত, মালতীমাধব, এবং গুণরত্ন নামক কৃত কাব্য ।

তাহার প্রথম শ্লোক :—

(২) যেহেতু বেদান্তের ১ অধ্যায়ে ৪ পদে ২৬ সূত্র “আত্মকৃতঃ পরিণামাৎ” বলিয়া লিখিত হইয়াছে ।

“সানন্দং নন্দিহস্তাহতমুরজরবাহুতকোমারবাহি-
 ত্রাসান্ নাসাগ্ররন্ধ্রং বিশতি কণিপতো ভোগসঙ্কোচভাজি ।
 গণ্ডোড্ডীনালিমালামুখরিতককুভাস্তাণ্ডবে শূলপাণে-
 বৈনায়ক্যশ্চিরং মে বদনবিধূতয়ঃ পাতু চীৎকারবত্যঃ ॥”

ভট্ট, দামোদর গুপ্ত, মনোরথ, শঙ্খদত্ত, চটক অথবা
 চাতক, সন্ধিমান্ এবং বামন ।

ইহারা কাশ্মীর সম্রাট জয়পীড়ের সভার ভূষণস্বরূপ ছিলেন । (১) উক্ত
 রাজার রাজত্বকাল খৃঃ ৭৭২ অবধি ৮০৩ বৎসর (অথবা ৬৯৪ শক অবধি ৭২৫
 শক) পর্য্যন্ত ব্যাপক ছিল । এই সকল পণ্ডিত ও কবিদিগের মধ্যে এক বাম-
 নের নাম নানা টীকার মধ্যে ব্যাকরণ ও অলঙ্কারের প্রমাণ প্রদর্শন স্থলে দৃষ্ট
 হইয়া থাকে ; কিন্তু ইনি সেই ব্যক্তি হইবেন কি না, ইহার অনুসন্ধান করা
 কর্তব্য । অতীত ব্যক্তিদিগের কৃত কোন প্রকার গ্রন্থাদি আছে কি না, তাহা
 আমাদের বিদিত নাই ।

(১) “বিদ্বান্ দীনারলক্ষেণ প্রত্যহং কৃতবেতনঃ ।

ভট্টোহভূদ্ব্যটকস্ত ভূমিভর্তুঃ সভাপতিঃ ।

স দামোদরগুপ্তাখ্যং কুট্টিনীমতকারিণম্ ।

কবিঃ কবিঃ বলিরিব ধূম্যাকী সচিবঃ ব্যাখ্যঃ ॥

মনোরথঃ শঙ্খদত্তচটকঃ সন্ধিমাংস্তথা ।

সভূবুঃ কবরন্তস্ত বামনাদ্যাক্ত মন্ত্রিণঃ ॥”

কলানরাজতরঙ্গিনীর চতুর্থ ভাগের ৪২৪।৪২৫।৪২৬ পৃষ্ঠা ।

শঙ্কুক ।

কাব্যপ্রকাশে ইহার নাম আছে । ইনি কাশ্মীররাজ উৎপলপীড়ের সময়ে ৭৭০ শকে বর্তমান ছিলেন । ইহার রচিত ভুবনাভূদয়কাব্যে ঐ উৎপলপীড়ের ও মঙ্গকের যুদ্ধ বর্ণন আছে । যথা, কল্লন রাজতরঙ্গিণীর চতুর্থ তরঙ্গের ৭০৪ ও ৭০৫ শ্লোকে—

অথ মম্মোৎপলকয়োরুদভূদারুণো রণঃ ।

রুদ্ধপ্রবাহা যত্রাসীদিতস্তা স্তভটেইতৈঃ ॥

কবিবৃধমনঃসিন্ধুশশাঙ্কঃ শঙ্কুকাভিধঃ ।

যমুদ্দিষ্টাকরোৎ কাব্যং ভুবনাভূদয়াভিধম্ ॥

ক্ষীরসামী ।

পূর্বোক্ত কাশ্মীররাজ জয়পীড়ের সময়ে, অর্থাৎ ৭০০ শকের কিঞ্চিৎ পূর্ন-কালাবধি, বর্তমান ছিলেন । ইনি অমরকোষাভিধানের যে টীকা রচনা করিয়াছেন, তাহাতে ভোজরাজের অনেক প্রমাণ দিয়াছেন । ইহাতে ধারাধিপতি ভোজরাজ (যিনি ইহার অনেক কালের পর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, নির্ণীত হইয়াছে) ভিন্ন অন্য এক প্রাচীন ভোজরাজ এর বিদ্যমান ছিলেন, ইহাই সপ্রমাণ হইতেছে ।

মুক্তাফল অথবা মুক্তফাল, শিবসামী, আনন্দবর্দ্ধন

রত্নাকর এবং রামজ ।

ইহারা কাশ্মীররাজ অবন্তিবর্মার রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন । উক্ত রাজত্বকাল ৭৮৫ শকে আরম্ভ হইয়া ৮১২ শকে শেষ হইয়াছিল । যথা—

“রামজাখ্যমুপাধ্যায়ং খ্যাতব্যাকরণশ্রমম্ ।

ব্যাখ্যাতৃপদকং চক্রে স তস্মিন্ সুরমন্দিরে ॥”

কল্লনরাজভট্টাচার্যীর ৫ম তরঙ্গের ২৯ শ্লোক

সেই রাজা রামজোপাধ্যায় নামক বৈয়াকরণ পণ্ডিতকে সেই দেবমন্দিরের মধ্যে ব্যাখ্যাতৃপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন । এবং

“মুক্তাফলঃ শিবস্বামী কবিরানন্দবর্দ্ধনঃ ।

প্রপাং রত্নাকরশ্চাগাৎ সাত্রাজ্যেহবন্তিবর্ষণঃ ॥”

ঐ ৫ম তরঙ্গের ৩৯ শ্লোক ।

অবন্তিবর্ধা রাজার রাজ্যে কবি মুক্তাফল, শিবস্বামী, রানন্দবর্দ্ধন এবং রত্নাকর, ইত্যাদি বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন ।

মাহেশ্বর ।

সাহসান্ধচরিত নামক এক কাব্য রচনা করেন । ইহাতে কান্তকুজাধিপতি সাহসান্ধের জীবন-চরিত লেখা আছে । উক্ত রাজা খৃঃ ৯০০ বৎসরের অর্থাৎ ৮২২ শকের মধ্যে বর্তমান ছিলেন ; অতএব তদ্বিবরণ লেখক কবিও সেই সময়ে বর্তমান ছিলেন, এমনত অনুমান হইতেছে । কেহ কেহ বলেন যে, তিনি খৃঃ ১১১১ বৎসরে অর্থাৎ ১০৩৩ শকে বর্তমান ছিলেন (১) । কিন্তু এ কথা কে আমরা অজ্ঞান্ত বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না ; যেহেতু তিনি যে সাহসান্ধ-চরিত লেখেন, তাহার পর শ্রীহর্ষ রচিত এক সাহসান্ধচরিত গ্রন্থ প্রকাশিত হয় ; এজন্ত শ্রীহর্ষকৃত সাহসান্ধ চরিতের পূর্বে “নব” (২) এই বিশেষণ পদটি

(১) কিট্জ এডওয়ার্ড হল সাহেব কৃত বাসবদত্তার ইংরাজী মুদ্রক ।

(২) এ স্থানে “নব” শব্দটি সংখ্যাবাচী না হইবে ; যেহেতু নন্দবংশের স্তার সাহসান্ধ নর জন রাজার পূর্বপুরুষ নহেন । মগধদেশীয় নন্দবংশীয় রাজারা যেমন সকলেই ‘নন্দ’ নামে খ্যাত, সে একার সাহসান্ধ রাজার সম্ভানেরা সকলেই সাহসান্ধ বলিয়া খ্যাত নহেন ; সুতরাং “নব” শব্দটি এ স্থানে “অভিনব” এই অর্থবাচী ব্যতীত সংখ্যাবাচী হইতে পারে না ।

প্রযুক্ত হইয়াছে ; অতএব শ্রীহর্ষের অপেক্ষা প্রথম সাহসাক্ষরিতের লেখক কবি যে প্রাচীনতর, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । সুতরাং শ্রীহর্ষের জীবিতকাল যখন খৃঃ ৯০০ শতাব্দীতে বহুতর প্রমাণ দ্বারা নির্ণীত হইতেছে, তখন তৎপূর্ব-তম কবি যে খৃঃ ১১১১ বৎসরে বর্তমান থাকিবেন, এ অতি অসম্ভব কথা । ইংরাজ মহাশয়েরা বাহা কিছু লেখেন তাহাই যে অসম্ভব, এমত বলা যাইতে পারে না ; যেহেতু পণ্ডিতবর উইল্‌সন্ সাহেবের মত গ্রহণ করিয়া বাসবদত্তার ইংরাজীভাষায় মুখবন্ধ লেখক (Fitz Edward Hall M. A.) ফিট্‌জ এড্‌ওয়ার্ড হল্ সাহেব লিখিয়াছেন যে, কথাসরিৎসাগর লেখক সোমদেব ভট্ট খৃঃ ১২০০ শতাব্দীতে, অর্থাৎ ১১২২ শকে, জীবিত ছিলেন (৩) । কিন্তু সোমদেব ভট্ট যে অনন্তদেব নামক কাশ্মীর-নরপতির নিকট ছিলেন, ঐ কাশ্মীর-মন্ত্রাটের চরিত্র লেখক কল্লণ পণ্ডিত ১০৭০ শকে বর্তমান ছিলেন । তাঁহার কৃত রাজতরঙ্গিণীর গণনামুসারে অনন্তদেবের কাল ৯৫৫ শক অবধি ১০০৭ শক পর্য্যন্ত নিরূপিত হইয়াছে । অতএব ইহাতে প্রকাশ হইতেছে যে, ভ্রমক্রমে ১১৫ বৎসর কাল গণনায় অধিক ধরা হইয়াছে । ভ্রমাত্মককে আমবা অসম্ভব বিবেচনা করি না ; প্রকৃত ইহাই বলিয়া থাকি যে—

“মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ ।”

ভট্টনারায়ণ ।

রহস্যদন্দর্ভের ৩য় পর্কের ২৮ খণ্ডের ৫৮ পৃষ্ঠা অবধি সেন-রাজাদিগের বংশাবলী বাহা লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বহুতর প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত করিয়াছেন যে, আদিশূর রাজা খৃঃ ৯৯৪ বৎসরে—৯১৬ শকে—গোড়দেশের অধিপতি ছিলেন (১) । ঐ রাজা যজ্ঞমুদ্রান নিমিত্ত কান্তকূজ দেশ হইতে পাঁচ জন ব্রাহ্মণকে আনয়ন করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে

(৩) ইহাও ঐ বাসবদত্তার ইংরাজী মুখবন্ধ রচনাকর্তা লিখিয়াছেন ।

(১) ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র কৃত পাল ও সেন বংশীয় রাজাদিগের বিবরণ, বাহা এক্ষণে তাঁহার কৃত “ইণ্ডো এরিয়ান” গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, আদিশূরের অপর নাম বীর সেন এবং তিনি খৃঃ ৯৮৬ অবধি ১০০৬ পর্য্যন্ত

ভট্টনারায়ণ একজন প্রধান ছিলেন (১)। তিনি গৌড় দেশে আসিবার পূর্বে বেণীসংহার নামক প্রসিদ্ধ নাটক রচনা করেন। ঐ নাটক খানি বহু যত্নের সামগ্রী বিবেচনা করিয়া আদিশূর রাজাকে আশীর্বাদ প্রদান করেন; তন্নিবন্ধন শ্লোক যথা,—

“বেণী-সংহারনামা পরমরসযুতো গ্রন্থ একঃ প্রসিদ্ধো

ভো রাজন্ ! মৎকৃতোহসৌ রসিকগুণবতা যত্নতো গৃহতে যঃ ।

নান্নাহং ভট্টনারায়ণ ইতি বিদিতশ্চারুশাণ্ডিল্যগোত্রো

বেদে শাস্ত্রে পুরাণে ধনুষি চ নিপুণঃ স্মৃতি তে স্মাৎ কিমশ্মৎ ॥”

শ্রীযুক্ত বাবু এসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়ের প্রযত্নে যে বেণীসংহার নাটক মুদ্রিত হইয়াছে, তাহার প্রথমে যে একখানি বংশাবলী-পত্রিকা সংযোজিত হইয়াছে, তদ্বারা প্রকাশ হইতেছে যে, ভট্টনারায়ণ হইতে উক্ত বাবু মহাশয় পর্যন্ত ৩২ পুরুষ ।

ভট্টনারায়ণ স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে “প্রয়োগরত্ন” নামে আর একখানি গ্রন্থও রচনা করিয়াছেন । (২)

রাজস্ব করিয়াছিলেন। জেনেরল কনিংহাম সাহেবের বিবেচনায় বীর সেনা ৭০০ পতাকীতে বর্তমান ছিলেন। বেণীসংহার নাটকের মুখবন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু এসন্নকুমার ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন যে, আদিশূর খৃঃ ১০৬৩ বৎসরের মধ্যে বর্তমান ছিলেন। শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যা-সাগর মহাশয় তাহার কৃত “বহু বিবাহ” নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, আদিশূর ৯৯৯ শকে পঞ্চ ব্রাহ্মণের জন্ম কালকুজরাজের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং “কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্র” নামক পুস্তক হইতে “আদিশূরো নবনবত্যধিক নবশতীশতাজে পঞ্চ ব্রাহ্মণানামসাম” এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(১) “ভট্টমহেশ্বরহোতা ভট্টনারায়ণঃ স্মৃতিঃ” স্মৃতিসুষ্ঠানপদ্ধতির প্রথম শ্লোক। ইহার মূল গ্রন্থ তৎসংবাদিনী সভায় আছে।

(২) শঙ্করকল্পস্রমের ৭ম খণ্ডে ৭১১৭ পৃষ্ঠায় ভোজদেব কৃত “নটচন্দ্র” বচনের উপর ভট্ট-নারায়ণ কৃত ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইয়াছে; ইহাতে বোধ হয়, তিনি কোন অভিধান গ্রন্থও লিখিয়া থাকিবেন। কেহ কেহ কহেন যে, নবাবীর রাজারা ভট্টনারায়ণের বংশোদ্ভূত এবং তাহার সময় হইতে তাঁহাদের রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ভট্টনারায়ণের বংশোদ্ভূত গগণভট্ট কৃত ভট্ট-চিন্তামণি নামক এক গ্রন্থ আছে।

ইনি নৈষধকর্তা শ্রীহর্ষের মাতুল বলিয়া বিখ্যাত । এই শ্রীহর্ষ আদিশূর রাজার যজ্ঞে আহূত হইয়া ভট্টনারায়ণের সঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, ইহা এক্ষণে অনেকেই স্বীকার করিতেছেন । মন্মটভট্ট “কাব্য প্রকাশ” নামক যে এক খানি প্রসিদ্ধ অলঙ্কার গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতে ভট্টনারায়ণের কৃত বেণীসংহার নাটকের অনেক প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে ; কিন্তু শ্রীহর্ষকৃত নৈষধের কোন প্রমাণ তাহাতে গৃহীত হয় নাই । অতএব ইহারা তিন জন পরস্পর সমকালবর্তী হইলেও গ্রন্থ রচনার পৌরোপায়া দৃষ্ট করিয়া যথা স্থানে তাঁহা-দিগকে সন্নিবেশিত করা গেল ।

ইহার রচিত কাব্যপ্রকাশের মধ্যে উক্ত, অথচ এই পুস্তকের মধ্যে অনুল্লপিত ও কবিদিগের নাম, যথা—

ধনিকার (১), ভট্টলোমট, শ্রীশঙ্কু, ভট্টনায়ক, অভিনবগুপ্তপাদ, নাগো-জীভট্ট, (২) ভট্টারক, ভৈরবানন্দ (৩) ।

শ্রীহর্ষ ।

সচরাচর অনুমিত হইয়া থাকে, ইনি খ্রীষ্টীয় ১১৬৮ হইতে ১১৯৪ সাল পর্যন্ত বর্তমান ছিলেন । ডাক্তার বুলার সাহেবের গণনা অনুসারে ইহার কৃত নৈষধ কাব্য খৃঃ ১২শ শতাব্দীর কোন সময়ে রচিত হয় । এই মহা কবির বৃত্তান্ত বিষয়ে রহস্যসন্দর্ভের ১ম পর্কের ৩য় খণ্ডের ৪২ পৃষ্ঠায় যে সকল কথা লিখিত আছে, তাহাই আমরা আপাততঃ প্রামাণিক জ্ঞান করিয়া তাহার স্থূল বৃত্তান্ত এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি ।

শ্রীহর্ষ কাভ্যকুজদেশে বাস করিতেন ; যেহেতু নৈষধের শেষে তিনি কাভ্য-কুজাধিপতির প্রসাদ-ভাষুল প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থমুগ্ধ হইয়াছি লিখিয়াছেন ।

(১) ইনি এক জন প্রধান আলঙ্কারিক ।

(২) ইনি ব্যবহারখীকার প্রভৃতি শ্রুতিশাস্ত্রের গ্রন্থের রচনা কর্তা ।

(৩) কপূরমগ্নী ইহার রচিত ।

আদিশূর রাজার আমন্ত্রণে কান্তকূজ হইতে যে পঞ্চজন ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে শ্রীহর্ষের নাম পাওয়া যায় এবং ঐ শ্রীহর্ষই যে এই প্রসিদ্ধ কবি ইহাও প্রমাণীকৃত হইতেছে ; যেহেতু শ্রীহর্ষ যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অর্ণববর্ণন ও গোড়োকীর্ণকূলপ্রশস্তি নামক দুই খানি গ্রন্থ আছে । অতএব গোড়দেশে আগমন ব্যতীত কান্ধীরে বাস করিয়া গোড়দেশস্থ সমুদ্রের ও গোড়দেশের রাজাদিগের বর্ণন করা সম্ভব বোধ হয় না । অপর তিনি কান্তকূজাধিপতি সাহসাক্ষের জীবন চরিত লেখায় উক্ত রাজার সমকালে বা কিকিছুত্তর কালে বর্তমান ছিলেন বোধ হয় । সাহসাক্ষের রাজ্যকাল খৃঃ ৯০০ বৎসরে (৮২২ শকে) এবং আদিশূর ও সেই সময়ের কিছুকাল পরে, অর্থাৎ খৃঃ ৯৯৪ বৎসরে (৯১৬ শকে) বর্তমান ছিলেন । অতএব সাহসাক্ষের সময়ের অল্প দিন পরেই শ্রীহর্ষ যে জীবিত ছিলেন, ইহা অনুমান হইতেছে ।

কিন্তু এই বৃত্তান্তে যে সংশয় আছে, তাহাও লিখিতেছি । আদিশূর যখন কান্তকূজ হইতে ব্রাহ্মণ আনিবার জন্ত আমন্ত্রণ পত্র পাঠান, তখন সেখানে বীরসিংহ নামে এক নৃপতি ছিলেন । শ্রীহর্ষ তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই । আর আদিশূরের নিকটে ভট্টনারায়ণ যখন স্বপরিচায়ক শ্লোক পাঠ করেন, তখন স্কৃত বেণীসংহার নাটকের উল্লেখ করেন ; কিন্তু শ্রীহর্ষের আত্মপরিচায়ক শ্লোকের (১) মধ্যে শ্রীহর্ষকৃত বলিয়া যে সকল গ্রন্থ প্রসিদ্ধ আছে, তাহার এক খানির নামও উল্লেখ নাই । অপর উদয়নাচার্য্যকে কেহ কেহ ভাঙ্গড়ী উপাধি দেন । যদি ইহা সত্য হয়, তাহা হইলে তিনি বল্লাল সেনের পরবর্তী হইবেন ; কিন্তু শ্রীহর্ষের কৃত খণ্ডনখণ্ডখাত্ত গ্রন্থের মধ্যে উদয়নাচার্য্যের প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে ।

তৎকৃত গ্রন্থ—১ কৈর্য্য-বিবরণ, ২ বিজয়-প্রশস্তি, ৩ খণ্ডনখণ্ডখাত্ত, ৪ গোড়োকীর্ণকূলপ্রশস্তি, ৫ অর্ণববর্ণন, ৬ ছন্দঃপ্রশস্তি, ৭ শিবশক্তিসিদ্ধি বা শিবভক্তিসিদ্ধি, ৮ নবসাহসাক্ষচরিত, ৯ নৈষধচরিত ।

(১) নামাঙ্ক শ্রীহর্ষঃ ক্রিষ্ণপবর ভরদ্বাজগোত্রঃ পবিত্রো

মিত্য গোবিন্দপাদীস্বজগুগুণধরঃ সর্বভীষাবধাহী ।

কলিকাতার শাঁখারিটোলা নিবাসী শ্রীযুক্ত রঘুনাথ বেদান্তবাগীশ মহাশয় নিজকৃত শ্রীকৃষ্ণের ককারাদির নাম ভাষ্যে স্বীয়বংশপরিচয় প্রদান স্থলে শ্রীহর্ষের বংশাবলীর যে উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহার সংক্ষেপ বৃত্তান্ত এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম ; তৎপাঠে পাঠকবর্গের সন্তোষ হইতে পারিবে। তদ্ব্যথা—

ব্রহ্মার পুত্র অগ্নিরা ; তৎপুত্র বৃহস্পতি ; তৎপুত্র ভরদ্বাজ, ইনি গোত্রপ্রবর্তক ঋষি ; তৎপুত্র কল্যাণমিত্র, ইনি বজ্রনিবারক বলিরা প্রসিদ্ধ (১) ; তৎপুত্র ভদ্রসেন, তৎপুত্র মদৎকরাধ্য মহামুনি, তৎপুত্র হরিসহায়, তৎপুত্র হরিবিশ্ব ; তৎপুত্র (২) শ্রীহর্ষ। ইনি আদিশুরের যজ্ঞে আহূত হইয়া গোড়দেশে আগমন করিয়াছিলেন ; ইনি সর্বশাস্ত্রপারদর্শী ভরদ্বাজগোত্রজ এবং বৈষ্ণব প্রধান ছিলেন ; তাহা নিম্ন লিখিত শ্লোকাদি পাঠ করিলে প্রকাশ হইবে (৩)। তদ্বংশ জলাশয় ; তদ্বংশ কোলাহল সন্ন্যাসী। তৎপুত্র উৎসাহাচার্য্য ; ইনি নবগুণবিশিষ্ট কুলীন ছিলেন (৪)। ইহার দুই পুত্র, আয়িত এবং মহাদেব। ঐ মহাদেব অধ্যাপনার্থ খড়দহ গ্রামে বাস করেন ; তদবধি ইহার সন্তানগণের খড়দহ মেল হয়। তৎপুত্র বিশ্বেশ্বরীচার্য্য ; ইনি গোপালতাপনীর টীকা করেন ও শ্রীশ্রী৮ রাধাকান্ত নামে বিগ্রহ স্থাপনা করেন। তদ্বংশোদ্ভব নাদবচার্য্য ; তৎপরে হরি আচার্য্য ; ইহাকে লোকে হরি গুরু

(১) মুনঃ কল্যাণমিত্রস্ত ব্রহ্মিনেন্দ্রাপি কীর্তনাৎ।

বিদ্বাদগ্নিতরং নাস্তি পঠিতে চ তপাত্যে ॥

(২) এ স্থানে "তৎপুত্র" পদে তদ্বংশ বিবেচনা করিতে হইবে। শ্রীহর্ষের পিতার নাম শ্রীহরী ও মাতার নাম মামলদেবী ; যথা তৎকৃত নৈমধ্যে—"শ্রীহর্ষঃ কবিরাজরাজিন্দুঃ টালকার-হরঃ স্তুতঃ শ্রীহরঃ সূর্যবে জিতেন্দ্রিয়চরঃ মামলদেবী চ বং" ইত্যাদি।

(৩) বেদান্তসিদ্ধান্ত-হিন্দুরার্থো দীক্ষাক্রমাদানন্দরাজচিত্তঃ।

পরাস্ত্রবিদ্যার্বকর্ণধারঃ শ্রীহর্ষনামা ভুবনং ভূতাব।

নামঃ হং শ্রীলহর্য্যক্তিপবর ভরদ্বাজগোত্রঃ পবিত্রো

নিভাঃ গোবিন্দপাদাধুজযুগলবরঃ সর্গীর্ষাবধারী।

চত্বারঃ সাক্ষবেদা মম মুখপুরতঃ পশু পাণৌ বমুর্ষে

সর্গীঃ কর্ণঃ কামোহংগি একটর নৃপতে ক্রমদোহতীষ্টবাজ।

(৪) ইহাতে খোদ হয়, ইতি কুলীনবংশব্রহ্মদাতা কাল সেনের সমকালবর্তী ছিলেন।

কহিত। ইহার তিন পুত্র, যোগেশ্বর পণ্ডিত, কামদেব (১) কনিষ্ঠের নাম উল্লেখিত নাই। যোগেশ্বর পণ্ডিতের পুত্র এবং শিষ্য শঙ্কর পণ্ডিত। ইহার পাঁচ পুত্র; নয়নানন্দ, পূর্ণানন্দ, হরদাস, কুমদানন্দ, রাঘবানন্দ। ইহার মধ্যে নয়নানন্দের পুত্র শিবরাম ও রামভদ্র। রামভদ্রের পুত্র কৃষ্ণজনবল্লভ ও গোপীজনবল্লভ। কৃষ্ণজনবল্লভের পুত্র রামনারায়ণ, রঘুনন্দন ও মধুসূদন। রামনারায়ণের অনেক পুত্র ছিল; তন্মধ্যে রামনাথ নামক একজন ছিলেন। ঐ রামনাথের পুত্র রামগোপাল। তৎপুত্র সপ্তশক্তি মুখোপাধ্যায় (২)। তৎপুত্র চারিপুত্র, শ্রীরঘুনাথ বেদান্তবাগীশ (৩); রামতত্ত্ব ভাগবৎভূষণ, নীলকমল, এবং নীলমাধব।

শ্রীমুঞ্জ।

শ্রীমুঞ্জ ধারা নগরের অধিপতি ছিলেন। (৪) ইনি সিদ্ধল নৃপতির ভ্রাতা। এবং ভোজরাজের পিতৃব্য। রাঘবপাণ্ডবীয় কর্তা গ্রন্থের প্রথমে ইহার উল্লেখ ন করিয়াছেন; যথা,—

“শ্রীবিজ্ঞানশোভিনো যস্য শ্রীমুঞ্জাদিয়তী ভিদা।

ধারাপতিরসাবাসীদয়ং তাবদ্ধরপতিঃ ॥”

ইনি অল্পমান ৯৫০ শকের পূর্বে কি উত্তরকালে বর্তমান ছিলেন; ভোজরাজের সময় নিরূপণ প্রস্তাবে তাহা বিশেষরূপে ব্যক্ত হইবে। ইনি কোন প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কি না, তাহা প্রকাশিত নাই। দশরূপকের টীকা-

(১) এই দুয়ের বিবাহ প্রতাপ মাহেশ গ্রামস্থিত ৮ জনপ্রাচুরিত বর্ণাশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থে লিখিত আছে। তাহার সংক্ষেপ এই :—মাহেশ গ্রামে কমলাকর নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন; তাহার রমা নামী এক কন্যা ছিল ও তাহার ভ্রাতা নিধিপতি রাধা নামী এক কন্যা ছিল। ঐ কমলাকর পণ্ডিত ভগবানের প্রত্যাশে ক্রমে যোগেশ্বর পণ্ডিতকে নিজ কন্যা ও কামদেবকে নিজ ভ্রাতৃকন্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

(২) ইনি “মুখোপাধ্যায়” হন।

(৩) ইনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। অক্ষরতত্ত্বপ্রকাশিকা গ্রন্থ ইহার রচিত।

(৪) ধারা রাজ্য মালবদেশের অন্তর্ভুক্ত ও মহারাষ্ট্ররাজ্যের বসতির মধ্যে ছিল।

কায় ধনিক ইহার রচিত কবিতার যে উদাহরণ প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা নিয়ে লেখা গেল; তদ্ব্যতীত ইহার কবিত্ব শক্তির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া হইতে পারে; যথা,—

“প্রণয়কুপিতাঃ দৃষ্টা দেবীঃ সসম্মম-বিস্মিতাঃ
ত্রিভুবনগুরুভীত্যা যন্তাঃ প্রণামপরোহিতবৎ ।
নমিতশিরসো গজালোকে তয়া চরণাহতা
ববতু ভবতন্ত্র্যাক্ষৈস্ততদ্ বিলক্ষ্যমবস্থিতম্ ॥” (১)

দশরূপকের ৪র্থ পরিচ্ছেদের ৫৪ শ্লোকের টীকা ।

ইহার কৃত “মুগ্ধ-প্রতিদেশ ব্যবহা” নামক এক খানি প্রাকৃত-ভূগোল গ্রন্থ আছে। ঐ গ্রন্থ খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্দীর শেষে রচিত হয় । (২)

ধনঞ্জয় ।

ধনঞ্জয় উপরোক্ত শ্রীমুগ্ধ রাজার সভায় বিদ্যমান ছিলেন; ইহা তিনি নিজ রচিত দশরূপক গ্রন্থের শেষে লিখিয়াছেন, যথা—

“বিষ্ণোঃ স্মৃতেনাপি ধনঞ্জয়েন
বিদ্যম্মনোরাগ-নিবদ্ধহেতুঃ ।
আবিষ্কৃতং মুগ্ধমহীশ-গোষ্ঠী-
বৈদগ্ধভাজা দশরূপমেতৎ ॥”

অতএব ইনি ৯৫০ শকের অনতিকাল পূর্বে বা পরে বর্তমান ছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে হয় ।

ইহার কৃত গ্রন্থ—দশরূপক । নামমালা নামে এক খানি অতিথান ধনঞ্জয় নামক কোন ব্যক্তির রচিত বলিয়া প্রকাশিত আছে; ঐ ব্যক্তি ইহা হইতে

(১) এই শ্লোকটি পূর্বে দশরূপকের ৫০ শ্লোকের টীকায় বাঙ্গালি শ্রীমদ্ভগবতের রচিত বলিয়া উল্লেখিত হইয়াছে ।

(২) Asiatic Researches, vol xiv.

পৃথক্ কি না তাহার নিশ্চয় নাই। হলায়ুধের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্রের মধ্যে এক জন ধনঞ্জয় নামে ছিলেন, এবং তাঁহারই কৃত এক অভিধান আছে বলিয়া অনেক স্থলে লিখিত আছে। কিন্তু ব্যবস্থাদর্পণের প্রথম খণ্ডের ভূমিকার ৥৮০ পৃষ্ঠায় বাবু শ্রামাচরণ সরকার কোলকৃত সাহেবের মতাবলম্বনে লিখিয়াছেন যে, হলায়ুধ অভিধানকর্তা ধনঞ্জয়ের পুত্র; ইহার কোন প্রমাণ তথায় লিখিত নাই।

ভোজরাজ ।

এই নামে বিখ্যাত কত ব্যক্তি কোন কোন সময়ে যে বর্তমান ছিলেন তাহার নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। (১)

ভোজপ্রবন্ধগ্রন্থে যে ভোজরাজার উপাখ্যান আছে, তাঁহার সহিত ধারাদ্বিপতি ভোজরাজের উপাখ্যানের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; কিন্তু তাঁহার সভায় বলিয়া যে সকল পণ্ডিতের নাম উল্লেখিত হইয়াছে, তাঁহারা কেহই সমকাল-বর্ত্তী নহে; যথা, বরকচি, স্ববন্ধু, বাণ, ময়ূর, কালিদাস ইত্যাদি। কালিদাসের রচিত মহাপদ্ম শ্লোক যাহা কেবল কণাটাদ্বিপতি ভোজরাজের স্তুতিবাদে পরিপূর্ণ, ঐ সকল শ্লোক পাঠ করিলে বোধ হয় যে, রাজা বিক্রমাদিত্যের অব্যবহিত পরেই একজন ভোজরাজ উদ্ভূত হইয়াছিলেন ও তাঁহার সভায় কালিদাস প্রভৃতি ক্রমশঃ উপস্থিত হইয়াছিলেন। এজন্য বিক্রমাদিত্যের নামের পর “বৃদ্ধ ভোজরাজ” নামে তাঁহারই উল্লেখ করা গিয়াছে। ভাবমিশ্রের কৃত ভাবপ্রকাশ গ্রন্থেও বৃদ্ধ ভোজরাজকে অথ ভোজরাজ হইতে স্বতন্ত্র বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু কোলকৃত সাহেব কহেন যে, এক ব্যক্তিরই যদি নানাপ্রকার গ্রন্থ থাকে তবে সেই সেই পৃথক গ্রন্থের বিশেষ করিবার জন্য “বৃদ্ধ” “বৃহৎ” “লঘু” ইত্যাদি বিশেষণ প্রয়োগিত হইয়া থাকে; ইহাতে সেই পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থের পৃথক্ পৃথক্ গ্রন্থকর্ত্তা থাকা বুঝায় না; যেমন, বৃদ্ধ ময়ূর, বৃদ্ধ শাতাতপ, বৃদ্ধ বাজবহ্য, বৃদ্ধ আপভৃগু, বৃদ্ধ পিতামহ ইত্যাদি। কিন্তু বৃদ্ধ স্মরণত নামে

(১) উইলসন সাহেবের বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, ১১০০ খৃঃ অব্দে এই নামে তিন জন ধারাদ্বিপতি ছিলেন। Wilson's Vishnu Puran, vol iv, p. 59.

যে এক গ্রন্থ আছে তাহা অল্প দুই সূত্রত গ্রন্থের অপেক্ষা অধিক প্রাচীন বোধ হয়। বাহা হউক, কোলকাত্তক সাহেবের মতে এক ব্যক্তিরই পৃথক পৃথক সংজ্ঞামাত্র হওয়া বুঝাইতেছে। ইহাতে নিশ্চিত সময় নিরূপণ করা নিতান্ত অসাধ্য।

এক খানি তাত্ত্বশাসনে প্রকাশিত আছে যে, ভোজরাজের পুত্র উদয়াদিত্য, তৎপুত্র লক্ষ্মীধরের রাজ্যকালে (খৃঃ ১১০৪ বৎসরে ১০২৬ শকে) তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা নরধর্মদেব এই নির্দেশপত্র প্রকাশিত করেন।

উজ্জয়িনীদেশের গণকেরা কহিয়া থাকেন যে, খৃঃ ১০৪২ বা ১০৬৪ শকে ভোজরাজ ধারানগরের অধিপতি ছিলেন এবং কোলকাত্তক সাহেব অনুমান করেন যে, “সুভাষিত রত্ন সন্দোহ” নামক গ্রন্থেও ভোজরাজের ঐ সময়ই নিরূপিত হইয়াছে।

“সরস্বতী কণ্ঠ ভরণ” গ্রন্থের রচনা কর্তা বলিয়া যে ভোজরাজের নাম উল্লেখিত আছে (১), তিনি উদয়াদিত্যের পিতা ভোজরাজের অপেক্ষা অনেক প্রাচীন, এ কথা বাসবদত্তার ইংরাজী ভাষায় মুখবন্ধ লেখক ফিড্জ এডওয়ার্ড সাহেব সিখিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে, পণ্ডিতবর উইল্‌সন সাহেব কেবল উভয় ব্যক্তির নামের সাদৃশ্য দেখিয়া উভয়কেই একব্যক্তি বিবেচনা করিয়া ধারাধিপতি ভোজরাজের জীবিতকাল খৃঃ ১১০০ শতাব্দীতে (১০২২ শকের মধ্যে) নিরূপিত করিয়াছেন ; কিন্তু এ কথার কোন বিশেষ প্রমাণ নাই।

মার্সম্যান সাহেব বলেন যে, ধারাধিপতি ভোজরাজ খৃঃ ১১৯১ বৎসরে বা ১১১৩ শকে বর্তমান ছিলেন। ঐ সময়ে কাঞ্চকুজদেশের অধিপতি রাজা জয়চন্দ্র অশ্বমেধ যজ্ঞের আড়ম্বর করিয়াছিলেন।

বাসবদত্তার ইংরাজী মুখবন্ধের ৫০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, মুজরাজ এবং ভোজরাজ খৃঃ ৯০০ শতাব্দী অবধি ১০০০ শতাব্দীর মধ্যে বর্তমান ছিলেন।

বত্রিশ সিংহাসন গ্রন্থের মাড়োয়ারি ভাষায় যে অনুবাদ আছে, তাহাতে লিখিত আছে যে, ১০৬৬ সম্বতে, খৃঃ ১০০৯ বৎসরে ও ৯৩১ শকে ভোজরাজ বর্তমান ছিলেন।

(১) মালবদেশের অধিপতি ভোজরাজ উক্ত গ্রন্থের রচয়িতা বলিয়া লিখিত আছে।

উর্দ্ধভাষার লিখিত “আরাত্রশ মহাকেল” নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে, বিক্রমাদিত্যের মৃত্যুর পর ৫৪২ বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৩৮১ সম্বতে, ১২৬৪ শকে ভোজ নামক একজন রাজা হন; তাঁহার নিকটে বরকচি নামক একজন পণ্ডিত ছিলেন; তিনি সংস্কৃত বজ্রশিংহাসন রচনা করেন।

কল্লহ-রাজতরঙ্গিণীর ৫ম তরঙ্গে লিখিত আছে যে, শঙ্করবর্মী রাজা ভারত বিখ্যাত ভোজরাজকে যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন; যথা—

“হতং ভোজাধিরাজেন স সাম্রাজ্য মদাপয়ৎ ।

প্রতীহারতয়া ভূত্যো ভূতে থকিয়কাযয়ে ॥”

ঐ ১৫৬ শ্লোক। শঙ্কর-বর্মী ৮১২ অবধি ৮২৯ শক পর্য্যন্ত কাশ্মীরের রাজা ছিলেন। পরে ৭ম তরঙ্গে অনন্তদেব রাজার সমকালে ভোজরাজ নামে এক ব্যক্তির উল্লেখ আছে; যথা—

“মালবাধিপতিভোজঃ প্রহিতৈঃ স্বর্ণসঞ্চয়ৈঃ ।

অকারয়দ্ যেন কুণ্ডযোজনং কপটেশ্বরে ॥”

ঐ ১৯০ শ্লোক। রাজা অনন্তদেব ৯৫৫ শক অবধি ১০০৮ শক পর্য্যন্ত কাশ্মীরের রাজা ছিলেন। এতদ্ভিন্ন ৭ম তরঙ্গের ১৪৬৫ শ্লোকে, ৮ম তরঙ্গের ৩৪৭ ৩৫৫ ও ৩৯৫ শ্লোকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে অবস্থিত ভোজের নাম উল্লেখিত আছে,

উজ্জয়িনী-নগরীস্থ জ্যোতির্কোভুগণ শ্রীযুক্ত হণ্টের সাহেবকে তদ্রূপ প্রাচীন জ্যোতির্কোভুগণের বর্তমান কালের যে নিদর্শন দিয়াছিলেন, তাহা লেখা বাই-তেছে; ইহাতেও ভোজরাজের জীবিত সময় নিরূপিত আছে; যথা—

বরাহমিহির	১২২ শক
দ্বিতীয় বরাহমিহির	৪২৭ শক
ব্রহ্মগুপ্ত	৫৫০ শক
মুজাল	৮৫৪ শক
ভট্টোৎপল	৮৯০ শক
বেতোৎপল	৯৩৯ শক
বকগতট্ট	৯৬২ শক

ভোজরাজ

১৬৪ শক (১)

ভাষ্য

১০৭২ শক

কল্যাণচন্দ্র

১১০১ শক

উপরে যে সকল প্রমাণাদি লেখা গেল, তাহার অধিকাংশ দ্বারাই ব্যক্ত হইতেছে যে, উজ্জয়িনীর অন্তঃপাতি ধারা-নগরীর অধিপতি ভোজরাজ ১০০ শকাব্দের পর ১০০০ শকাব্দের মধ্যে বর্তমান ছিলেন।

ভোজরাজের সময়নিরূপণ বিষয়ে যেরূপ গোলযোগ, তাঁহার নিবাস দেশের নির্ণয় সম্বন্ধেও সেই প্রকার গোলযোগ। প্রাচীন ইতিহাসবেত্তারা ভোজরাজকে কোন স্থলে কর্ণাটের, কোন স্থলে মালবের, কোন স্থলে উজ্জয়িনীর ও কোন স্থলে ধারা-নগরীর অধিপতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে মালবদেশের প্রধান নগরী উজ্জয়িনী ও ধারা; ইহাতে এই কয়েক দেশকে একই বিবেচনা করিতে হয়। কিন্তু কর্ণাট দেশের সহিত কোন প্রকারেই ঐক্য হইবার সম্ভাবনা নাই। অপর আর্য্যাবর্তের মধ্যে ভোজপুর নামে এক প্রসিদ্ধ দেশ আছে; ইহার নাম শ্রবণমাত্রেই বোধ হয় যে, এই স্থান ভোজরাজের নিবাসস্থল ছিল; এবং তৎপর্য্যায়ক অশ্রান্ত শতাব্দির ব্যাপ্তি দ্বারাও এই অসুভব প্রতিপন্ন হইতেছে; যথা ভোজপুর, ভোজকট ইত্যাদি।

ভোজরাজের পিতৃব্য সুজরাজ গণকদিগের প্রমুখ্যৎ ভোজরাজের ভাবি-সৌভাগ্যের কথা শ্রবণে ঈর্ষা-পরবশ হইয়া তাঁহাকে গোপনে বধ করিবার নিমিত্ত তাঁহার মিত্র বঙ্গাল দেশের অধিপতি বৎস রাজকে আহ্বান করিয়া তাঁহার হস্তে ভোজরাজকে সমর্পণ করিলেন। ভোজরাজ এই চরিতমুখি জানিতে পারিয়া বৎস রাজকে কহিলেন

“এক এব সুহৃদ্রক্ষ্মো নিধনেহপ্যনুবাতি যঃ।

শরীরেণ সমং নাশং সর্ব্বমশ্রুচ্চ গচ্ছতি ॥”

যশাই কেবল সুহৃৎ; ইহা পরলোকেও সঙ্গে সঙ্গে অনুগমন করিয়া থাকে, অস্ত্র সকল বস্তুই শরীরের সহিত বিনষ্ট হয়।

বৎসরাজ এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বৈরাগ্যভাবাপন্ন হইয়া ভোজরাজের

করিবেন ; অতএব আপনি প্রাণত্যাগ করিবেন না। মুঞ্জরাজ এই কথা শুনিয়া প্রাণত্যাগের প্রতিজ্ঞা হইতে ক্ষান্ত হইলে পর, বৎসরাজ ভোজরাজকে আনাইয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত করিলেন। মুঞ্জরাজ লজ্জাবনতবদনে ভোজরাজকে ক্রোড়ে লইয়া নিজ সিংহাসনে উপবিষ্ট করিলেন এবং আপনি কাষায় বস্ত্র পরিধান করিয়া বিবেকী হইয়া বনে গমন করিলেন।

ভোজরাজ কৃত গ্রন্থ—(১) সরস্বতী কণ্ঠভরণ, অমরকোষের টীকা, যুক্তিকল্পতরু, চম্পুরামায়ণ ও জ্যোতিষ গ্রন্থ বিশেষ। তিনি আরও রসকৌমুদী নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন, তাহার একটা শ্লোক এই স্থানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে; বথা—

“চিন্তদ্রবঃ স্থায়িভাবঃ প্রেমা শ্যামকলেবরঃ ।

শ্রীকৃষ্ণদৈবতঃ শুদ্ধস্বভাবপ্রকৃতির্মতঃ ॥”

উক্ত ভোজরাজের সভাতে নিম্নলিখিত কবি সকল বর্তমান ছিলেন ; ইহা ভোজ প্রবন্ধাদি গ্রন্থে লিখিত আছে।

* বরকৃষ্ণ, * সুবন্ধু, * বাণ, * অমর, রামদেব, হরিবংশ, শঙ্কর, কলিঙ্গ, কপূর, বিনায়ক, রমদন, বিদ্যাবিনোদ, কোকিল, তারেঙ্গ। ইহা ভিন্ন কোন কোন গ্রন্থে কবিরাজের নামও লিখিত আছে। কিন্তু বরকৃষ্ণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবি সকল যাহাদিগের নামের পার্শ্বে * এই প্রকার চিহ্ন দেওয়া গেল, ইহারা যে উক্ত রাজার সমকালবর্তী নহেন, ইহা তত্ত্বজ্ঞানির বৃত্তান্তেই প্রকাশ হইয়াছে। বোধ করি, বৃদ্ধ ভোজরাজের সভাতে ইহারা বর্তমান ছিলেন ; ইহাতেই এই ভোজরাজের সভাস্থ বলিয়া ভোজপ্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে। কালিদাসের মহাপদ্ম শ্লোকের প্রারম্ভে লিখিত আছে যে, শঙ্কর নামক কবি তাঁহাকে কণ্ঠাধিপতি ভোজরাজের সভায় উপস্থাপিত করেন। কোন কোন গ্রন্থে “তারেঙ্গ” শব্দের স্থলে “নরেঙ্গ” লিখিত আছে ও অপর গ্রন্থে “কবিরাজ” শব্দের পরিবর্তে “বাচিরাজ” লেখা আছে। ফলতঃ কবিরাজ যে তাঁহার সভাস্থ ছিলেন না, ইহা তৎকৃত রাঘবপাণ্ডবীয় কাব্যেই ব্যক্ত আছে। অপর ব্যক্তিগণ

(১) ইহার কৃত “ভোজপ্রতিদেশ ব্যবস্থা” নামক একখানি ভূগোল আছে ; ইহা মুঞ্জরাজ কৃত ভূগোলের সংস্করণ মাত্র। Asiatic Researches, vol xiv.

বুঝ ভোজরাজের অথবা এই নব্য ভোজরাজের সভার ছিলেন, তাহার নির্ণয় হয় না। এবং প্রসিদ্ধ বরকচি প্রভৃতি খ্যাতনামা অন্ত্যস্ত ব্যক্তিগণ যে ধারাবি-
পতি ভোজরাজের সভার ছিলেন, ইহাও সম্ভব বোধ হয় না।

উক্ত কবিগণের মধ্যে বাহাদিগের নাম অন্তত উল্লেখ না করা হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্যে কপূর, বিনায়ক, বিদ্যাবিনোদ এবং শঙ্কর এই কয়েক জনের নাম গ্রন্থের মধ্যে দেখা যায়। অমরকোবেরাটীকাকারের মধ্যে বিজ্ঞা-
বিনোদের নাম পাওয়া যায় এবং “সর্ববিজ্ঞাবিনোদানাং” বলিয়া পত্নাবলী
গ্রন্থে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে একটি এই—

“চিত্রোৎকীর্ণাদপি বিষধরাস্তীতি ভাজো রজস্রাং

কিস্বা ক্রমস্তদভিসরণে সাহসং মাধবাস্রাঃ ।

ধ্বাস্ত্রে যাস্ত্যাদ্যদতিনিভৃতং রাধয়াত্মপ্রকাশ-

ত্রাসাৎ পাণিঃ পথি ফণিফণারতুরোধী ব্যাধায়ি ॥”

শঙ্করের কৃত শ্লোক বলিয়া পত্নাবলীতে অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে
একটি নিয়ে উদ্ধৃত করা গেল, যথা—

“যমুনাপুলিনে সমুৎক্ষিপন্নটবেশঃ কুশুমন্ত কন্দুকম্ ।

ন পুনঃ সখি ! লোকয়িত্যুতে কপটাভিরকিশোরচন্দ্রমাঃ ॥”

ভোজরাজের সভাস্থ উপরে লিখিত যে সকল পণ্ডিত ও কবিদিগের না
উল্লেখ করা গিয়াছে, তদ্ব্যতীত কাহারও কাহারও বিবেচনার দামোদর মিশ্রও
ঐ সময়ে তাঁহার সভার বর্তমান ছিলেন এবং তাঁহার আজ্ঞাক্রমে মহানাটক
রচনা বা সংগ্রহ করেন ।

দ্বিতীয় শিখর ।

ভাবপ্রকাশ নামক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থকর্তা ভাবমিশ্র, শিখর মিশ্রের পুত্র বলিয়া
স্বীয় পরিচয় দিয়াছেন। এই শিখর বহুপাশ্চাত্যশতকের রচয়িতা হন, তাহা
হইলে তিনি ভোজরাজের পরবর্তী হইতে পারেন; যেহেতু ভাবমিশ্রের কৃত
ভাবপ্রকাশের মধ্যে বুদ্ধ ভোজকে নব্য ভোজ হইতে পৃথক বলিয়াছেন।

মতে ঐ গ্রন্থে উক্ত ভোজরাজের কথা উল্লেখ থাকিতে তাঁহাকে এবং তৎ-
শিতা শিল্পনকে ভোজরাজের পরবর্তী বলিয়া অনুমান করা গেল ।

কবিরাজ ।

কবিরাজ নিজকৃত রাঘবপাণ্ডবীয়কাব্যের মধ্যে লিখিয়াছেন, তিনি
কামদেব রাজার সভায় ছিলেন, এবং তাঁহাকর্তৃক প্রোৎসাহিত হইয়া রাঘব-
পাণ্ডবীয়রচনা করেন । কামদেব জয়ন্তীপুরের রাজা ছিলেন, এবং মধ্যদেশ
হইতে সৌমপারী বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন (১) । ইহা দেখিয়া অনেকে
বোধ করেন, কামদেবেরই অপর নাম আদিশূর । আদিশূরের মধ্যদেশ হইতে
বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ আনয়নের কিংবদন্তী আছে (২) । কিন্তু এ কথা আমাদের মত-
সম্মত নহে, যেহেতু প্রথমতঃ জয়ন্তীপুর কামদেবের রাজধানী ছিল । বঙ্গদেশের
পূর্বভাগে খসিয়ার পূর্বদেশে জয়ন্তীপুর নামে এক নগর আছে ; ইহা ভিন্ন
হিন্দুস্থানের মধ্যে জয়ন্তীপুর নামে কোন বিখ্যাত রাজধানী নাই । আদিশূরের
রাজপাট যে স্থানে ছিল, তাহা হইতে জয়ন্তীপুর অনেক দূরবর্তী । অতএব
আদিশূরকে জয়ন্তীপুরের রাজা বলিয়া নির্দেশ করা ঘাইতে পারে না । অপর,
গ্রন্থকর্তা গ্রন্থের প্রারম্ভে ধারাপতি মুঞ্জরাজের নামোল্লেখ করিয়াছেন (৩)
এবং তাঁহাকে পূর্ববর্তী নরপতি বলিয়াও স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু অনেক
প্রমাণ দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে যে, উক্ত রাজা আদিশূরের অনেক কাল পরে

- (১) আনেতা মধ্যদেশাং অবচনবিদ্বাঃ সৌমপাং ব্রাহ্মণানা-
মারোচা নর্ত্যমূর্ত্যা সুরপতিসদস্যো মণ্ডলং সালবত্যাঃ ।
জেতা ভূবৈজয়ন্তীপুর পুরমধন-ঐপদাভোজভূজঃ
সোহপি আপালনেতুঃ বহুলকুলগিরিঃ বোহমুলেতে তপোতিঃ ॥

রাঘবপাণ্ডবীয়ের ১ সর্গ ২৫ শ্লোক ।

- (২) ঐ শ্লোকের ঐকা দেখ ।

- (৩) “ঐবিদ্যাশোভিনো বন্ত ঐমুজাদিরতী-ভিদা ।
ধারাপতি রসাবাসীদয়ঃ তাবচ্ছরপতিঃ ॥”

উদয় হইয়াছিলেন । এতাবধিবেচনার কবিরাজকে আদিশূরের উত্তর কাল-বর্তী বলিয়া নির্দেশ করা গেল ; কিন্তু ইহার জীবিত সময়ের নিশ্চিত অবধারণ করিতে পারা গেল না ।

কেহ কেহ বলেন, কবিরাজ গ্রন্থকর্তার নাম নহে, ইহা তাঁহার উপাধি (১) ; কিন্তু কোন স্থলেই কবিরাজ ভিন্ন আর তাঁহার অপর নামের উল্লেখ হয় নাই ; ইহাতে উহাকে উপাধি বলিতে সহসা সাহস হয় না । বিশেষতঃ “কবিরাজমিশ্র” বলিয়া পণ্ডাবলীর মধ্যে একটি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ; ইহাতেও বোধ হয়, “কবিরাজ” ইহার নামই হইতে পারে । ঐ শ্লোক যথা—

“নন্দনন্দন-পদারবিন্দয়োঃ স্তন্দমান-মকরন্দ-বিন্দবঃ ।

সিন্ধবঃ পরমসৌম্যসম্পদাং নন্দয়ন্তু হৃদয়ং মগানিশম্ ॥”

তৎকৃত গ্রন্থ—রাঘবপাণ্ডবীয় ।

সোমদেবভট্ট ।

ইনি কাশ্মীর সম্রাট অনন্তদেবের রাজ্যকালে বর্তমান ছিলেন । ঐ রাজার মহিষী সূর্য্যবতীর চিত্তবিনোদনার্থ তিনি কথাসরিৎসাগর গ্রন্থ রচনা করেন । কল্লণরাজতরঙ্গিণীর সপ্তমতরঙ্গে অনন্তদেব ও সূর্য্যবতীর বৃত্তান্ত আছে (২) । রাজতরঙ্গিণীর গণনানুসারে অনন্তদেব ৯৫৫ খকের পর সিংহাসনে আরূঢ় হইয়াছিলেন । কেহ কেহ কহেন, খৃঃ ১২০০ বৎসরে কথাসরিৎসাগর গ্রন্থ রচিত হয় ; কিন্তু এ কথা যে নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক, তাহা আমরা পূর্বে “কবি মাহেশ্বরের” প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া লিখিয়াছি ।

(১) বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কৃত “সংস্কৃতভাষা” ইত্যাদি পুস্তকের ২৪ পৃষ্ঠা ।

(২) কল্লণরাজতরঙ্গিণীর ৭ম তরঙ্গের ১৫২ শ্লোক অবধি দেখ ।

রাজশেখর ।

ইনি বিদ্যুশালভঞ্জিকা রচনা করেন। বাসবদত্তার মধ্যে “অস্তি বৃহৎকথা-
লপ্যৈরিব শালভঞ্জিকোপেতৈর্বৈশ্ণভিরূপশোভিতং কুসুমপুরং নাম নগরম্” (১)
এই শ্লিষ্টার্থ রচনা থাকাতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, বৃহৎকথার ছায়
বিদ্যুশালভঞ্জিকা গ্রন্থও বাসবদত্তার পূর্বে রচিত হইয়াছে। কিন্তু এ কথা ভ্রম-
স্পাদমাত্র; কারণ এ স্থানে ‘বৃহৎকথালপ্যোঃ’ এইটী বিশেষ্যপদ এবং “শাল-
ভঞ্জিকোপেতৈঃ” এইটি তাহার বিশেষণ। অতএব ইহা দ্বারা একমাত্র বস্তুই
(অর্থাৎ এই স্থানে গ্রন্থেরই) উদ্দেশ্য করা বুঝাইতেছে। যদি দুইটি পদের
প্রাধান্য থাকিত, তবে দুইটাই বিশেষ্য পদ হইত এবং তাহাদিগের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র
বিশেষণ পদও থাকিত। অপিচ শার্ঙ্গধরপদ্ধতির মধ্যে রাজশেখরের রচিত
বলিয়া যে সকল শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা নিম্নে লেখা গেল। ইহাতে
যে সকল কবিদিগের নাম উল্লেখিত আছে, তাহাদৃষ্ট করিলেই প্রকাশ হইবে
যে, প্রস্তাবিত “রাজশেখর” দণ্ডী প্রভৃতির অপেক্ষা আধুনিক।

ভাসো,* রামিল* সৌমিলো* বরকুটিঃ,* শ্রীসাহসাক্ঃ* কবি-
র্মেঘো,* ভারবি,* কালিদাস* তরলাঃ (২) স্বক্ঃ,* সুবকুশ্চ* যঃ ॥

দণ্ডী,* বাণ* দিবাকরো* গণপতিঃ কাশ্মুশ্চ* রত্নাকরঃ ।

সিন্ধা যশ্চ সরস্বতী ভগবতী কে তশ্চ সর্বেহপি তে ॥

অহো প্রভাবো বাগ্দেব্য্য যশ্চমাতঙ্গদিবাকরঃ * ।

শ্রীহর্মস্ভাবৎ সভাঃ সমো বাণময়ুরয়োঃ * ॥

সরস্বতীপবিত্রাণাং জ্যোতিস্তত্ৰ ন দেহিনাম্ ।

ব্যাসম্পর্কী কুলালো (৩) হতুং যদ্রোণে ভারতে কবিঃ ॥

(১) শালভঞ্জিকা এক পক্ষে বৃহৎকথাস্তোত্রোপাখ্যান বিশেষের নান্দিকা বিশেষ।
পঞ্চাস্তরে (পুরহিত) দাক্ষপুত্তলিকা।

(২) “তরল” কোন ব্যক্তির নাম কি না?

(৩) ইনি ঘটকর্ণর কি না?

* কবিদিগের নাম।

দণ্ডী ।

বিজয়র উইলসন সাহেব কহেন যে, দণ্ডী কথাসরিৎসাগর দেখিয়া দশ-
কুমার চরিত লিখিয়া থাকিবেন, এমনত বোধ হয়। কিন্তু অত্যাশ্চর্য্য ব্যক্তির (১)
কহেন যে, ইনি সোমদেব ভট্টের পরবর্ত্তী ছিলেন। অপর ব্যক্তির কহেন,
দণ্ডী ধারাবিধিভি ভোজরাজের সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন। এই প্রকার পরস্পর
বিসংবাদ স্থলে আমরা ইহার জীবিত সময়ের নিশ্চিত অবধারণ করিতে সক্ষম
হইলাম না। উইলসন সাহেব অত্র স্থানে কহিয়াছেন যে, ইহার দশকুমারচরিত
খৃঃ ১১০০ বৎসরের শেষে অথবা ১২০০ বৎসরের প্রথমে রচিত হইয়া থাকিবে।
কিন্তু তাঁহার এ অনুমানটি ভ্রান্তিসঙ্কুল। সোমদেব ভট্ট খৃঃ ১২০০ শতাব্দীতে
জীবিত ছিলেন বোধ করিয়া এই প্রকার অনুমান করিয়া থাকিবেন। ফলতঃ
সোমদেব তাঁহার বহুকাল পূর্বে, অর্থাৎ খৃঃ ১১০০ শতাব্দীর পূর্বে বর্ত্তমান
ছিলেন। ভোজদেবও সেই সময়ে জীবিত ছিলেন, ইহা ভোজদেবের বৃত্তান্তে
লিখিত হইয়াছে।

কেহ কেহ “জাতে জগতি বান্দীকে কবিরিত্যভিধীয়তে। কবী ইতি ততো
ব্যাসে কবয়ত্বরি দণ্ডিনি ॥” এই শ্লোকটিকে কালিদাসের উক্ত বলেন (২)।
তাহা হইলে কালিদাসাদির অল্পকাল পূর্বে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন, অনুমান
করিতে হয়; যেহেতু তিনি নিজকৃত কাব্যাদর্শ মধ্যে “লিম্পতীব তমোহঙ্গানি”
এই মুচ্ছকটিকের শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ঐ মুচ্ছকটিকের রচনা কর্ত্তা
শূদ্রক রাজা বিক্রমাদিত্যের অত্যন্ত কাল পূর্বে বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা তাঁহার
সময় নিরূপণে বিস্তারিত ক্রমে লেখা হইয়াছে। ফলতঃ বহুতর বিপরীত
প্রমাণ দৃষ্টি করিয়া উক্ত শ্লোকটিকে কালিদাসের রচিত বলিয়া বিশ্বাস করা
যায় না।

দণ্ডী গ্রন্থকর্ত্তার নাম নহে, ইহা তাঁহার দণ্ডাশ্রম গ্রহণ করার উপাধিমান্ত্র ।

(১) বাসবদত্তার ইংরাজী ভাষায় মুখবন্ধলেখক প্রভৃতি। অপর কেহ কেহ ইঁহাকে কাব্য-
প্রকাশকর্ত্তা সম্রাটভট্টেরও পূর্ববর্ত্তী বলেন। তাঁহার কহেন যে, কাব্যপ্রকাশে উৎক্রেষ্টকাল-
কার স্থলে “লিম্পতীব তমোহঙ্গানি” ইত্যাদি যে শ্লোক বৃত্ত হইয়াছে, তাহা দণ্ডীর নিজকৃত।

(২) শব্দকরসময়ের ১ম পণ্ডে “দণ্ডী” শব্দ দেখ।

তৎকৃত গ্রন্থ,—

কাব্যাদর্শ, দশকুমারচরিত, ছন্দোবিচিতি, (১) এবং কলাপরিচ্ছেদ ।

আর্য্য ক্ষেমীশ্বর ।

ইনি “চণ্ডকৌষিক” নামক প্রসিদ্ধ নাটক রচনা করেন । ১২২৪ সম্বতে কলিকাতা কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে ঐ নাটক মুদ্রিত হয় ; তাহারমুখবন্ধে তট্টীকা-কার শ্রীবৃদ্ধ জগন্মোহন তর্কালঙ্কার মহাশয় লিখিয়াছেন যে, চারিশত বৎসরের পূর্বে সহস্র বৎসরের মধ্যে এই নাটক রচনা হইয়াছে অসম্ভব মান করা যায়, যে-হেতু সাহিত্যদর্পণ ব্যতীত অন্ত্র প্রাচীন অলঙ্কার গ্রন্থে এই নাটকের নাম উল্লেখিত নাই । তর্কালঙ্কার মহাশয় যে অসম্ভব মান করিয়াছেন, তাহা সম্ভবপর বটে ; কিন্তু ইনি কোন নিশ্চিত সময়ের নিরূপণ করেন নাই ; এজন্য আর্য্যদিগের ক্ষুদ্র বিবেচনায় ইহার যতদূর পর্য্যন্ত স্থিরতা হইতে পারে তাহার চেষ্টা করা কর্তব্য ।

ঐ নাটকের নান্দীশ্লোকের সূত্রধারের উক্তিতে লিখিত হইয়াছে যে, মহীপাল দেবের আদেশক্রমে নাটকের অভিনয় করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি । এক্ষণে মহীপাল দেব কে ? এবং কোথায় তাঁহার রাজধানী ছিল, ইহার নিশ্চয় করিতে হইলে আদৌ বঙ্গদেশের পুরাত্ত্ব পাঠ করিতে হয় । তাহাতে ব্যক্ত আছে যে, সেনবংশীয় রাজাদিগের পূর্বে পালবংশীয় রাজারা বঙ্গদেশের মহীপতি ছিলেন ; তন্মধ্যে মহীপাল নামে এক জন প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন । তাঁহার স্মরণে এক দ্বীপী এ পর্য্যন্ত দিনাজপুর প্রদেশে প্রসিদ্ধ আছে । অতএব ইহার দ্বারা অসম্ভব হইতেছে যে, ঐ মহীপাল রাজার সময়ে অথবা তাহার কিছুদিন পরে এই নাটক রচনা হইয়া থাকিবে । ঐ রাজা স্বাধীন ছিলেন, এবং কর্ণাট

(১) “লিঙ্গাকল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং জ্যোতিষাং খণ্ডঃ ।

ছন্দোবিচিতিরিত্যেতৈঃ বড়ক্সো বেদ উচ্যতে ।” ইত্যমরভট্টো ।

ইতি লক্ষকরসময়ে “বেদাঙ্গ” শব্দে । কিন্তু বেদের ছন্দোগ্রন্থে “মঞ্জিনী” হ্রস্ব আছে কি না সন্দেহ । ১৭৮৪ শকের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ২৬৪ পৃষ্ঠা দেখ । পুরাণাদিতে মালিনী হ্রস্ব আছে ।

দেশ প্রভৃতি জয় করিয়াছিলেন ; ইহা নিম্নলিখিত শ্লোক দ্বারা প্রকাশ হইতেছে, যথা—

যঃ সংশ্রিত্য প্রকৃতিগহনামার্যচাণক্যনীতিং

জিত্বা নন্দান্ কুসুমনগরং চন্দ্রগুপ্তো জিগায় ।

কর্ণটিহং ধ্রুবমুপগতানন্ততানেষ হন্তুং

দৌর্দর্পাঢ্যঃ স পুনরভবচ্ছ্রীমহীপালদেবঃ ॥”

গ্রন্থকর্তা গ্রন্থের শেষে আপনাকে “কার্ত্তিকের” নামক কোন রাজবিশেষের সভাসদ বলিয়া যে পরিচয় দিয়াছেন (১) ঐ রাজা মহীপালদেবের বংশোদ্ভূত হইতে পারেন। এমতে আমরা এই গ্রন্থে কবিদিগের বৈরূপ সময় নিরূপণ করিয়াছি, তদনুসারে এই নাটককর্তা কাব্যপ্রকাশকার সম্রটভট্ট এবং দশরূপক-রচয়িতা ধনঞ্জয়ের পরবর্ত্তী হইতেছেন ; সুতরাং এই নাটকের উল্লেখ ঐহাদিগের গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া অসম্ভব।

বল্লালসেন ।

আদিশূরের বংশ ধ্বংস হইলে সেনবংশীয় রাজারা গোড়দেশের সিংহাসনে অধিরোধন করেন। ইহাদের মধ্যে (২) বিষ্ণুসেনের পুত্র বল্লালসেন কুলীন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদিগের কুলবিধাতা।

(১) “যেনাদিত্যপ্রয়োগং ঘনপুলকভূতা নাটকস্তাপ্যদৃষ্টান্

বল্লালকার হেমাং প্রতিদিনমকুশা রাশয়ঃ সম্প্রদস্তাঃ ।

তস্ত ক্ষত্রপসুতৈরসু জগদিদং কার্ত্তিকেরস্ত কার্ত্তিঃ

পারে কীরাদ্যসিকোরপি কবিঘণসা সার্কসংসংরণ ॥”

ইহাতে ইমি ক্ষত্রিয় জাতি ইহা বাক্ত হইতেছে ; কিন্তু পূর্বে ক্ষত্রিয় জাতিদিগের মধ্যেও সেন ও পাল প্রভৃতি উপাধি থাকা বাক্ত আছে ।

(২) “আদিশূরের বংশ ধ্বংস সেনবংশ তাজা ।

বিষ্ণুসেনের ক্ষেত্রজ পুত্র বল্লালসেন রাজা ॥”

উমাগতি ধরকৃত কবিতার লেখে বিজয়সেন চন্দ্রবংশ ক্ষত্রিয় ; বল্লাল ঐ বিজয়ের পুত্র হইবেন ।

ইহঁার জন্মকালের নিরূপণ বিষয়ে অনেকে অনেক মত কহেন । ঘটক-
দিগের প্রাচীন কারিকার মতে ১১২৪ শকে তাঁহার জন্ম হয়, যথা—

“বেদযুগ্ম-ধরা কৌমী শাকে সিংহস্থভাস্করে ।

মিত্রসেনস্ত পুত্রোহভূৎ শ্রীলবল্লালভূপতিঃ ॥”

কিন্তু এ কথার প্রতি আমরা বিশ্বাস করিতে পারিলাম না । তাহার প্রথম
কারণ এই ; ঐ প্রাচীন কারিকার মধ্যে আবার এই কথা লিখিত আছে, যে
১২১৪ শকে গোড়দেশে কাণ্ডকুজ হইতে ব্রাহ্মণ সকল আগমন করিয়াছিলেন ;
যথা ;—

“বেদ-চন্দ্রার্কশাকে চ গোড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ ।”

অথচ ব্রাহ্মণ সকল বল্লালের উৎপত্তির কহুদিন পূর্বে যে আগমন করিয়া-
ছিলেন ইহাই সত্য । ভাষায় যে ঘটক কারিকা আছে, তাহাতে লিখিত আছে
১১২৪ শকে ব্রাহ্মণ সকল আসিয়াছিলেন ; যথা—

“শক ব্যবধান, কর অবধান, ব্রাহ্মণ প্রস্থান যথা ।

অক্কে অক্কে বামাগতি বেদযুক্তস্তথা ॥

কণ্ঠাগত তুলাক্ক অক্ক গুরু পূর্ণ দিশে ।

সহর কোলাঞ্চ ত্যজিয়ে গোড় প্রবেশে এসে ।

ক্ষিণীশ বংশাবলী চরিত নাম গ্রন্থে ১০০০ শকাব্দে উক্ত ঘটনার কাল নিরূ-
পিত হইয়াছে । দ্বিতীয় কারণ এই “সময় প্রকাশ” নামক গ্রন্থে লিখিত আছে
যে বল্লালসেন ১০১৯ শকে (১) দানসাগর নামক গ্রন্থ রচনা করেন ; যথা—

“নিখিলনৃপচক্র-তিলকশ্রীবল্লালসেনদেবেন ।

পূর্বে শশি নবদশমিতে শকাব্দে দানসাগরো রচিতঃ ॥”

এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বল্লালের জীবিত কাল
নিরূপিত করিয়াছেন । ইতিমধ্যে রহস্ত সন্দর্ভ পত্রের সম্পাদক মহাশয় উক্ত
পত্রের ৩য় পর্কের ২৮ খণ্ডের মধ্যে “সেন রাজাগণের বংশাবলী” প্রস্তাবে

(১) একথা রহস্ত সন্দর্ভ-পত্রের সম্পাদক লেখেন । কিন্তু উল্লিখিত স্রোতের মধ্যে সংস্কার-
সূচক যে কয়েকটি শব্দ আছে, তাহা “অক্কস্ত বামা গতিঃ” এই নিরুক্তদ্বারা হ্রাসন করিলে,
১০২১ হয় ।

স্বদেশীয় ও বিদেশীয় গ্রন্থকর্তাদিগের নানাপ্রকার গ্রন্থ দৃষ্ট করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহাই আমরা অবলম্বন করিতেছি । তন্মতে খৃঃ ১০৬৬ বৎসরে (১৮৮ শকে) বল্লাল ভূপতি সিংহাসনে উপবিষ্ট হন ।

তৎকৃত কোন স্বতন্ত্র কাব্যগ্রন্থ যদিও নাই, তথাপি তিনি যে এক জন সংকবি ছিলেন, ইহা তাঁহার রচিত কবিতা সকল পাঠ করিলে বোধ হয়; যথা—
কবি ভট্টকৃত পদ্মসংগ্রহের মধ্যে ধৃত স্বীয় পুত্র লক্ষ্মণসেনের প্রতি বল্লালের পত্রস্থ শ্লোক—

“সুধাংশোজ্জ্বলং কথমপি কলঙ্কস্ত কথিকা

বিধাতুর্দোষোহয়ং ন চ গুণনিধেস্তুস্ত কিমপি ।

স কিং নাত্রেঃ পুত্রো ন কিমু হরচূড়ার্কনমনি

ন বা হস্তি ধ্বাস্তং জগদুপরি কিং বা ন বসতি ॥”

এবং দানসাগর গ্রন্থও বল্লালের রচিত ।

লক্ষ্মণসেন ।

পূর্বোক্ত রহস্ত সন্দর্ভ পত্রের মতে, ইনি খৃঃ ১১০১ বৎসরে, (১০২০ শকে) সিংহাসনে উপবিষ্ট হন । ইনি বল্লালসেনের পুত্র । ইনি যে সকল শ্লোক রচনা করিয়া স্বীয় পিতাকে পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই সকল শ্লোক পাঠ করিলে ইঁহার কবিত্বশক্তির বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়; যথা—

“শৈত্যং নাম গুণস্তবৈব তদনু স্বাভাবিকী স্বচ্ছতা

কিং ক্রমঃ শুচিতাং তবস্ত্যশুচয় স্পর্শেন যন্তা পরে ।

কিঞ্চাতঃ পরমং তব স্তুতিপদং ত্বং জীবনং দেহিনাং

ত্বঞ্জেমীচপথেন গচ্ছসি পয়ঃ কস্তাং নিরোদ্ধুং ক্রমঃ ॥”(১)

পদ্মাবলী গ্রন্থেও লক্ষ্মণসেনের রচিত বলিয়া অনেক শ্লোক সংগৃহীত আছে; তাহা পাঠ করিলে তাঁহার বৈষ্ণবতার পরিচয় পাওয়া যায় । যথা—

(১) এই প্রকার প্রবাদ আছে যে, বল্লালসেন কোন নীচজাতির কস্তার প্রতি অসুহৃদ হইয়াছিলেন । তৎকৃত তাঁহার পুত্র এই শ্লোক লিখিয়া তাঁহার প্রতি আক্ষেপ করেন ।

“অংসাসক্ত-কপোলবংশবদন-ব্যাসক্ত-বিস্বাধর-
 ঘনোদীরিতমন্দমন্দপবন-প্রারব্ধ-মুগ্ধধনিঃ ।
 ঐষদ্বিক্রমলোল-হার-নিকরঃ প্রত্যেকরাকানন-
 ত্ত্বচ্চক্ৰদৃদকদঙ্গুলিচয়স্তাং পাতু ধারাধরঃ ॥”

হলায়ুধ ।

ইনি রাজা লক্ষণসেনের সভাপণ্ডিত ছিলেন (১) । ইনি আদিশূর রাজার যজ্ঞে সমাহৃত ভট্টনারায়ণ হইতে গণনায় বোড়শ পুরুষ । অথচ আদিশূর রাজা হইতে লক্ষণসেন গণনায় ষষ্ঠ পুরুষ লক্ষিত হয় । অতএব পুরাবৃত্তানুসন্ধানী মহাশয়েরা দেখিবেন যে, কেবল পুরুষ-পর্যায় গণনার দ্বারা সময়ের অবধারণ হইতে পারে না ।

ইহার কৃত ক্ষুদ্র কাব্য “ধর্ম বিবেক” । তাহার প্রথম শ্লোক এই,—

“শ্রদ্ধাবীজো বিপ্রবেদানুসিদ্ধঃ

শাখা বিজ্ঞান্ভাশ্চতস্ত্রো দশাপি ।

পুণ্যানুষ্ঠাং ধ্বং ফলে স্থূল-সূক্ষ্ম

মোক্ষঃ কামো ধর্ম্মবৃক্ষোহয়মীড্যঃ ॥

এতদ্ভিন্ন “অভিধান রত্নমালা” এবং “কবিরহস্ত” (ইহাতে ধাতু সকলের ভিন্ন ভিন্ন অর্থ উদাহরণ সহ লিখিত হইয়াছে) প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ ইহার রচিত আছে । স্মৃতিশাস্ত্রের মধ্যে ব্রাহ্মণসংস্কৃত, শ্রায়সংস্কৃত ও পণ্ডিতসংস্কৃত প্রভৃতি গ্রন্থ হলায়ুধের রচিত ।

(১) ব্যবহার্ণবর্ণের ১ম খণ্ডের ভূমিকার ১৮ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে, ইনি অভিধান-কর্তা ধনঞ্জয়ের পুত্র ছিলেন । কিন্তু বাবু এসমস্কুমার ঠাকুরের একাশিত বেণীসংহার নাটকের ভূমিকায় একাশ যে ইনি রায়রূপের পুত্র ।

মল্লিনাথ ।

এক জন প্রসিদ্ধ কাব্যটীকাকর্তা । ইনি নিজ প্রণীত টীকার মধ্যে হলায়ুধ-
কোষের অনেক প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন ও মেদিনীর প্রমাণ দিয়াছেন ।

উমাপতিধর ।

ইনি মহারাজ লক্ষণসেনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন; যথা, শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম
স্কন্ধের ৩২শ অধ্যায় ৮ম শ্লোকের ভাবার্থদীপিকা ব্যাখ্যানে বৈষ্ণবতোষণী—

“শ্রীজয়দেবসহচরেণ মহারাজলক্ষণসেনমন্ত্রিবরেণোমাপতিধরেণ” ইত্যাদি ।

ইনি যে জয়দেবের সমকালবর্তী ছিলেন, তাহা জয়দেবের কৃত গীত-
গোবিন্দের শ্লোক পাঠ দ্বারাও বোধ হয় ।

“বাচঃ পল্লবরত্নোমাপতিধরঃ” ইত্যাদি ।

এবং জয়দেবের কৃত গীতগোবিন্দ গ্রন্থের সর্কাজমুন্দরী নামী টীকাতেও
ঐ “বাচঃ পল্লবরত্নোমাপতিধরঃ” এই শ্লোকের ব্যাখ্যানে উমাপতিধরকে “সন্ধি-
বিপ্রহিক”, অর্থাৎ রাজমন্ত্রী বলিয়া লিখিয়াছেন; ইহাতেও তিনি যে কোন
রাজার প্রধান মন্ত্রী ছিলেন ইহা বুঝাইতেছে ।

এতৎ কবি কৃত কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থ আমাদেরিগের বিদিত নাই; কিন্তু
উঁহার রচিত বলিয়া যে সকল শ্লোক বৈষ্ণবতোষণী ও পদ্মাবলী গ্রন্থের মধ্যে
উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে ইঁহাকে এক জন প্রধান কবি বলিয়া
স্বীকার করিতে হয় ।

বৈষ্ণবতোষণী কৃত শ্লোক যথা—

“ক্রবল্লীবলনৈঃ কয়াপি নয়নোন্মেষৈঃ কয়াপি শ্মিত-

জ্যোৎস্নাবিস্ফুরিতৈঃ কয়াপি নিভৃতং সঙ্ক্ৰাবিতস্তাধ্বনি ।

গর্কোন্মোহকৃতাবহেন ললিতশ্রীভাজি রাখাননে

সাতকানুনয়ং জয়ন্তি পতিতাঃ কংসদ্বিষো দৃষ্টয়ঃ ॥”

এক পদ্মাবলীকৃত শ্লোক যথা—

“তির্য্যক্কন্ধরকীলদেশমিলিতশ্রোত্রাবতংসস্মরং
বর্হোত্তস্তিতকেশপাশমনজুজ্বল্লরীবিভ্রমম্ ।
গুঞ্জধ্বেনুনিবেশিতাধরপুটং সাকূতরাধাননে
ন্যস্তামীলিতদৃষ্টি গোপবপুষো বিষ্ণোর্মুখং পাতু বঃ ॥”

কলাপ ব্যাকরণের পঞ্জিকার মধ্যে উমাপতির কৃত বলিয়া যে সকল
ারিকা প্রমাণস্বরূপে ধৃত হইয়াছে, তাহা এই উল্লেখিত উমাপতির কি না
াহার মীমাংসা হয় নাই ।

রামপুর বোয়ালিয়ার সন্নিহিত বিজয় নগরের পুষ্করিণীর ঘাট হইতে যে
কল প্রস্তর উদ্ধৃত হইয়া এসিয়াটিক সোসাইটিতে আছে, তাহার মধ্যে এক
নি প্রস্তরে উমাপতিধরের কৃত ৩৬ সংখ্যক শ্লোকে রাজা বিজয়সেনের
শাবলী কীর্তন আছে । আইন আকবরী মতে বিজয়সেনই শতকসেন ।
ইঁরা কায়স্থ জাতি ।

শরণ ।

ইনিও জয়দেবের সমকালিক বা কিঞ্চিৎ পূর্বকালবর্তী হইবেন ; যেহেতু
য়দেব গীতগোবিন্দের প্রারম্ভে ইঁহার নামোল্লেখ করিয়াছেন, যথা,—

“শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহজ্ঞতে”

ইঁহার রচিত কোন গ্রন্থ আছে কি না তাহা আমরা অবগত নহি । পদ্মা-
লীর মধ্যে ইঁহার রচিত বলিয়া অনেক শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে ; পাঠক-
গণের গোচর নিমিত্ত তাহার একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি ; যথা,—

“কামং কাময়তে ন কেলিনলিনীমামোদতে কোমুদী
নিঃস্পন্দৈর্ন সমীহতে যুগদৃশামালাপলীলামপি ।
সীদম্বেষ নিশাস্তু নিঃসহতমুর্ভোগাভিলাষালসৈ-
রজৈস্তাম্যতি চেতসি ব্রজবধূমাধায় মুক্ধো হরিঃ ॥

গোবর্দ্ধনাচার্য্য ।

ইনিও পূর্ববৎ জয়দেবের সমকালবর্তী । গীতগোবিন্দের মধ্যে ইহার নাম উল্লেখ আছে ; যথা—

“শৃঙ্গারোত্তরসংপ্রমেয়বচনৈরাচার্য্যগোবর্দ্ধনঃ
স্পর্শী কোহপি ন বিশ্রুতঃ” ইত্যাদি ॥

ইহার কৃত গ্রন্থ আৰ্য্য্য সপ্তশতী । ইহার মধ্যে ভবভূতি প্রভৃতি কবিদিগের প্রশংসাসূচক শ্লোক অনেক আছে । এবং পদ্মাবলীর মধ্যে ইহার অনেক শ্লোক সংগৃহীত আছে ; যথা—

“সৌজাত্যেন বশীকৃত্য বয়মতস্ত্যাং কিঞ্চিদাচক্ষ্মহে
কালিন্দীং যদি বাসি স্তুম্বরী পুনর্মা গাঃ কদম্বাটবীম্ ।
কশ্চিদন্তে নিতাস্তনির্মলতমস্তোমোহন্তি যস্মিন্ মনাগ্-
লগ্নে লোচনসীম্নি নোৎপলদৃশঃ পশ্যন্তি পত্যাগৃহম্ ॥”

গোবর্দ্ধনাচার্য্যও সেন বংশীয় কোন রাজার সভাপণ্ডিত ছিলেন ; যেহেতু ইনি আৰ্য্য্য সপ্তশতীর মধ্যে লিখিয়াছেন—

সকলকলাঃ কল্পয়িতুং প্রভুঃ প্রবক্ষ্যন্তু কুমুদবক্ষোশচ ।
সেনকুলতিলকভূপতিরেকো রাক্ষা প্রদোষশচ ॥”

ইহার পিতার নাম “নীলান্বর,” যথা আৰ্য্য্য সপ্তশতী শ্লোকের মধ্যে লিখিত আছে—

যং গগয়ন্তি গুরোরনু যন্ত্যন্তেহধর্ম্মকর্ম্ম সঙ্কুচিতম্ ।
কবিমহমুশনসমিব তং তাতং নীলান্বরং বন্দে ॥

উদয়নাচার্য্য নামক এক জন ইহার শিষ্যমধ্যে উল্লেখিত হইয়াছে । এই উদয়ন কুসুমাজলিকর্তা প্রসিদ্ধ উদয়নাচার্য্য কি না, তাহা অসুসঙ্গত সাপেক্ষ রহিয়াছে ; যথা—

“উদয়নবলভদ্রাভ্যাং সপ্তশতীশিষ্যমোদরাভ্যাং নঃ ।
জৌরিব রবিচন্দ্রাভ্যাং প্রকাশিতা নির্মলীকৃত্য ॥

শব্দকল্পক্রমের ২য় খণ্ডে “জায়” শব্দে উদয়ানাচার্য্যকে বাচস্পতি মিশ্রের শিষ্য বলিয়াছেন ।

ধোয়ী ।

জয়দেব গীতগোবিন্দের প্রারম্ভে

“শ্রুতিধরো ধোয়ী কবিক্সাপতিঃ”

বলিয়া ইহঁার স বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন । ইহাতে বোধ হয়, ইনি জয়দেবের সমকালিক অথবা কিঞ্চিৎ পূর্বকালিক হইবেন ।

ইহঁার রচিত কাব্য “পবনদূত” । তাহার প্রথমের কতিপয় শ্লোক এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি ; ইহা পাঠ করিলেই সেই গ্রন্থের তাৎপর্য্য বোধ হইবে । যথা—

“অস্তি শ্রীমত্যঙ্কিলবসুধাসুন্দরে চন্দনাদ্রৌ
গন্ধর্ব্ববাণাং কনকনগরীনাম রম্যো নিবাসঃ ।
হৈমৈলীলাভবনশিখরৈরপ্যয়ং ব্যালিখন্দি-
ধত্তে শাখানগরগণনাং যঃ সুরাণাং পুরস্ত ॥ ১ ।
তত্রাস্ত্যেকা কুবলয়বতী নাম গন্ধর্ব্বকন্যা
মন্ত্রে জৈত্রং মৃদুকুসুমতোহপ্যায়ুধঃ যা স্মরস্ত ।
দৃষ্ট্বা দেবং ভুবনবিজয়ে লক্ষণং (১) ক্রৌণীপালং
বালা সন্তঃ কুসুমধনুষঃ সন্ধিধেয়ীবভূব ॥ ২ ।
বাল্যাদালিষপি মনসিজং সানভিব্যঞ্জয়ন্তী
পাণ্ডুকামা কতিচিদিনয়ৎ কাতরা বাসরাণি ।
গন্তুং দেশান্তরমথ মধাবন্তথৈব প্রবৃত্তং
গাতোৎকণ্ঠা মলয়পবনং সপ্রণামং যযাচে ॥৩॥”

শ্রীজয়দেব ।

ইনি মহারাজ লক্ষণ সেনের সমকালবর্তী ; ইহার সবিশেষ প্রমাণ পূর্বেই “উমাপতিধরের” প্রসঙ্গে লেখা হইয়াছে । “চৈতন্যচন্দ্রোদয়” নাটকের প্রথমে যে ইংরাজী মুখবন্ধ আছে, তাহাতে ইহাকে খৃষ্টীয় ৮০০ শতাব্দীতে বর্তমান বলিয়া অনুমান করিয়াছেন ; কিন্তু ইহা প্রমাণসিদ্ধ নহে ।

কেন্দুবিষ গ্রামে জয়দেবের বাস ছিল । অজয় নদের উত্তর তীরে কেন্দুলি নামে যে গ্রাম আছে, জয়দেব তাহাকেই কেন্দুবিষ নামে নির্দেশ করিয়াছেন (১) । ঐ কেন্দুলি গ্রামে অজ্ঞাপি জয়দেবের স্মরণার্থ প্রতি বৎসর পৌষ মাসে বৈষ্ণবদিগের মেলা হইয়া থাকে ।

জয়দেবের রচিত গীতগোবিন্দ গ্রন্থের মাধুর্য্য রসে মুগ্ধ হইয়া অনেকেই তাঁহাকে অসামান্য ব্যক্তি বলিয়া মাত্র করিয়াছেন । বঙ্গদেশীয় লোকেরা জয়দেবের প্রতি যেরূপ বিশ্বাস করেন, তাহা সকলেই অবগত আছেন । মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় “ভক্তবিজয়” নামে এক গ্রন্থ আছে ; তাহাতে জয়দেবকে ব্যাসদেবের অবতার বলিয়া লিখিয়াছে ।

জয়দেব স্বীয় সুধাসিক্ত প্রশংসায় স্তবিত

“শূন্য স্থানমধুরং বিবুধা বিবুধালয়তোহপি চুরাপং”

এই কথা যে লিখিয়াছেন, ইহাকে অত্যাধিক্তি বোধ হয় না ।

পঞ্চদশ মিশ্রোপনামক অপর এক জন জয়দেব ছিলেন । ইহার অপর নাম “পীয়ুষবর্ষ” (২) । চন্দ্রালোক ও প্রসন্নরাঘবের কর্তা জয়দেবের পিতার নাম মহাদেব ও মাতা স্মিত্রা ; ইনি কোণ্ডিয়া গোত্রজ (৩) । ইহার সহিত রঘুনাথ শিরোমণির বিচার হইয়াছিল । যথা,—

(১) বর্ণিত জয়দেবকেই হরেন্দ্র প্রবন্ধে ।

কেন্দুবিষসমুদ্রসমুদ্রোহিতীরমণেন । গীতগোবিন্দ, তৃতীয় সর্গ ।

উইলসন্ সাহেবের মতে “জয়দেব” কালিদাসের পূর্ববর্তী ও কলিঙ্গদেশবাসী পণ্ডিত ।

(২) পঞ্চদশ মিশ্রের শিষ্য রঘুনাথ শিরোমণি ; তাঁহার ছাত্র রঘুনাথ তর্কবাগীশ, চিত্তামণি দীধিতির টীকাকার ; তাঁহার ছাত্র দীধিতির টীকাকার ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ ; তাঁহার ছই ছাত্র, দীধিতির টীকাকার জগদীশ তর্কালঙ্কার ও পদার্থ ভট্টাচার্য্য ।

পঞ্চকরগ্রন্থ, “ভায়” পদ্য ।

(৩) এ বিষয়ে বোম্বাইয়ের ছাপার “জয়দেবের” মুখবন্ধ দেখ ।

“অভাগ্যং গোড়দেশস্ত কাণভট্টঃ শিরোমণিঃ ।”

এবং “বক্ষোজপানকং কাণ সংশয়ে জ্ঞাপ্তি স্মৃটে ।

সামান্যলক্ষণা কস্মাদকস্মাদবলুপ্যতে ॥”

ঐ শিরোমণি এবং রঘুনন্দন স্মার্ত ও শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব নবদ্বীপের বাস্তুদেব সার্বভৌমের ছাত্র ।

ইহার রচিত গ্রন্থ—

“রতিমঞ্জরী” ও “চন্দ্রালোক” । “প্রসন্ন রাঘব” নাটক এই জয়দেবের কৃত কি না এ বিষয়ে সন্দেহ আছে । ঐ গ্রন্থের শেষে লেখা আছে “মহামহো-
পাধ্যায় তার্কিক জয়দেব মিশ্র বিরচিতঃ,” জয়দেব গোস্বামী লেখা নাই ।

প্রসন্ন রাঘব নাটকের প্রস্তাবনাতে জয়দেব যে সকল কবির নামোল্লেখ করিয়াছেন, এক্ষণে লেখা যাইতেছে । ইহা দ্বারা কোন কোন কবি তাঁহার পূর্ববর্তী ছিলেন, তাহা প্রকাশ হইবে ।

“যস্তাশ্চৈরশ্চিকুরনিকরঃ কৰ্ণপুরো ময়ুরো

(১) হাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ ।

হর্ষো হর্ষো হৃদয়বসতিঃ পঞ্চবাণস্ত বাণঃ

কেষাং নৈষা কথয় কবিতাকামিনী কোতুকায” ॥

অন্তার্থঃ ।

যার শিরে শোভে চোর চিকণ চিকুর ।

ময়ুর বাহার কর্ণে মণিকর্ণ পূর ॥

হাস যার হাস, হর্ষ হর্ষের প্রকাশ ।

কবীন্দ্র শ্রীকালিদাস বাহার বিলাস ।

পঞ্চবাণ বাণ যার হৃদয় মাঝারে ।

কবিতা কামিনী হেন না ভুলার কারে ॥

(১) কোন কোন গ্রন্থে “হাস” শব্দের পরিবর্তে “ভাস” লিখিত আছে ।

শ্রীঅৰ্জুনমিশ্র ।

যদিও ইহঁার নিশ্চিত সময়ের অবধারণ করা অসাধ্য, তথাপি ভক্তমাল গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণদেব গোস্বামীর পরে ইহঁার নাম উল্লেখ হইয়াছে দৃষ্টি করিয়া আমরাও তদনুসারে উক্ত গোস্বামীর পরেই ইহঁার নাম উল্লেখিত করিলাম ।

ইনি শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে বাস করিয়া “ভাবদীপ” নামে মহাভারতের টীকা রচনা করেন । তাহাতেই ইহঁার কবিত্বশক্তির বিশেষ নিদর্শন আছে । ইনি ভীষ্মপর্বের টীকার প্রথমে লিখিয়াছেন “শ্রীলক্ষণাচার্য্য গুরুবে জড়জন্ত চকুর্বক্ষাপনোদন মৃতে নহিরোচতেহন্তত” । ইহাতে লক্ষণাচার্য্যকে ইহঁার গুরু বলিয়া বোধ হইতেছে । এই লক্ষণাচার্য্য কে ? ইহার নিশ্চয় হয় না । শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যের মধ্যে লক্ষণ নামক এক জন ছিলেন ; তিনি আচার্য্যের আদেশানুসারে বৈষ্ণব সম্প্রদায় সংস্থাপন করেন ; সম্ভবতঃ ইনিই সেই ব্যক্তি হইতে পারেন । (১)

উপরোক্ত “ভাবদীপ” নামক মহাভারতের টীকা ব্যতীত, তিনি কুশ্মাঞ্জলির টীকা করেন এবং শ্রীযুক্ত রঘুনাথ বেদান্তবাগীশ কৃত অদ্বয়কাশিকা গ্রন্থের ৭৫ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে তিনি মাধ্বভাষ্যানুসারে গীতাভাষ্য রচনা করেন ।

শ্রীশ্রীধরস্বামী ।

ইনি শঙ্করাচার্য্যের পরে জন্ম গ্রহণ করেন ; বেহেতু তাঁহার ভাষ্য অবলোকন করিয়া ইনি গীতাভাষ্য রচনা করিয়াছেন ; যথা, ভগবদ্গীতার স্ববোধিনী টীকার প্রারম্ভে—

“ভাষ্যকারমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাতুর্গিরিস্তথা ।

যথামতি সমালোক্য গীতাভাষ্যখ্যাং সমারভে ॥”

(১) “পূর্বভাগে লক্ষণাচার্য্যঃ কিল দিগ্বিজয়ং কৃত্বা কাংক্ষিত্বাঙ্গণাধীনং হিরোর্মপুত্রধারণ-
শংখচক্রাভূরভাহরভূজধ্বজান্ কৃত্বা বহুশিষ্যসমৈতঃ পুনরাবৃত্ত্য পরমশুভচরণং নম্রা ভদ্রমুজা-
বলাৎ মতবিজ্ঞানহেতুকং ভাব্যাদিগ্রন্থচরমকরোৎ” ।

ইতি আনন্দগিরি কৃত শঙ্কর দিগ্বিজয়ে ।

শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে ষাটশ অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকের টীকার মধ্যে “বিষ্ণুসামিপ্রোক্তা” বলিয়া প্রমাণ গ্রহণ করিয়াছেন ; ইহাতে ইহাকে বৈষ্ণব-সম্প্রদায় প্রবর্তক প্রসিদ্ধ বিষ্ণুসামীর পরবর্তী বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে । ঐ বিষ্ণুসামী ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্বে বর্তমান ছিলেন ; ইহা তাহার সময় বিবরণে বিস্তারিত দেখা হইয়াছে । অপিচ, উপরোক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধের ২৩ অধ্যায়ের ত্রিশ শ্লোকের টীকার “বিশ্বপ্রকাশ” অভিধানের উল্লেখ আছে এবং মধ্যে মধ্যে “দণ্ডী” কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে (১) । উইলসন্ সাহেবের বিষ্ণুপুরাণের ৫ম খণ্ডের ৩৮৩ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, ঐ প্রাচীন ভারতবর্ষের পূর্বদেশবাসী ছিলেন ।

ইনি বিষ্ণুপুরাণের ও শ্রীমদ্ভাগবতের এবং ভগবদ্গীতার টীকা রচনা করেন ; তাহার “ব্রহ্মবিহার” নামে এক ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন ; তাহার প্রথম শ্লোক এই :—

“গায়ন্ত্রীনাং গোপসীমস্তিনীনাং

স্বকীতাকাশোদগমিতো লম্বমানাম্ ।

মিত্যাকতানান্নবস্ত্রারবিন্দে

কুর্কমব্যাদ্ধেবকীনন্দনো বঃ ॥”

বিদ্যমঙ্গল ঠাকুর ।

দাক্ষিণাত্য দেশে কৃষ্ণাঙ্গা নদীর পশ্চিম পারে ইহার বসতি ছিল (২) । ইনি প্রথম বয়সে অতিশয় মগ্ধ ছিলেন । এক দিন পিতৃশ্রাদ্ধ দিবসে (৩) ঘোরবর্ষাচ্ছন্ন রজনীযোগে একটি শবকে ধারণ করতঃ নদী পার হইয়া এবং

(১) উপরোক্ত শ্রীমদ্ভাগবতের ১০ম স্কন্ধের ৪১ অধ্যায়ের ৪৭ শ্লোকের টীকার হংসগুহ্য স্তবের প্রমাণ উদ্ধৃত আছে । “আকারঃ কৃতস্তেবাঃ” ইত্যাদি শ্লোক ঐ বিষ্ণুসামীর বলিয়া প্রসিদ্ধ ; কিন্তু উহা “শঙ্করপ্রভির” ১১৩ সংখ্যক শ্লোক ।

(২) ইহাকে এক্ষণে কুরুঝোলা কহে ; ইহা দাক্ষিণাত্য দেশে সহ পৰ্য্যন্ত হইতে উৎপত্তি হইয়াছে ; অথবা বিষ্ণুপুরাণে ২ অংশে ৩ অধ্যায়ে

“গোদাবরী জীমরথী কুরুঝোলাদিকাতথা ।

সহপাদোত্তবা নবাঃ স্তুতাঃ পাপপ্রশাশনাঃ ॥ ইতি

(৩) বিষ্ণুপুরাণে গোদাবরী যিনি মাপদেবপুরীর পরমোক্ত গুরু তৎকৃত “ভক্তি রত্নাবলী” আছে এই তারিখের নাম আছে ।

পরে একটি অজ্ঞাগর সর্পের পুচ্ছ অবলম্বন করিয়া স্বীয় প্রাণয়িনী বেষ্ঠার মন্দিরে প্রবিষ্ট হওয়াতে বেষ্ঠা তাঁহাকে অনেক তিরস্কার করে; তাহাতেই তাঁহার দিব্য জ্ঞানের উদয় হয় এবং তিনি বৈরাগ্য ধর্ম আশ্রয় করেন এবং কৃষ্ণগীতা বিষয়ক নানা গ্রন্থ রচনা করেন; ইহাতে “লীলাশুক” বলিয়া তাঁহার উপাধি হয়। “কৃষ্ণকর্ণামৃত” নামে যে গ্রন্থ রচনা করেন, বৈষ্ণব মহাশয়েরা কহিয়া থাকেন যে, তাহা শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রবণ করিয়াছিলেন; এজন্য গ্রন্থের নামও “কৃষ্ণকর্ণামৃত।” ঐ গ্রন্থ বৈষ্ণব সমাজে অতিশয় সমাদৃত। ফলতঃ ইহার শ্লোক সকল যথার্থই অমৃতময়; শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিয়তই ঐ অমৃত রসের আশ্বাদন করিতেন। ঐ গ্রন্থের প্রথম শ্লোক এই :—

চিন্তামণির্জয়তি (১) সোমগিরিগুর্কর্মে
শিক্ষাগুরুশ্চ ভগবান্ শিখিপিচ্ছর্মোলিঃ
যৎ পাদকল্পতরুপল্লবশেখরেষু
লীলাস্বয়ম্বরসং লভতে জয়শ্রীঃ ।

বিজ্ঞমঙ্গল ঠাকুর অপর আর এক খানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ রচনা করেন; তাহা তাঁহার স্বনামেই অর্থাৎ “বিজ্ঞমঙ্গল” এই আখ্যাতেই প্রসিদ্ধ। তাহার প্রথম শ্লোক এই :—

“যং বেদ বেদবিদপি প্রিয়মিন্দ্রিয়ারা
তন্নাভি-নীররুহগর্ভগৃহো ন ধাতা ।
গোপালবালললনা বনমালিনং তং
গোধূলিধূসরশরীরমরীরমস্তাঃ ।”

বিজ্ঞমঙ্গল কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন, যদিও তাহার কোন বিশেষ নির্দেশ নাই, তথাপি অমুমান দ্বারা বোধ হয়, শঙ্করাচার্যের দ্বারা অদ্বৈতবাদ মতের প্রবল প্রচার এবং দাক্ষিণাত্য দেশীয় রামানুজস্বামী দ্বারা ঐ মতের প্রতি দোষারোপ হওয়ার পর তিনি জীবিত ছিলেন (২); যেহেতু তিনি যে প্রথমে

(১) কেহ কেহ বলেন, তাঁহার বেষ্ঠার নাম “চিন্তামণি” ছিল; এজন্য তাঁহাকে শিক্ষাগুরু স্বরূপে মান্ত করিয়া গ্রন্থের প্রথমেই তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

(২) তৎকালীন গ্রন্থ রামানুজের শিষ্য প্রশিষ্যের মধ্যে ইহার নাম আছে, যথা—

“বহুশিষ্য প্রশিষ্য বিজ্ঞমঙ্গল স্বরূপ।

জীবজ্ঞানকারণ দ্বিতীয় নামরূপ।” ইত্যাদি

স্বয়ং অদ্বৈতবাদী ছিলেন, ইহা তাঁহার রচিত শ্লোক দ্বারাই প্রকাশ হইতেছে ;
যথা,—

“অদ্বৈতবীথীপথিকৈরুপাস্তাঃ

স্বানন্দসিংহাসনলব্ধদীক্ষাঃ ।

শঠেন কেনাপি বয়ং হঠেন

দাসীকৃতা গোপবধুবিটেন ॥”

এবং তিনি যে “সোমগিরি” নামক কোন দণ্ডীর নিকটে প্রথমে উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার কৃত উক্ত “চিন্তামণি জয়তি সোমগিরিগুরুম্” এই শ্লোকেই প্রকাশ আছে । সন্ন্যাসীদিগের মধ্যে গিরি পুরী প্রভৃতি উপাধি বিশিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় সকল শঙ্করাচার্য্যের দ্বারাই প্রথমে সংস্থাপিত হয় (৫) ; যেহেতু উক্ত হইয়াছে যে, কলিকালে দশগ্রহণের নিবেদন ছিল ; শঙ্করাচার্য্য তাহা পুনর্বার স্থাপন করেন । তাঁহার প্রধান চারি শিষ্য । যথা পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডল এবং তোটক । পদ্মপাদের দুই শিষ্য, তীর্থ এবং আশ্রম । হস্তামলকের দুই শিষ্য, বন এবং অরণ্য । মণ্ডলের তিন শিষ্য, সরস্বতী, ভারতী এবং পুরী । বিশেষ বিশেষ লক্ষণানুসারে এই দশ শিষ্যের তীর্থাদি দশ নাম হইয়াছে । এবং ইহাঁদিগের হইতেই দশ নাম দণ্ডীর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে । বিদ্যারণ্য স্বামী শঙ্করজয় গ্রন্থে ইহাঁদিগের লক্ষণ ধৃত করিয়াছেন ও তাহা প্রাণতোষিণী গ্রন্থেও (৬) ধৃত হইয়াছে !

যাঁহার শ্রীকৃষ্ণ ভজনে প্রথমাবধিই অত্যন্ত অনুরাগ, তাঁহার অদ্বৈতবাদীর মতকে শ্রেষ্ঠ ও শ্রেয়ঃ সাধন বলিয়া গ্রহণ করা কোন মতেই সম্ভব নহে । তবে রামানুজ স্বামীকৃত “শতভূষণী” গ্রন্থ প্রভৃতি রচিত হইবার পূর্বে যৎকালে অদ্বৈতবাদীর মতকেই সকলে নির্দোষ বলিয়া জানিত, তখন অনেকে বিষ্ণু-তত্ত্বপরায়ণ হইয়াও ঐ মতই অগত্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন ; এজন্য শ্রীধরস্বামী প্রভৃতিরও ঐ অদ্বৈতবাদ মতে অভিমত দেখা যায় ।

(১) ১৭৬৮ শকের মাঘ মাসের ৪২ সংখ্যক তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ।

(২) কলিকাতার নিকটস্থ খড়দহ গ্রামনিবাসী প্রাণকৃষ্ণ বিবাস উপাসনাকাণ্ডবিষয়ে এক গ্রন্থ সংগ্রহ করেন ; তাহার নাম “প্রাণতোষিণী” ।

ক্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু বে দণ্ডগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার আস্থা ছিল না; এজন্য তাঁহাকে তদুপাসকেরা “কপট সন্ন্যাসী” कहিয়া থাকেন। নিত্যানন্দ প্রভু দ্বারার মহাপ্রভু ঐ দণ্ড ভঙ্গও করিয়াছেন। বিশেষতঃ (৭) অদ্বৈতবাদীর মতের প্রতি তাঁহার বে প্রকার অনাদর ছিল, তাহা চৈতন্য-চরিতামৃতের মধ্য খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সার্বভৌম ভট্টাচার্য্যের সহিত এবং আদি খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে ও মধ্য খণ্ডের পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদে কান্দী-বাদী সন্ন্যাসীদিগের সহিত বিচার প্রসঙ্গেই ব্যক্ত আছে।

রামানুজ স্বামী ।

যদিও ইনি শঙ্করাচার্যের দ্বার এক জন বৈষ্ণবদিগের ধর্মপ্রবর্তক, তথাপি যে স্থলে বেকটরাম স্বামী কর্তৃক কবিগণের মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন. সে স্থানে কবিদিগের মধ্যে ইহার নান উল্লেখ করা গেল।

স্বতীকালভরঙ্গের মতে ১০৪৯ শকাব্দে রামানুজ বর্তমান ছিলেন। শিল্প লিপির প্রমাণে তিনি ১০৫০ শকে বিজ্ঞান ছিলেন (১)। কর্ণাট রাজগণের সবিত্তার চরিত্রে চোলাদিগতি বিভূবন চক্রবর্তী ৪৬০ ফস্মিতে অর্থাৎ ১১১৪ বা ১১১৫ শকে জীবিত ছিলেন; রামানুজ আচার্য্য সেই রাজার পুত্র নীতগাণ্ড্য চোলের সমকালবর্তী ছিলেন (২)। উক্ত পুত্রকের এক স্থানে ইহাও লেখা আছে যে, ৯৩৯ শকে রামানুজের বশোদ্ধি হয় (৩)। উইল্কিন্স সাহেব বীর সংগ্রহীত প্রমাণ দ্বারা অনুমান করেন যে, তিনি ১১০৪ শকে জীবিত ছিলেন (৪)। তাঁহার সমকালবর্তী বিষ্ণুপুর্নেনের ১০৫৫ শকাব্দের বহু শিল্পলিপি পাওয়া গিয়াছে (৫)। উইলসন্ সাহেব কৃত বিষ্ণুপুরাণের ভূমিকাতে লিখিত আছে যে, রামানুজ স্বামী খৃঃ ১২০০ শকে বর্তমান ছিলেন। এই সংস্কৃত প্রমাণাদির মধ্যে শিল্পলিপির প্রমাণ সর্বাপেক্ষা বলবৎ স্বীকার করিলে একা-

(১) চৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য খণ্ডের ৫ম পরিচ্ছেদে।

(২) Buchanan's Mysore.

(৩) Journal, Asiatic society of Bengal, vol VII, p. ১২৪.

(৪) Ibid.

(৫) Wilk's History of Mysore, p. ১৪১.

(৬) Mackenzie's collections, p. CXL.

দশ শত শকাব্দের মধ্যকালে যে রামানুজের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল, তাহার কোন আপত্তি বোধ হইতেছে না । (১)

মাক্সাজের পশ্চিমোত্তর অংশে পেরুম্বুর নগরে তাঁহার জন্ম হয় । তাঁহার পিতার নাম কেশবাচার্য্য ও মাতার নাম ভূমিদেবী । তিনি কাকীপুরে বিজ্ঞা-
ধ্যয়ন করিয়া প্রথমে সেই স্থানেই আত্মসম্প্রদায়িক মত উপদেশ করেন এবং
শ্রীরঙ্গে (২) থাকিয়া শ্রীরঙ্গনাথের উপাসনা করেন । সে স্থানে তিনি বিবিধ
গ্রন্থ রচনা করিয়া দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়াছিলেন ।

রামানুজ আচার্য্যের চরিত্র দাক্ষিণাত্যে অতি প্রসিদ্ধ আছে । ভার্গব উপ-
পুরাণানুসারে অনন্তদেব রামানুজরূপে এবং বিষ্ণুর শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্মাদি
ভূষণ সকল তাঁহার প্রধান প্রধান সহপদার্থী ও শিষ্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ।
কণ্ঠি ভাষায় লিখিত দিব্য চরিত্র নামক গ্রন্থে তাঁহার চরিত্র বর্ণনা আছে ;
তাহাতেও তাহাকে অনন্তদেবের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, এবং
পদ্মপুরাণেও রামানুজের নাম উল্লেখ আছে ; যথা,

“রামানুজঃ শ্রীঃস্বীচক্রে” ইত্যাদি ।

রামানুজ স্বামী শ্রীভাষ্য (বেদান্ত ভাষ্য), গীতাভাষ্য, বেদার্থ সংগ্রহ, রামা-
য়ণ টীকা বেদান্ত প্রদীপ ও শতভূষণী প্রভৃতি অধ্যাত্ম শাস্ত্রের অনেক গ্রন্থ রচনা
করেন ; কাব্য রচনা বিষয়ে তিনি মনোনিবেশ করেন নাই ।

রামানুজ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের গুরুপ্রণালী, যাহা ভক্তমাল গ্রন্থে লিপিত
হইয়াছে, তাহাও এই স্থানে উদ্ধৃত করা গেল ; ইহা দ্বারা কোন কোন ব্যক্তি
তাঁহার পূর্বে পণ্ডিত ও কবি নামে খ্যাত ছিলেন, তাহা প্রকাশ হইবে ।

সিদ্ধু কন্ডা রমা ঠাকুরাণী (৩) মূলাচার্য্য ।

তাঁর কৃপাপাত্র বিষক্ সেন মুনিবর্ষ্য ॥

(১) ইনি ১১১৩ খ্রীষ্টাব্দে রাজা গিরুবর্দনকে বৈষ্ণব করেন । The Indian Anti
quary.

(২) ত্রিচিনপোলি অর্বাৎ ত্রিশির পল্লীর সমিহিত শ্রীরঙ্গ দীপ কামেরী নদীর দুই পা-
দ্বারা ঘেঁষিত আছে ।

(৩) বেহেতু এ সম্প্রদায়ের শ্রীঠাকুরাণী “রামানুজঃ শ্রী স্বীঃচক্রে” ইত্যাদি প্রমাণ আছে ।

ততঃ শ্রীমান্ শকটোপ ততঃ বোপদেব (১) ।

লুপ্ত ভাগবত উদ্ধারি যে ঘুচাইলা ক্লোত ॥

ততঃ শ্রীলঃ শ্রীনাথ পুণ্ডরীকান্ধ ততঃ ।

রামমিশ্র ততঃ শ্রীযামুন মুনি ব্রত (২) ॥

তার শিষ্য রামানুজ ভানু প্রকাশিয়া ।

তিমির নাশিলা কৃপাদৃষ্টি কর দিয়া (৩) ॥

(১) ইনি মুক্ষবোধ ব্যাকরণ কর্ত্তা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যানে মুক্তাকল নামে এক টীকা রচনা করেন, যথা

মুক্তাকলেন গ্রহেন সন্তাগবতশুভিনা ।

ভক্তিবাষ্পানা মুক্ত মার্কেণ্ডয় শিশুপ্রিয়া ॥

বিষক্কনেশশিষ্যেণ ভিষক্কেশবন্দুনা ।

হেমাঙ্গিরোপদেবেন মুক্তাকলমটীকরং ॥

মুক্ষবোধ ব্যাকরণের শেষে ইনি যে যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহার এই প্রকার উল্লেখ আছে ।

যন্ত ব্যাকরণে বরেণ্যঘটনাঃ ক্ষীতাঃ প্রবন্ধা দশ

গ্রন্থাভ্য নব বৈদ্যকেহপি তিথিনির্দ্ধারার্থমেকোহুভূতঃ ।

সাহিত্যে ত্রয় এব ভাগবততত্ত্বোক্তো ত্রয়স্তস্ত ভূ

বাস্তবানি শিরোমণেরিহ গুণাঃ কে কে ন লোকোত্তমাঃ ।”

কেহ কেহ বলেন যে বোপদেব খৃঃ ১২০০ শতাব্দীর মধ্যকালে দেবগড়ের রাজসভায় বর্ত্তমান ছিলেন ; কিন্তু উপরে যাহা লিখিত হইয়াছে, তদনুসারে এ কথা কত দূর প্রামাণিক হইতে পারে, তাহা পাঠক মহাশয়ের বিবেচনা করিবেন ।

(২) অলকনন্দার স্তোত্র রচনা করেন । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি খণ্ডের ৩য় পরিচ্ছেদের মধ্যে তাহার এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে ;—

“উল্লিখতত্রিবিধসীম সমাতিলাষি

সন্তাবনঃ তব পরিত্রটিমম্ভাবম্ ।

মারাবলেন ভবতাপি নিগুহমানং

পশুস্তি কেচিদনিশং ভদনস্তভাবাঃ ॥”

(৩) শ্রীঠাকুরাণী হইতে রামানুজাচার্য্য পর্য্যন্ত গণনায় ৮ম পুরুষ মাত্র হয় । এত অত্যন্ত লংঘ্য হওয়ার্তে ইহাই অনুভব করা যায় যে, ঐ সম্প্রদায়ীর মধ্যে কেবল প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখ হইয়া থাকিবে ।

কহলন ।

কাশ্মীর সম্রাটদিগের ইতিহাস বিষয়ক রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থ রচনা করেন । তিনি ১০৭০ শকে জীবিত ছিলেন, ইহা তাঁহার স্বীয় রচিত গ্রন্থের দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে, যথা—

“লৌকিকেহন্ধে চতুর্বিংশে শককালীশ্চ সাম্প্রতম্ ।

সমুদ্রত্যাগ্যধিকং যাতং সহস্রং পরিবৎসরঃ ॥”

এক্ষণে (অর্থাৎ রাজতরঙ্গিণী গ্রন্থ রচনার সমকালে) লৌকিক অব্দের (১) ২৪ বৎসর এবং শকাব্দের ১০৭০ বৎসর গত হইয়াছে ।

মুরারিমিশ্র ।

রাঢ়দেশে মল্লবেণী নাথের অধিকারে বিষ্ণুপুর গ্রামে একাদশ শত শকের পূর্বে বর্তমান ছিলেন (২) । ইনি মহাকবি গোবর্দ্ধন ভট্টের পুত্র বলিয়া আপনার পরিচয় দিয়াছেন । এই গোবর্দ্ধন ভট্ট জয়দেবের পূর্ববর্তী সপ্তশতী গ্রন্থকর্তা গোবর্দ্ধনাচার্য্য কি না ? ইহা অনুসন্ধান সাপেক্ষ ।

ইনি প্রসিদ্ধ “অনর্ঘ্যরাঘব নাটক” রচনা করেন । জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননের কৃত “বিবাদ ভঙ্গার্ণব” নামক দ্বায় গ্রন্থের মধ্যে এবং ভাষা পরিচ্ছেদের টীকা “সিদ্ধান্ত মুক্তাবলীর” মধ্যে মুরারিমিশ্রের নাম দেখা যায় । ইহাতে তত্ত্ববিষয়ক গ্রন্থ তাঁহার রচিত ছিল, ইহা অনুমান হইতেছে ।

গোপালদাস বৈদ্য ।

ইনি প্রসিদ্ধ ছন্দোমঞ্জরী গ্রন্থকর্তার পিতা । “পারিজাতহরণ” নাটক রচনা করেন । তাহার প্রথম শ্লোক এই :—

“সিন্দুরপূরকৃতগৈরিকরাগশোভে শশ্বদ্রব্রবণনির্ঝরবারিপূরে ।

সংগ্রামভূমিগতমত্তহরেভকুস্তকূটে মদীয়নখরাশনয়ো বিশস্ত ॥”

(১) বোধ করি কাশ্মীরে কোন আধুনিক অঙ্ক প্রচলিত থাকিবে ।

(২) জীবিত প্রেমচন্দ্র তর্কবাগীশ মহাশয়ের কৃত অনর্ঘ্যরাঘবের ভূমিকা ।

গঙ্গাদাস ।

ইনি স্বরচিত ছন্দোমঞ্জরীর মধ্যে সুরারিমিশ্রের কৃত অনর্ঘ্যরাঘবের পঞ্চকে প্রমাণস্থলে গ্রহণ করিয়াছেন ; এজন্ত ইহাঁকে তৎপরবর্ত্তী বিবেচনা করা গেল । ইনি ছন্দোমঞ্জরীর প্রথমে নিজ পরিচয় এই প্রকার দিয়াছেন :—

দেবং প্রণম্য গোপালং বৈষ্ণোগোপালদাসজঃ ।

সন্তোষাতনয়শ্চন্দো গঙ্গাদাসস্তনোত্যদঃ ॥

ইহাঁর রচিত গ্রন্থ “অচ্যুত চরিত”, “গোপাল শতক”, “দিনেশ শতক” এবং “দিনেশ তত্ত্ব” ; যথা ছন্দোমঞ্জরীর শেষ শ্লোক—

“সর্গৈঃ ষোড়শভিঃ সমুজ্জ্বলপদৈর্নব্যার্থভব্যশয়ৈ-
র্ঘেনাকারি তদচ্যুতশ্চ চরিতং কাব্যং কবিশ্রীতিদম্ ।

কংসারেঃ শতকং দিনেশশতকদ্বন্দ্বঞ্চ তস্তাত্ত্বসৌ

গঙ্গাদাসকবেঃ শ্রুতৌ কুতুহিনাং সচ্ছন্দসাং মঞ্জরী ॥”

মধ্বাচার্য্য ।

দাক্ষিণাত্যের অন্তঃপাণী ভূসবদেশনিবাসী মধ্বজী ভট্ট নামা এক ব্রাহ্মণের পুত্র । ১১২১ শকে ইহাঁর জন্ম হয় (১) । সর্বদর্শনসংগ্রহে ইহাঁর নাম পূর্ণ-প্রজ্ঞ ও মধ্যমনির বলিয়া লিখিত আছে । অত্যাশ্চর্য্য অনেক স্থলে ইহাঁর আনন্দ-তীর্থ উপাধি আছে । ইহাঁকে পবনদেবের অবতার বলিয়া তৎপ্রতিপাদনার্থ সর্বদর্শন সংগ্রহে এই সকল বচন প্রমাণস্বরূপে সংগৃহীত হইয়াছে ; যথা

“প্রথমস্ত হনুমান্ স্থাৎ দ্বিতীয়ো ভীম এব চ ।

(২) পূর্ণপ্রজ্ঞস্তৃতীয়শ্চ ভগবৎকার্য্য-সাধকঃ ॥”

(১) উইল্‌সন্ সাহেবের মুদ্রিত বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, ইনি খৃঃ ১৩০০ শকে বর্ত্ত-মান ছিলেন । রহস্য সঙ্কর্ভের ৩ পর্ব্বের ৩৪ পঙক্তির ১৪০ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে যে, প্রায় যটু শতাব্দী অতীত হইল ইনি পাণ্ডুকাটো নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন (এই পত্র ইং ১৮৬৬ সনে প্রকাশিত হয়) ।

(২) “এতচ্চ রহস্তং পূর্ণপ্রজ্ঞেন মধ্যমনিরেন বায়োহুতীরাবতারদ্বন্দ্বেন নিরূপিতমিতি ॥”

(ঘায়) প্রথমাবতারে হনুমানরূপে, দ্বিতীয়াবতারে ভীমরূপে, তৃতীয়াবতারে পূর্ণপ্রজ্ঞরূপে ভগবৎ কার্য সাধন করিয়াছেন ।

ইনি যে সম্প্রদায়ের সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহাকে বৈষ্ণবেরা ব্রহ্মসম্প্রদায় কহিয়া থাকেন এবং তৎপ্রমাণস্বরূপ এই পদ্মপুরাণীয় বচন পাঠ করেন ।

“রামানুজঃ শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুস্মুখঃ” ইত্যাদি ।(৩)

মধ্বাচার্য্য অনন্তেশ্বরের মঠে বিজ্ঞানভাস করেন এবং নয় বৎসর বয়ঃক্রমের সময় সনক কুলোদ্ভব অচ্যুতপ্রচ নামা আচার্য্য সরিধানে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন । একরূপ কথিত আছে যে, মধ্বাচার্য্য বদরিকাশ্রমে যাইয়া বেদব্যাসের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । ইনি “গীতাভাষ্য”, “হৃদভাষ্য”, “ঋগ্ভাষ্য”, “দশোপনিষদ্ভাষ্য”, “অনুবাকানুয় বিবরণ”, “অনুবোদান্তরঙ্গ প্রকরণ”, “ভারত ভাষ্যপর্বাণির্নয়”, “ভাগবতভাষ্যপর্বাণ্য”, “গীতাভাষ্যপর্বাণ্য”, “কৃষ্ণামৃতমহার্ণব”, “তত্ত্ব-সার” প্রভৃতি সাঁইত্রিশ খানা গ্রন্থ রচনা করেন ।

শাস্ত্রধর ।

শাস্ত্রধর দামোদরের পুত্র ; দামোদর রাঘবের পুত্র । রাঘবের তিন পুত্র, গোপাল জ্যেষ্ঠ, দামোদর মধ্যম এবং দেবদাস কনিষ্ঠ । শাস্ত্রধরের দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল ; তাঁহাদের নাম কৃষ্ণ এবং লক্ষ্মীধর । শাস্ত্রধরের পিতামহ রাঘব দেব শাকন্তরি দেশে বাস করিতেন এবং চৌহান রাজা হাম্মিরের নিকট প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । হাম্মির খৃঃ ১৩২৫ অবদি ১৩৫১ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন ।

শাস্ত্রধর নিজরচিত “শাস্ত্রধরপদ্ধতি” গ্রন্থে লিপিয়াছেন যে, ১৪২০ সম্বতে (১২৮৫ শকে) তাঁহার ঐ গ্রন্থ রচিত হয় ।

সায়ণাচার্য্য ।

পূর্ব্বে শঙ্করাচার্য্যের প্রসঙ্গে লেখা গিয়াছে যে, ১৩১৭ শকে বিজ্ঞানগর অর্থাৎ বিজয়নগরের রাজা হরিহর বর্ত্তমান ছিলেন । তৎপিতা সঙ্গম রাজার

(৩) তত্ত্বসম্বর্ভে লিখিত আছে যে, দাক্ষিণাত্য দেশে শঙ্করাচার্য্যের শিষ্য হইয়াও তাঁহার মত ত্যাগ করিয়া ইহার ভাষনত হন । যথা—বিজয়নগর, ব্রহ্মতীর্থ, বাসতীর্থ প্রভৃতি ।

নিকটে সায়গাচার্য্য মস্তিষ্ক-পদে অভিষিক্ত ছিলেন। অতএব সায়গাচার্য্য ১২০০ শকের পূর্বে বর্তমান ছিলেন এমন অনুমান হয়।

সায়গাচার্য্য ঋগ্বেদ প্রভৃতির ভাষ্য রচনা করেন। এবং ইহার কৃত ধাতুবৃত্তি নামে এক গ্রন্থ আছে, তাহাতে এই বর্ণনা আছে যে, “ইতি পূর্বদক্ষিণপশ্চিম সমুদ্রাধীশ্বর কল্পরাজপুত্র সঙ্গমরাজ মহামন্ত্রিণা ময়গপুস্ত্রেণ মাধবসহোদরেণ সায়গাচার্য্যেণ বিরচিতা মাধবীয়া ধাতুবৃত্তিঃ”। পূর্ব দক্ষিণ পশ্চিম সমুদ্রের অধিপতি অর্থাৎ ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগের অধিপতি কল্পরাজার পুত্র সঙ্গম রাজার মন্ত্রী মায়ণের পুত্র ও মাধবের সহোদর যে সায়গাচার্য্য, তিনি মাধবীর ধাতুবৃত্তি রচনা করেন। সায়গাচার্য্যের ধাতুবৃত্তির নাম “মাধবীয়া” কেন হইল, এই সন্দেহের নিরাকরণ জন্য কেবল এই মাত্র বিবেচনা করিতে হয় যে, সায়গাচার্য্য ও মাধবাচার্য্য উভয় ভ্রাতার মধ্যে অতিশয় সম্প্রীতি ছিল; এই নিমিত্ত উভয়েই স্ব স্ব কৃত গ্রন্থের মধ্যে স্বীয় অপর ভ্রাতার নাম উল্লেখ করিয়াছেন; যেমন সর্বদর্শন সংগ্রহের প্রথমে লিখিত আছে—

“পূর্বেষামতিদুস্তরাণি স্মৃতরামালোড্য শাস্ত্রাণ্যসৌ
শ্রীমৎসায়গমাধবঃ প্রভুরূপশাস্ত্রং সতাং প্রীতয়ে।”

মাধবাচার্য্য ।

ইহার অপর নাম বিজ্ঞানরত্ন স্বামী ও বিজ্ঞানানন্দ । ইনি পূর্বোক্ত সায়গাচার্য্যের ভ্রাতা (১)। ইহা কর্তৃক খৃঃ ১৩৩১ বৎসরে ১২৫৩ শকে ৭ই বৈশাখে ইহার নামানুসারে বিজয়নগর সংস্থাপিত হয়। অনেক তান্ত্রিকুলিখিত নিদর্শন দ্বারা সপ্রমাণ হয় যে, পোকারাও এবং মাধবাচার্য্য এক সময়ে বর্তমান ছিলেন; ইহাতে বোধ হয় যে মাধবাচার্য্য পোকারাওকে বিজয়নগরের রাজা করিয়া আপনি তাঁহার মস্তিষ্ক ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মাধবাচার্য্য ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদের টীকা রচনা করেন; ব্যবহার বিষয়ক

(১) সর্বদর্শন সংগ্রহের প্রারম্ভে যে শ্লোক লিখিত আছে, তাহা পাঠ করিলে বোধ হয় মাধবাচার্য্য সায়গাচার্য্যের কনিষ্ঠ। ঐ শ্লোক বধা, “শ্রীমৎসায়গমভট্টাকাকৌস্তভেন মহো-
জস।।” কিন্তু মাধবাচার্য্যের সর্বদর্শন সংগ্রহঃ”। ইতি।

একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন ; পাণিনি ব্যাকরণের টীকা এবং সৰ্বদর্শন সংগ্রহ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন । শঙ্করজয় নামক গ্রন্থও এই মাধবাচার্য্যের রচিত । তিনি আরও পরাশর স্মৃতির টীকা করেন, তাহার নাম মাধবীক্স বা মাধব্য । ইনি গ্রন্থরচনা দ্বারা এ প্রকার বিখ্যাত হইয়াছিলেন যে, অনেকে তাঁহাকে মহেশাবতার জ্ঞান করিত ।

জোনরাজ ।

কাশ্মীর সম্রাটদিগের ইতিহাসঘটিত দ্বিতীয় রাজতরঙ্গিনী রচনা করেন । ইনি ১৩৩৪ শকের পূর্বে বর্তমান ছিলেন, যথা—

শ্রীজোনরাজবিবুধঃ কুর্ব্বন্ রাজতরঙ্গিনীং ।

সায়কায়িমিতে বর্ষে শিবসায়ুজ্যামাসদং” ॥

শ্রীবরপণ্ডিতকৃত ৩য় রাজতরঙ্গিনীর ১ম তরঙ্গের ৬ষ্ঠ শ্লোক ।

শ্রীবর পণ্ডিত ।

তৃতীয় রাজতরঙ্গিনী রচনা করেন । ইনি পূর্বোক্ত জোনরাজের শিষ্য, যথা—

“শিষ্যোহস্ত জোনরাজস্ত সোহহং শ্রীবরপণ্ডিতঃ ।

রাজাবলীগ্রন্থশেষাপূরণং কৰ্ত্তু মুদ্রতঃ” ॥

৩য় রাজতরঙ্গিনীর ১ম তরঙ্গের ৭ম শ্লোক ।

ইনি ১৪৭৭ খৃঃ অব্দে ফতে সাহ নৃপতির সময় পর্য্যন্ত ইতিহাস লিখিয়াছেন । (১) ।

মহিপ ।

১৪৩০ সন্থতে অথবা শকে (এ বিষয়ের কোন বিশেষ নির্ণয় নাই) (২)

(১) ১৭৮৫ শকের চৈত্র মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৯৮ পৃষ্ঠা ।

(২) আধুনিক গ্রন্থের মধ্যে শক ব্যবহৃত হওয়াই সম্ভব বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে “জোনরাজ” প্রভৃতির পঞ্চাং উক্ত করিলাম ।

“নানার্থরত্নতিলক” নামক এক অভিধান রচনা করেন। এই অভিধানের প্রমাণ সকল বাসবদত্তার টীকাকর্তা শিবরাম নিজকৃত দর্পণাখ্যা টীকামধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন।

প্রাজ্যভট্ট অথবা প্রাজভট্ট ।

রাজাবলি পতাকা নামী চতুর্থ রাজতরঙ্গিনী রচনা করেন। ইনি ১৪৮২ শকে বর্তমান ছিলেন। ইনি ফতেহ সাহের রাজ্য বিবরণ অবধি লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, যথা—

গঙ্গাভগবতীতীর্থস্থানধন্যস্বভূষিতঃ ।

কবিঃ শ্রীপ্রাজভট্টাখ্যঃ সমগ্রগুণভূষিতঃ ॥

রাজাবলিপতাকাং স্বাং রাজ্যে ফতিহভূষতেঃ ।

একোননবতিং বাবদ্যাক্তীচক্রে ততঃ পরম্ ॥”

ইতি চতুর্থ তরঙ্গিনীর ৭—৮ শ্লোক ।

বিষ্ণুস্বামী ।

ইনি বৈষ্ণবদিগের তৃতীয় সম্প্রদায়ের সংস্থাপক। ইহার সংস্থাপিত সম্প্রদায়ের নাম রুদ্র সম্প্রদায় ; যথা—পদ্মপুরাণে—

“রামানুজং শ্রীঃ স্বীচক্রে মধ্বাচার্য্যং চতুস্মুখঃ ।

শ্রীবিষ্ণুস্বামিনং রুদ্রঃ” ইত্যাদি ।

ইনি পঞ্চদশ শত শকের পূর্বে বর্তমান ছিলেন। (১) যেহেতু এই প্রকার বর্ণনা আছে যে, বিষ্ণুস্বামীর শিষ্য জ্ঞানদেব ; জ্ঞানদেবের শিষ্য বামদেব ও ত্রিলোচন ; এবং তাঁহাদিগের অব্যবহিত কাল পরে অথবা কিয়ৎকাল ব্যবধানান্তর তৈলিঙ্গ দেশীয় লক্ষণভট্টের পুল্ল বল্লাভাচার্য্য আচার্য্য পদে অভিষিক্ত হইয়া পঞ্চদশ শত শকের মধ্যভাগে বিশিষ্ট প্রকারে স্বমত প্রচার করেন।

(১) বল্লাভাচার্য্য ১৫৩৫ সম্বতে বর্তমান ছিলেন। “গোপাললীলা” কাব্যের প্রস্তাবনা। The Pandit, উইলসন্ সাহেবের বিষ্ণুপুরাণ মতে ইনি ১৬০০ খৃঃ সনে ছিলেন ; উক্ত পুস্তকের অন্তর্গত লিখিত আছে, ১৫২০ খৃঃ ছিলেন :

প্রথমে তিনি গোকুলে বাস করিতেন (২) ; এবং তথায় কিয়ৎকাল যাপন করিয়া তীর্থপর্যটন করেন । ভক্তমাল গ্রন্থে লিখিত আছে যে, তিনি দাক্ষিণাত্যে বিজয়নগরাধিপতি কৃষ্ণদেবের সভায় উপস্থিত হইয়া তথাকার স্মার্ত ব্রাহ্মণদিগকে বিচারে পরাস্ত করেন এবং তত্রত্য বৈষ্ণবগণ কর্তৃক তাঁহাদিগের আচার্য্য পদে অভিষিক্ত হন । এই বলভাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর সম-কালে বর্তমান ছিলেন ; তদ্ব্যতীত চৈতন্যচরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডে ৭ম পরিচ্ছেদে সবিস্তার বর্ণিত আছে ।

বিকুসুমী বেদের ভাষ্য রচনা করিয়াছেন ।

নিম্বাদিত্য ।

বৈষ্ণবদিগের চতুর্থ সম্প্রদায়ের প্রবর্তক । এই সম্প্রদায়ের নাম সনকাদি-সম্প্রদায় ; যথা পদ্মপুরাণে—

“রামানুজঃ শ্রীঃ সীচক্রে মধ্বাচার্য্যঃ চতুঃশ্লুখঃ ।

শ্রীবিষ্ণুস্বামিনঃ রুদ্রো নিম্বাদিত্যঃ চতুঃসনঃ ॥”

এই প্রকার উপাখ্যান আছে যে নিম্বাদিত্যের প্রথম নাম ভাস্করাচার্য্য ছিল । তিনি স্বয়ং স্বধ্যাবতার,—পাষণ্ড দমনার্থ ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন । বৃন্দাবনের নিকটে তাঁহার বাস ছিল । একদা এক দণ্ডী, কেহ কেহ বলেন একজন জৈন উদানীন, তাঁহার আশ্রমে আসিয়া উত্তীর্ণ হইলে উভয়ে বিচার আরম্ভ হইল । পরে বিচার করিতে করিতে সূর্য্য অস্ত হইল দেখিয়া ভাস্করাচার্য্য নিজ আশ্রমস্থ অতিথির শ্রান্তি হরণার্থ কিছু কিছু পাত্যসামগ্রী উপস্থিত করিলেন ; কিন্তু দণ্ডী ও জৈনদিগের সাং বা রাত্রিকালে ভোজন করা বিধের নহে, এ প্রযুক্ত অতিথি তাহা স্বীকার করিলেন না । নিমাতঃ বৈষ্ণবদিগের এ প্রকার বিশ্বাস আছে যে, ভাস্করাচার্য্য ইহার প্রতিকারার্থ সূর্য্যের গতিরোধ করিলেন এবং যাবৎ অতিথির অন্ত্রপাক ও ভোজন সম্পন্ন না হয়, তাবৎ তাঁহাকে নিকটস্থ এক নিম্বক্ষে স্থিতি করিতে কহিলেন । সূর্য্যদেবও

(২) যমুনার বামতটে মধুরার প্রায় তিন কোশ পূর্বে গোকুল গ্রাম । তথাকার গোবিন্দীরা এই সম্প্রদায় ভূক্ত ।

তাঁহার অহুমতি পালন করিলেন এবং ভাস্করাচার্য্য তদবধি নিষার্ক ও নিষাদিত্য নামে খ্যাত হইলেন ।

নিষাদিত্য কোন সময়ে জীবিত ছিলেন তাহার নিশ্চয় হয় না । যমুনা-তীরে মথুরা সন্নিধানে ঐক্বেত্রে নিষার্কের এক গাদি আছে ; লোকে কহে নিষাদিত্যের শিষ্য গৃহস্থশ্রেণীভুক্ত হরিব্যাগের সন্তান সন্ততিরাই তাহার অধিকারী হইয়া আসিতেছেন । কিন্তু তথাকার মহান্ত আপনাকে নিষার্কের বংশোদ্ভব বলিয়া অঙ্গীকার করেন এবং কহেন যে ঐক্বেত্রে গাদি প্রায় ১৪২০ বৎসর পূর্বে সংস্থাপিত হইয়াছে ; কিন্তু ইহা অত্যাক্তি বোধ হয় । রামানুজ স্বামী প্রভৃতি অপর তিন জন বে প্রকার ক্রমে ক্রমে প্রাহুভূত হইরাছেন “রামানুজঃ শ্রীঃ স্বীচক্রে” ইত্যাদি পদ্মপুরাণীয় বচনেও সেই প্রকার ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের নামের উল্লেখ হইয়াছে । তদনুসারে নিষাদিত্যকে সকলের পরবর্তী বিবেচনা করিতে হয় ; যেহেতু তাঁহার নাম ঐ বচনের মধ্যে সকলের শেষে উক্ত হইয়াছে ।

নিষাদিত্য কোন কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহা আমরা বিদিত নহি । কেবল ধর্ম্মাঙ্গিবোধ নামে একখানি গ্রন্থ প্রচলিত আছে । উহার একটি শ্লোক সংস্কৃত কোকিল দূতের ৩২ সংখ্যক শ্লোকের চীকার উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

“রজোবৃত্ত্যা নুবিঙ্কিপ্তো ব্রহ্মা জিজ্ঞাসুরর্থতঃ ।

জিজ্ঞাসয়া ভজন্ কৃষ্ণং ভক্ত আরভ্য জন্মানঃ ॥” ইতি

ইহার দুই শিষ্য ছিল ; কেশবভট্ট ও হরিব্যাগ (১) ।

ভানুদত্ত মিশ্র ।

কুমারভার্গবীরচম্পু, রসমঞ্জরী ও রসতরঙ্গিনী নামে গ্রন্থ রচনা করেন । গ্রন্থকর্তা রসমঞ্জরীর শেষে এই প্রকার আত্মপরিচয় শ্লোক লিখিয়াছেন, যথা—

ভাতো বস্তু গণেশ্বরঃ কবিকুলালঙ্কারচূড়ামণি—

দেপো বস্তু বিদেহভূঃ সুরসরিংকল্লোলকিস্মীরিতা ।

পশ্চেন স্বকৃতেন তেন কবিনা শ্রীভানুনা বোজিতা

বাগ্দ্বেবীপ্রতিপারিজাতকুসুম্পর্দাকরী মঞ্জরী ॥

ধনিক ।

ইনি বিষ্ণু নামক একজন কবির পুত্র । “দশরূপকাবলোক” নামে যে টীকা করিয়াছেন, তাহাতে এই প্রকার আত্মপরিচয় দিয়াছেন—“ইতি বিষ্ণু-নুনো ধনিকস্ত কৃতো” ইত্যাদি । ইনি বিষ্ণুশালভজিকা কর্তা রাজশেখরের প্রমাণ দশরূপকাবলোকের মধ্যে ধরিয়াছেন ; অতএব ইনি নয়শত শতাব্দীর মধ্যকালে বর্তমান ছিলেন, অনুমান হয় ।

ইনি কাব্যনির্ণয় নামে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । এবং দশরূপকাবলোকের মধ্যে স্থানে স্থানে স্বকৃত পদ্য বাহা বাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া ইহাঁকে একজন প্রধান কবির মধ্যে গণনা করিতে হয় ।

ঐ দশরূপকাবলোকের মধ্যে উক্ত অথচ এই পুস্তকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কবি-দিগের নাম, পদ্যগুপ্ত ও কবিত্ব ।

মায়ুরাজ ।

ইনি “উদাত্তরাঘব” রচনা করেন ।

শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র ।

ইনি “প্রবোধচন্দ্রোদয়” নাটক রচনা করেন । ইহাঁকে কেহ কেহ কেশব মিশ্র কহে ।

ইতি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ।



অথ তৃতীয় কাল ।

চন্দ্রশেখর বৈদ্য ।

ইনি “পুষ্পমালা” নামক কাব্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন ।

বিশ্বনাথ কবিরাজ ।

ইনি উক্ত চন্দ্রশেখরের পুত্র । সাহিত্যদর্পণের শেষে সে সম্বন্ধে এই প্রকার উল্লেখ আছে,—“শ্রীচন্দ্রশেখরমহাকবিচন্দ্রসুহৃদশ্রীবিশ্বনাথকবিরাজকৃতং প্রবন্ধং । সাহিত্যদর্পণমমুং সুবিমো বিলোক্য সাহিত্যতত্ত্বমখিলং স্তুথমেব বিত্ত ॥”

সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত কোএল সাহেব বিবেচনা করেন যে, এই কবি খৃঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । এ কথা সম্ভবপর বটে, যেহেতু সনাতন গোস্বামী প্রভৃতি ষাঁহারাই ইহার পর উদয় হইয়াছিলেন, তাঁহারাই ইহার নাম স্বীয় স্বীয় গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখ করিয়াছেন । যথা শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীর সংগৃহীত পদ্মাবলী গ্রন্থে,—

“ব্যতীতাঃ প্রারম্ভাঃ প্রণয়বহুমানো বিগলিতো

দুরাশা যাতা মে পরিণতিরিয়ং প্রাগিতুমপি ।

যথেষ্টং চেষ্টস্তাং বিরহিবধবিখ্যাতযশসো

বিভাবা ময্যোতে পিকমধুসুধাংশুপ্রভৃতয়ঃ ॥”

এবং কবিকর্ণপুর কৃত অলঙ্কার কোষভের মধ্যে বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণোক্ত “কাব্যং রসাস্বকং বাক্যং” এই লক্ষণ উদ্ধৃত হইয়া খণ্ডিত হইয়াছে । অপিচ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, যিনি সনাতন গোস্বামী প্রভৃতির সঙ্গ-প্রিয় ছিলেন, তিনিও স্বকৃত চৈতন্তচরিতামৃতের অন্ত্য খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে সাহিত্যদর্পণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন ।

ইহার রচিত গ্রন্থ :—চন্দ্রকলা, প্রভাবতী, কুবলয়াশ্চরিত, পরিণয় রাঘব-
বিলাস, ঘোড়শ ভাষাময়ী প্রশস্ত রত্নাবলী ও সাহিত্যদর্পণ (১) ।

ঐ সাহিত্যদর্পণের মধ্যে উক্ত, অথচ এই পুস্তকের মধ্যে অনূক্ত পণ্ডিত ও
কবিদিগের নাম । উদয়নাচাৰ্য্য (২), চণ্ডীদাস, চন্দ্রশেখর, ধর্মদত্ত, নারায়ণ,
মহিমভট্ট, রাঘবানন্দ, রুদ্রট, বক্রোক্তিজীবিতকার, বাচস্পতিমিশ্র (৩), বাক্তি-
নিবেককার এবং শ্রীমল্লোচনকার ।

বিষ্ণুপুরি ।

ইহার রচিত গ্রন্থের নাম “বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী” । ইহার শিষ্যের নাম
বাসদত্তীর্থ এবং মাধবেন্দ্রপুরী উক্ত বাসদত্তীর্থের শিষ্য । ইনি মহাপ্রভুর পার্শ্ব-
বলিয়া বৈষ্ণববান্ধনার মধ্যে উল্লেখিত হইয়াছেন ।

মাধবেন্দ্রপুরি ।

চতুর্দশ শতাব্দীর পূর্বে বর্তমান ছিলেন । শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে তাঁহার
প্রেমময় বাক্যানিবন্ধ যে সকল শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিলে
একবারে মুগ্ধ হইতে হয় । তদ্বৎ—

“অয়ি দীনদয়ার্দ্দিনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোকাসে ।

হৃদয়ং হৃদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥”

(১) কেহ কেহ কহেন “স্বগন্ধলেপা” নাটক ইহার রচিত । কাব্যদীপিকার ইংরাজী
মুখবন্ধ, ১৪ পৃষ্ঠা ।

(২) ইনি “কুম্মাঙ্গলি” ও “আম্বতদ্বিবেক” প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন । ইহার পুত্র চতুঃ-
শিখির প্রমাণ শ্রীহর্ষের কৃত গণন খণ্ডে উদ্ধৃত হইয়াছে । ইহার নাম উদ্যোতকর, উদয়কর
অথবা উদয় । ইনি ভরদ্বাজ গোত্রসম্বৃত ছিলেন ।

(৩) ইনি স্তায় প্রভৃতি অনেক দর্শনশাস্ত্রের টীকা ও ব্যবহার চিন্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থ
প্রণয়ন করেন । কোলকাত্ত সাহেব কহেন বাচস্পতি মিশ্র ত্রিহস্ত জেলার সেমৌগ নামক
স্থানে বাস করিতেন । ইহার জীবনকাল হইতে দশ বা বার পুরুষের অধিক গণ্য হয় নাই ।
ব্যবহারদর্শনের ১ম খণ্ডের মুখবন্ধের ৪ পৃষ্ঠা ।

ঈশ্বরপুরি ।

ইনি মাধবেন্দ্রপুরীর শিষ্য এবং মহাপ্রভু ইহাঁকে মন্ত্রদাতারূপে অঙ্গীকার করিয়াছেন । তদ্বিবরণ চৈতন্য চরিতামৃতের প্রথম খণ্ডের সপ্তদশ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে । ইহাঁর রচিত শ্লোক অনেক পদ্মাবলীতে সংগৃহীত হইয়াছে, যথা—

“কল্যাণানাং নিধানং কলিমূলমথনং পাবনং পাবনানাং
পাথেয়ং যন্মুমুক্ষোঃ সপদি পরপদপ্রাপ্তয়ে প্রোচ্যমানং ।
বিশ্রামস্থানমেকং কবিরবচসাং জীবনং সজ্জনানাং
বীজং ধর্মদ্রুমশ্চ প্রভবতু ভবতাং ভূতয়ে কৃষ্ণনাম ॥”

রঘুপত্ন্যপাধ্যায় ।

ইনি চতুর্দশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন । শ্রীশ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত প্রয়াগে তাঁহার মিলন হয় । তিনি ত্রিহত দেশবাসী ছিলেন । শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যম খণ্ডের ঊনবিংশ পরিচ্ছেদে তদ্ভূতান্ত লিখিত আছে ।

তাঁহার কৃত শ্লোক যথা,—

“শ্রুতিমপরে স্মৃতিমপরে ভারতমন্ত্রে ভজন্তু ভবভীতাঃ ।
অহমিহনন্দং বন্দে যশ্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম ॥”

এবং পদ্মাবলী গ্রন্থের স্থানে স্থানেও তৎকৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে ।

কবি রামচন্দ্র ।

ইনি “গোপাল লীলাধ্য” কাব্য রচনা করেন । ১৫৪০ সম্বতে অর্থাৎ ১৪০৫ শকে উক্ত কাব্য রচিত হয় । (১)

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যচন্দ্র মহাপ্রভু । (২)

জগতের মোহাক্রকার দূর করিবার নিমিত্ত নবদ্বীপ নগরী পূর্ব্বেগিয়াতে

(১) The Pandit, Vol vi, No. 65, p. 109.

(২) যদিও ইহাঁর পার্শ্বদগণের মধ্যে অনেকেই ইহাঁর অপেক্ষা ব্যোমধিক ছিলেন, তথাপি পৌরব প্রবর্ণন হেতু সর্ব্বাগ্রে ইহাঁর নামের নির্দেশ করিয়ায় ।

উদিত হইয়াছিলেন । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ১৪০৭ শকে তাঁহার আবির্ভাব হয় ; যথা—

“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নবদ্বীপে অবতরী ।
অষ্টচল্লিশ বৎসর প্রকট বিহরী ॥
চৌদ্দশত সাত শকে জন্মের প্রমাণ ।
চৌদ্দশত পঞ্চাশে হইলা অস্তদ্বান ॥”

বৈষ্ণব সমাজে ইহার জন্মদিনের পঞ্জিকা এই প্রকার প্রচলিত আছে ।

মান কোষ্ঠী	বু ২	চ ১	শু ১২
			রা ১১
	কে ৫	শ ৭	মং ৯
		র ৭	বু ৮

জন্মাহ কোষ্ঠী

৭ ১১ ৮
১৫ ৫৫ ৪০
৪১ • ২৩

তৎপ্রমাণ শ্লোক, যথা,—

“শাকে মুনিবোময়ুগেন্দুগণ্যে শুভোদয়ঃ ফাঙ্কনপৌর্ণমাস্তাম্ ।
ত্রৈলোক্যভাগোদয়পুণ্যকীর্তিঃ প্রভুঃ শচীনন্দন আবিরাসীৎ ॥”

যদি ও মহাপ্রভু স্বয়ং কোন গ্রন্থাদি রচনা করেন নাই, স্বীয় শক্তি সঞ্চারণ পূর্বক শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি দ্বারা নানাবিধ গ্রন্থের প্রকাশ করিয়াছেন, তথাপি কখন কখন প্রেমাবেশে ছই একটি শ্লোক রচনা করিয়া যাহা পাঠ করিতেন, তাহাতেই তাঁহার কাব্য কলাকৌশলের বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । যথা—শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে তদুক্ত শ্লোক—

“ন প্রেমগন্ধোহস্তি দরোহপি মে হরৌ

ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্ ।

বংশীবিলাস্তাননলোকনং বিনা

বিভর্ষি যৎ প্রাণপতঙ্গকান্ বৃথা ॥”

চৈতন্য চরিতামৃতের প্রথম খণ্ডে ষোড়শ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভু অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচার দ্বারা একজন দিগ্বিজয়ী কবিকে পরাজিত করেন ইহা বর্ণিত আছে ।

শ্রীরাধিকার অষ্টোত্তর শত নাম তিলক স্তব বিশেষ এবং জগন্নাথষ্টক শ্লোক মহাপ্রভুর রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ । ঐ অষ্টকের প্রতিশ্লোকে লিখিত আছে “জগন্নাথস্বামী নয়নপথগামী ভবতু মে ।” পঞ্চাবলীতে শ্রীমুক্ত প্রভুপাদনাং বলিয়া যে শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাও এই চৈতন্য মহাপ্রভুর হইবে নচেৎ এমন প্রেমামৃতময় হইবে কেন !

ঐ শ্লোক যথা,—

“ন জানে সন্মুখায়াতে প্রিয়াগি বদতি প্রিয়ে ।

প্রয়াস্তি মম গাত্রাগি শ্রোত্রতাং কিমু নেত্রতাম্ ॥”

সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ।

ইহার নাম বাসুদেব বলিয়া চৈতন্য মঙ্গল গ্রন্থে লিখিত আছে । ইনি একজন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন এবং গ্রায় শাস্ত্রের টীকা ও অমর-কোষাভিধানের টীকা রচনা করেন । কেহ কেহ বলেন (১) বঙ্গদেশের

দিখ্যাত স্মার্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রধান নৈয়ায়িক শিরোমণি, কৃষ্ণানন্দ (তত্ত্বসার কর্তা) ? এবং চৈতন্তদেব ইঁহার ছাত্র ছিলেন । কিন্তু একথা আমরা কোন প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে দেখিতে পাইনা ।

ইনি যে “চৈতন্তাষ্টক” রচনা করিয়াছেন তাহাতেই ইঁহার কবিত্ব শক্তির বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । চৈতন্ত চরিতামৃতের মধ্য খণ্ডে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ইঁহার বৃত্তান্ত লিখিত আছে ।

বোধ হয় “কবিসার্সভৌম” নামে অল্প এক ব্যক্তি ছিলেন ; যেহেতু তাঁহার রচিত বলিয়া পণ্ডাবলীতে এই শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা,—

“ইদানীমঙ্গমক্ষালি রচিতপ্তানুলেপনম্ ।

ইদানীমেব তে কৃষ্ণ ধূলীধূসরিতং বপুঃ ॥”

এবং চৈতন্ত চরিতামৃতের মধ্যে অনেক শ্লোক সার্সভৌম ভট্টাচার্য্যের রচিত বলিয়া সংগৃহীত হইয়াছে । যথা—

“নাহং বিপ্রো নচ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো ।

নাহং বর্ণী নচ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্বা ।

কিন্তু প্রোত্তম্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাক্কে-

র্গোপীভর্তুঃ পদকমলয়োদাসদাসানুদাসঃ ॥”

ভবানন্দ ।

ইনি রায় রামানন্দের পিতা হইবেন । চৈতন্ত চরিতামৃতের অন্ত্যখণ্ডের নবম পরিচ্ছেদে ইঁহার উল্লেখ আছে । পণ্ডাবলীতে “ভবানন্দের” কৃত বলিয়া এই শ্লোক উল্লেখিত হইয়াছে :—

“লাবণ্যামৃতবন্ত্যামধুরিমলহরীপরীপাকঃ ।

কারুণ্যানাং হৃদয়ে কপটকিশোরঃ পরিস্ফুরতু ॥”

রায় রামানন্দ ।

চৈতন্ত মহাপ্রভুর সমকালবর্তী । চৈতন্ত চরিতামৃতের মধ্য খণ্ডের অষ্টম

পরিচ্ছেদে ইহার বিষয় বর্ণিত আছে। দাক্ষিণাত্য দেশে জিয়ড় নৃসিংহক্ষেত্রে গোদাবরীতীরে মহাপ্রভুর সহিত ইহার প্রথম মিলন হয়।

ইনি শ্রীক্ষেত্রের রাজা প্রতাপাদিত্যের আদেশক্রমে “জগন্নাথবল্লভ” নামক নাটক রচনা করেন। এতদ্ব্যতীত পদ্যাবলী গ্রন্থে রায় রামানন্দের রচিত বলিয়া অনেক শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে।

স্বরূপ দামোদর ।

ইহার পূর্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম আচার্য্য। নবদ্বীপে মহাপ্রভুর শ্রীচরণ সমীপে ইহার সর্বদা অবস্থিতি ছিল। মহাপ্রভুর সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করা দৃষ্ট করিয়া ইনি ও ঐ ধর্ম গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের অদ্বৈতবাদ মতের প্রতি ইহার কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। ইনি কেবল অহরহ শ্রীকৃষ্ণ ভজ্ঞানানন্দে নিমগ্ন থাকিতেন। ইনি একজন পরম রসজ্ঞ ও ভাবক ছিলেন। যে কোন নূতন গ্রন্থাদি কেহ রচনা করিয়া মহাপ্রভুর নিকটে আনিত তাহা অগ্রে ইনি পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। যদি তাহাতে কোন বিরুদ্ধভাব কিম্বা রসভাসাদি দোষ না থাকিত তাহা হইলেই তাহা মহাপ্রভুর শ্রবণযোগ্য হইত। ইনি কোন প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন কি না তাহা আমরা জ্ঞাত নহি; কিন্তু চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্য খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে ইহার যে প্রকার প্রশংসাবাদ লিখিত আছে তাহাতে বোধ হয় ইনি এক জন অবশ্যই কাব্যকলা কলাপ কুশল ছিলেন। ইনি মহাপ্রভুর লীলা-বর্ণন বিষয়ক এক কড়চা রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীসনাতন গোস্বামী ।

চৈতন্য মহাপ্রভুর সমকালবর্তী। চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে ইহার সবিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে।

হরিতক্তি বিলাস (১) ভাগবতামৃত, বৈষ্ণব তোষণী, এই সকল গ্রন্থ সনাতন গোস্বামীর বিরচিত।

(১) হরিতক্তি বিলাস গ্রন্থ প্রথমে সনাতন গোস্বামী রচনা করেন, পরে গোপাল ভট্ট গোস্বামী দ্বারা বিস্তারিত রূপে লিখিত হয়। একান্ত উক্ত গ্রন্থ গোপাল ভট্ট গোস্বামীর

“তাৎপর্যদীপিকা” নামক মেঘদূতের টীকা ও ইহার রচিত (২) ।

সনাতন গোস্বামীদিগের পূর্ববৃত্তান্ত এই প্রকার লিখিত আছে ।
ভরদ্বাজ বংশোদ্ভব শ্রীসর্ষজ্ঞ নামা কোন ব্যক্তি কর্ণাট দেশের অধিপতি
ছিলেন । তাঁহার পুত্র অনিরুদ্ধ দেব । তাঁহার দুই মহিষী ছিল । তাহাদিগের
গর্ভে যথাক্রমে রূপেশ্বর ও হরিহর নামে দুই পুত্র জন্মে । অনিরুদ্ধ দেব স্বীয় পুত্র
দ্বয়কে স্বরাজ্য বিভাগ করিয়া শ্রীবৃন্দাবন ধামে প্রস্থান করিলে পর হরিহর
তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, যিনি কেবল নানা শাস্ত্রের আলোচনায় কালযাপন
করিতেন তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া স্বয়ং তাঁহার সমস্ত সাম্রাজ্য অধিকার
করিতে লাগিলেন । রূপেশ্বর রাজ্যচ্যুত হইয়া আট জন অসারোহীকে সঙ্গে
লইয়া পূর্ব দেশে শিখরেশ্বর নামক ভূপতির রাজ্যে আসিয়া বাস করিলেন ।
কাল ক্রমে তাঁহার পদ্মনাভ নামে এক পুত্র জন্মিল । ঐ পুত্র নানাশাস্ত্র
পারদর্শী হইয়া সর্বত্র বিখ্যাত হইলেন । কিছু দিন পরে পদ্মনাভ গঙ্গাতীর
বাস করিবার বাসনায় শিখরভূমী পরিত্যাগ করিয়া নবহট্ট নামক গ্রামে
আসিয়া বসতি করিলেন । ক্রমে পদ্মনাভের অষ্টাদশ কন্যা ও পঞ্চ পুত্র
জন্মিল । ঐ পুত্রদিগের নাম, পুরুষোত্তম, জগদ্রাথ, নারায়ণ, মুরারি এবং
মুকুন্দ । ইহাদিগের মধ্যে মুকুন্দের কুমার নামে এক মাত্র পুত্র হইয়াছিল ।
তিনি কোন অনিষ্ট কারণ বশতঃ জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গদেশে
আসিয়া বসতি করিলেন । তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে তিন জন বৈষ্ণব রাজ-
চূড়ামণি বলিয়া বিখ্যাত হইলেন । তাহাদিগের নাম সনাতন, রূপ এবং
বল্লভ । ইঁহারা ভাগবৎ শাস্ত্রাদির আলোচনায় পরম ভাগবত হইয়া
উঠিলেন এবং বিষয়সক্রে বিষয়ং ত্যাগ করিয়া কেবল কৃষ্ণলীলামৃত পানে
আসক্তচিত্ত হইলেন ।

রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ । চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে সনাতন গোস্বামীর
রচিত বলিয়া লিখিত হইয়াছে, যথা—

“হরিতক্তি বিলাস আর ভাগবতামৃত ।

দশম টিপপনী আর দশম চরিত ॥

এই সব গ্রন্থ কৈলা গোসাঞি সনাতন ।”

(২) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মুদ্রিত মেঘদূতের দ্বিজাপনের ৪ পৃষ্ঠা ।

শ্রীরূপ গোস্বামী ।

ইনি সনাতন গোস্বামীর মধ্যম ভ্রাতা; যেহেতু জীব গোস্বামী লিখিয়াছেন ।

“সনাতনসমো যস্য জ্যায়ান্ শ্রীলসনাতনঃ ।

শ্রীবল্লভোহনুজো যস্য স রূপো জীবসদগতিঃ ॥”

চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যম ও অন্ত্য খণ্ডের স্থানে স্থানে ইহার চরিত্র বর্ণিত আছে। ইনি নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল রচনা করিয়াছেন :—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব, উজ্জলনীলমণি, দানকেলি কোমুদী, স্তবাবলী (ইহার মধ্যে গোবিন্দ বিরুদাবলী ও গীতাবলী প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ আছে) উৎকলিকাবল্লরী, অষ্টাদশ লীলাচ্ছন্দ, নাটক চন্দ্রিকা, লঘুভাগবতামৃত, হংসদূত, উদ্ধবসন্দেশ, পদ্মাবলী, মথুরামাহাত্ম্য এবং মুক্তাচরিত্র (১) ও গোপীপ্রেমামৃত। ইহার মধ্যে যে যে গ্রন্থের সময় নিরূপিত আছে, তাহা বিশেষ করিয়া লিখিতেছি ।

“নন্দসিন্ধুরসানেন্দু সংখ্যে সম্বৎসরে গতে ।

বিদগ্ধমাধবং নাম নাটকং গোকুলে কৃতং ॥”

“নন্দাঙ্গবেদেন্দুমিতে শকাব্দে

শুক্লশ্র মাসশ্র তিথৌ চতুর্থ্যাং ।

দিনে দিনেশশ্র হরিং প্রণম্য

সমাপয়ং ভদ্রবনে প্রবন্ধং ॥”

১৪৬৩ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের চতুর্থী তিথিতে রবিবারে ললিতমাধব নাটক রচিত হয় ।

“রামাঙ্গশক্রগণিতে শাকে গোকুলমধিষ্ঠিতেনায়ম্ ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বিটঙ্কিতঃ ক্ষুদ্ররূপেণ ॥”

(১) এ খানি বৈষ্ণবভাবগীর শেষে রূপগোস্বামীর কৃত পুস্তকাবলীর মধ্যে লিপিত নাই; কিন্তু কর্ণানন্দরসগ্রন্থের মধ্যে ইহার উল্লেখ আছে। ঐ কাব্য খানির মধ্যে জীবনাবনে মুক্তাকলোৎপত্তির বিবরণ আছে। এই মর্মে জীবুজ দুর্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য কর্তৃক “মুক্তা-লতাবলী” নামক গোড়ীয় ভাষায় একখানি পুস্তক রচিত হইয়াছে ।

১৪৬৩ শকে “ভক্তিরসামৃত সিদ্ধ” গোকুলে রচিত হয় ।

“গতে মনুশতে শাকে চন্দ্রস্বরসমম্বিতে ।

নন্দীশ্বরে নিবসতা ভাগিকেয়ং বিনিশ্চিতা ॥”

শ্রীরূপ গোস্বামী নন্দীশ্বরে বাস করিয়া ১৪৭১ শকে দানকেলিকৌমুদী নাম্নী ভাগিকা রচনা করেন এবং ঐ শকে “উৎকলিকাবল্লরী” রচিত হয়, যথা,—

“চন্দ্রাদ্রিভুবনে শাকে পৌষে গোকুলবাসিনা ।

ইয়মুৎকলিকাपूर्বা বল্লরী নিশ্চিতা ময়া ।”

পদ্মাবলীর মধ্যে ধৃত কবিদিগের নাম যাহা এই পুস্তকের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখিত না হইরাছে :—সারঙ্গ, শুভাঙ্গ, হর, দাক্ষিণাত্য, ত্রিবিষ্ণুপুরী (২) সর্বজ্ঞ, লক্ষ্মীধর, (৩) কবিরত্ন, যাদবেন্দ্রপুরী, পুরুষোত্তমদেব, ঔৎকল, সর্বানন্দ, মাধবসরস্বতী, জগন্নাথসেন, মাধব, কবিচন্দ্র, ভবানন্দ, শিরোমৌলী, শ্রীহনুমান (৪), আগম, ভুবন, শ্রীগোবিন্দমিশ্র, দীপক, কবিসার্কভোম, বনমালী, মুকুন্দভট্টাচার্য, শ্রীরাঙ্গ, শ্রীমান্, যোগেশ্বর, কেশবহৃত্তী, সর্ববিনোদ ভট্টাচার্য, চিরঞ্জীব, জয়ন্তা, সঙ্করকবিশেষ্বর, পুঙ্করঙ্গ, গোবিন্দভট্ট, দৈত্যারি-পণ্ডিত, যান্মাসিক, কবিরাজমিশ্র, স্বরূপসেন, রত্ন, বিশ্বনাথ, অঙ্গদ, বাসব, সাহর্ক, জগদানন্দ রায়, স্বর্ঘ্যদাস, চক্রপাণি, হরিহর, মাধব চক্রবর্তী, মনোহর, কর্ণপুর, বাণীবিলাস, রাগচন্দ্রদাস, যজ্ঞদাস, হরিহর, কুমার, ধন্ত, হরিভট্ট, হরি, কেশব ভট্টাচার্য, ত্রিবিক্রম, কেমেন্দ্র, ভীমভট্ট, আনন্দ, শঙ্কু, বীরসরস্বতী, অপরাঞ্জিত, নীল, শুভ, অবিলম্বসরস্বতী, যোগেশ্বর ।

(২) “বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী” ইহার রচিত। ইনি প্রথমে কাশীতে বাস করিতেন। পরে জগন্নাথ দেবের আভ্যাক্রমে শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া বাস করেন ।

(৩) অনুমান হয় ইনি ভোজরাজের পৌত্র উদয়াদিত্যের পুত্র। তাহা হইলে ইহার জীবিত সময় খ্রীঃ ১১০৪ অব্দাৎ ১০৩৬ শকে নিরূপিত হইরাছে। স্মৃতি শাস্ত্রের “কল্প-তরু” গ্রন্থ ইহার রচিত বোধ হয় ।

(৪) “হনুমান্তাবা” নামক শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্য ইহার রচিত বোধ হয় ।

প্রবোধানন্দ সরস্বতী ।

ইঁহার পূর্বনাম প্রকাশানন্দ ছিল । ইনি এক জন কাশীবাসী দণ্ডীদিগের মধ্যে প্রধান ছিলেন । ইনি প্রথমতঃ অদ্বৈতবাদীদিগের মতের অনুগত ছিলেন । পরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সহিত বিচারে পরাস্ত হইয়া বৈষ্ণবধর্ম আশ্রয় করিলেন । চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যম খণ্ডের চতুর্বিংশতি পরিচ্ছেদে ইঁহার সবিশেষ বিবরণ আছে ।

“চৈতন্য চন্দ্রামৃত” গ্রন্থ ইঁহার দ্বারা বিরচিত হয় । শ্রীশ্যামকিশোর দেব নামা এক ব্যক্তি ১৬৪৫ শকে অগ্রহায়ণ মাসে ঐ গ্রন্থের টীকা রচনা করেন, যথা,—

“শাকে বাণবিধাতৃবজ্র রসকুপ্রোক্তে সহোমাসকে
রাকায়ঃ পুরুষোত্তমে সুরগুরোরানন্দিনঃ প্রাচরৎ ।
শ্রীমচ্ছ্যামকিশোরদেবমিষতশ্চৈতন্যচন্দ্রামৃত—
গ্রন্থপ্রাকরণীস্ববোধরসিকাস্বাদিগ্ৰন্থসৌ টীকিকা ।”

গোপালভট্ট গোস্বামী ।

জ্যৈষ্ঠ দেশীয় ব্রাহ্মণ । ইঁহার পিতার নাম বেকট ভট্ট । ইনি মহাপ্রভুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করেন । চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যম খণ্ডের নবম পরিচ্ছেদে ও কর্ণানন্দরস গ্রন্থের বর্ষ নির্ঘ্যাসে ইঁহার চরিত্র বর্ণিত আছে ।

গোপাল ভট্ট গোস্বামী কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের টীকা ও বৃন্দাবনযমক গ্রন্থ রচনা করেন । তাহার মঙ্গলাচরণ শ্লোক এই :—

“চূড়াচুস্তিতচারুচন্দ্রকচমৎকারব্রজভ্রাজিতঃ
দিব্যঃ মঞ্জুমরন্দপঙ্কজমুখক্রনৃত্যাদিন্দিন্দিরং ।
রজ্যদ্যবেণুকমূলরোকবিলসম্বিস্বাধরৌষ্ঠঃ মূহঃ
শ্রীবৃন্দাবনকুঞ্জকেলিললিতঃ রাধাপ্রিয়ঃ শ্রীণয়ে ॥”

এবং

“কৃষ্ণকর্ণামৃতেহপ্যেতাং টীকাং শ্রীকৃষ্ণবল্লভাম্ ।
গোপালভট্টঃ কুরুতে জ্যৈষ্ঠাবনিনির্জরঃ ॥”

পদ্মাবলী গ্রন্থে ও তাঁহার রচিত বলিরা অনেক শ্লোক উদ্ধৃত হইরাছে ;
তন্মধ্যে এই একটি শ্লোক, যথা—

“শ্রুতমপ্যোপনিষদং দূরে হরিকথামৃতং ।

যন্ন সস্তি দ্রবচ্চিত্তকম্পাশ্রুপুলকোদগমাঃ ।”

“হরিভক্তি বিলাস” গ্রন্থেও ইঁহার রচিত বলিরা প্রকাশিত হয়। এতদ্ব্যতীত
“যট্‌সন্দর্ভ”ও ইঁহার কৃত। রাধারমণ দাস গোস্বামী কৃত ভাগবতের দীপিকা-
দীপক ব্যাখ্যানের মধ্যে একাদশ স্কন্ধের প্রথম শ্লোক “শ্রীচৈতন্তঃ প্রপঞ্চেহং
সার্থেতং রসনিত্যকং । শ্রীমদগোপাল ভট্টঞ্চ যট্‌সন্দর্ভ প্রকাশকং” ইত্যাদি।

রঘুনাথভট্ট গোস্বামী ।

ইনি কানীবাসী তপনমিশ্রের পুত্র। মহাপ্রভুর সহিত ইঁহার সম্মিলনের
কথা চৈতন্ত চরিতামৃতের অন্ত্য খণ্ডের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত আছে।

যদিও ইঁহার রচিত কোন গ্রন্থাদি আমাদের এ পর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় নাই,
তথাপি ইনি সে বিষয়ে অজ্ঞ ছিলেন, এমনত বোধ হয় না, যেহেতু চৈতন্ত
চরিতামৃতে তাঁহার এই রূপ প্রশংসা লিখিত আছে, যথা—

“সর্বশাস্ত্রে প্রবীণ কাব্যপ্রকাশ অধ্যাপক ।

পরম বৈষ্ণব রঘুনাথ উপাসক ” ॥

রঘুনাথ দাস গোস্বামী ।

ত্রিবেণীর নিকট সপ্তগ্রামে ইঁহার বসতি ছিল। ইনি ঐশ্বর্য্য ভোগ পরিত্যাগ
করিয়া বৈরাগ্য ধর্ম্ম আশ্রয় করেন। চৈতন্ত চরিতামৃতের অন্ত্য খণ্ডের ষষ্ঠ
পরিচ্ছেদে ইঁহার চরিত্র বর্ণিত আছে।

সুতাবলী, মনঃ শিক্ষাও মুক্তাচরিত্র নামক কাব্য রচনা করেন। এবং পদ্মা-
বলী গ্রন্থে ইঁহার অনেক শ্লোক দ্রুত হইরাছে ; তন্মধ্যে এই একটি :—

“কাননং ক নয়নং ক নাসিকা ক শ্রুতিঃ ক চ শিখিতি কেলিতঃ ।

তত্র তত্র নিহিতাঙ্গুলীদলো বল্লবীকুলমনন্দয়ৎ প্রভুঃ ॥”

এবং “চৈতন্ত্যবাক্যবৃক্ষ” গ্রন্থও ইঁহার রচিত । তাঁহার কতিপয় শ্লোক চৈতন্ত্য চরিতামৃতের মধ্যে মধ্যে উদ্ধৃত হইয়াছে ।

শ্রীজীব গোস্বামী ।

ইনি রূপ ও সনাতন গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং তাঁহাদিগের রচিত গ্রন্থ সকলের টীকা করিয়াছেন । জীব গোস্বামী স্বয়ংও অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে “ভাগবত সন্দর্ভ”, “গোপালচম্পু” এবং “হরিনামামৃত ব্যাকরণ” ই প্রধান ।

গোপালচম্পু গ্রন্থ ১৬৪৫ সম্বতে অর্থাৎ ১৫১০ শকে রচিত হয় । যথা—

“সংবৎ পঞ্চকবেদমোড়শযুতং শাকং দশেষেকভাগু—

জাতং তর্হি তদাখিলং বিলিখিতা গোপালচম্পুরিয়ং ।

বৃন্দাকাননমাশ্রিতেন লঘুনা জীবেন কেনাপি ত-

দ্বৃন্দাকাননমেব সংহতিকলাং ধত্তাং সমস্তাদিহ ।” ॥

জীব গোস্বামী “গোপালবিরূদাবলী” নামক অপর এক গ্রন্থ পরে রচনা করেন ।

কবি কর্ণপুর ।

ইঁহার প্রকৃত নাম পরমানন্দ দাস । চৈতন্ত্য মহাপ্রভু ইঁহাকে পুরীদাস বলিতেন । ইনি শিবানন্দ সেনের পুত্র । ১৪৪৬ শকে ইঁহার জন্ম হয় । নদীয়া জেলার অন্তঃপাতী কাঁচড়া পাড়ায় অত্য়পি ইঁহাদিগের বংশ বিদ্যমান আছে । যখন সপ্তম বর্ষীয় বালক তখন মহাপ্রভুর শ্রীচরণের বৃদ্ধান্ত্র মুখমধ্যে ধারণ করিয়া অলৌকিক কবিত্বশক্তি লাভ করেন । সেই সময়ে তিনি যে শ্লোক রচনা করিয়া পাঠ করেন তাহা এই :

“শ্রবসোঃ কুবলয়মন্তোরঞ্জনমুরসো মহেন্দ্রমণিদাম ।

বৃন্দাবনরমণীনাং মণ্ডনমখিলং হরির্জয়তি ॥”

এই শ্লোকে ব্রজাঙ্গনাদিগের কর্ণভরণের বর্ণন প্রথমে আছে এ জন্ত মহাপ্রভু

তাঁহাকে “কবিকর্ণপুর” আখ্যাতি প্রদান করেন । এ বিষয়ের বিশেষ বৃত্তান্ত চৈতন্য চরিতামৃতের অন্ত্য খণ্ডের ষোড়শ পরিচ্ছেদে লিখিত আছে ।

ইঁহার রচিত গ্রন্থ—

আর্য্যাপতক (১), চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, আনন্দবৃন্দা-
বনচম্পু, কৃষ্ণলীলোদেশদীপিকা, গৌরগণোদেশদীপিকা, অলঙ্কারকৌস্তভ ।

ইঁহার মধ্যে যে যে গ্রন্থের সময় নিরূপিত আছে, তাহা লিখিতেছি ।

১৪৬৪ শকে জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণ পক্ষের দ্বিতীয়া তিথি সোমবারে চৈতন্য
চরিতামৃত রচিত হয় ; যথা—

“বেদা রসাঃ শ্রুতয় ইন্দুরিতি প্রসিদ্ধে
শাকে তথা খলু শুচৌ স্তভগে চ মাসি ।
বারে সুধাকিরণনাম্র্যাসিতদ্বিতীয়া-
তিথ্যন্তরে পরিসমাপ্তিরভূদমুখ্য ॥”

১৪৯৪ শাকে চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক রচিত হয় ; যথা—

“শাকে চতুর্দশশতে রবিবাজিয়ুক্তে
গৌরো হরিধরগণিমণ্ডল আবিরাসীৎ ।
তন্মিংশ্চতূর্নবতিভাজি তদীয়লীলা—
গ্রন্থোহয়মাবিরভবৎ কতমশ্ব বক্তৃতাৎ ॥”

গ্রন্থকর্তা যখন গ্রন্থ রচনা করিতে আরম্ভ করেন তখন মহাপ্রভু অগ্রকট
হইয়াছিলেন । এ জন্ত স্ববকু যে প্রকার বিক্রমাদিত্যের নিমিত্ত বাসবদত্তার
প্রথমে আক্ষেপ সূচক শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, সেই প্রকার ইনি আনন্দ-
বৃন্দাবনচম্পু গ্রন্থে নিজ আক্ষেপ সূচক শ্লোক রচনা করিয়াছেন । ঐ শ্লোক
এই—

গতে স্বাভীষ্টং পদমহহ চৈতন্যভগবৎ-
পরীবারে পশ্চাদ্গতবতি চ যস্মিন্ নিজপদম্ ।

(১) এই গ্রন্থই প্রথম রচিত হয় এবং তাহার প্রথম শ্লোক উপরোক্ত “অবসোঃ কুবলয়মি-
ত্যাধি” ।

বিলুপ্তা বৈদম্বী প্রণয়রসরীতিবিগলিতা

নিরালম্বো জাতঃ সুকবিকবিতায়াঃ পরিমলঃ ॥

কেহ কেহ আনন্দ বৃন্দাবনচম্পু গ্রন্থ রূপগোবিন্দীর রচিত বলিয়া লিখিয়াছেন । কিন্তু ইহা তাঁহাদের ভ্রমমাত্র । বোধ হয় তাঁহারা ঐ গ্রন্থ অথবা গ্রন্থনয়নলিখিত শ্লোকটি না দেখিয়া থাকিবেন :—

“চৈতন্তকৃষ্ণকরুণাশ্রিতবাগ্‌বিভূতি-

স্তম্ভাত্রাজীবনধনস্ত জনস্ত পুত্রঃ ।

শ্রীনাথপাদকমলানুভূতিশুদ্ধবুদ্ধি-

চম্পুমিমাং রচিতবান্ কবিকর্ণপূরঃ ।”

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ।

ইনি রূপসনাতন প্রভৃতি গোবিন্দীগণের সমকালবর্তী ছিলেন । স্বরচিত “চৈতন্ত চরিতামৃত” নামক বঙ্গীয় ভাষায় লিখিত গ্রন্থে সে সম্বন্ধে এই প্রকার পরিচয় দিয়াছেন, যথা

“জয় জয় নিত্যানন্দ জয় কৃপাময় ।

যাহাতে পাইলু রূপ সনাতনাশ্রয় ॥

যাহা হৈতে পাইলু রঘুনাথ মহাশয় ।

যাহা হৈতে পাইলু শ্রীশ্বরূপ আশ্রয় ॥

সনাতন কৃপায় পাইলু ভক্তির সিদ্ধান্ত ।

শ্রীরূপ কৃপায় পাইলু রসভাব প্রাপ্ত ॥”

গ্রন্থকর্তা নিজ গ্রন্থে এই প্রকার শব্দ নিরূপণ করিয়াছেন, যথা,

“শাকে সিদ্ধগিবাণেন্দ্রো জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনাস্তরে ।

সূর্য্যাহ্নেহসিতপক্ষম্যাং গ্রন্থোৎসবং পূর্ণতাং গতঃ ॥”

অর্থাৎ ১৫৩৭ শকে জ্যৈষ্ঠ মাসে বৃন্দাবনে উক্ত গ্রন্থ রচিত হয় ।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ “গোবিন্দ লীলামৃত” নামক একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা

করেন ; তাহাতে তাঁহার কবিত্বশক্তির সুন্দর পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । ইহা ভিন্ন ইনি “কৃষ্ণকর্ণামৃত” গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়াছেন ; তাহার প্রথম শ্লোক এই :—

“কৃপাসুখাসরিদ্যন্ত বিশ্বমাপুরয়তাপি ।
নীচগৈব সদা ভাতি তং শ্রীচৈতন্যমাশ্রয়ে ।”

দ্বিতীয় কবিকর্ণপুর ।

ইনি বিদ্যাবিনোদ দত্ত নামক বৈদ্যাবিশারদের পুত্র । অল্পমান ১৫০০ শকের কিঞ্চিৎ পরে বর্তমান ছিলেন ।

কবিচন্দ্র । (১)

উপরি উক্ত দ্বিতীয় কবিকর্ণপুরের পুত্র । ১৫৮৩ শকে “রত্নাবলী” নামক এক বৈদ্যক গ্রন্থ রচনা করেন । তাহাতে স্বীয় বংশের ও নিবাস স্থানের এই প্রকার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন । যথা,

“আসীদৈত্ববিশারদঃ সুরধুনীতীরে সুধীরে পরে
শ্রীমদন্তকুলাজভাস্করকরো গান্ধীর্য্যধৈর্য্যাকরঃ ।
হিণ্ডীরক্ষুটপুণ্ডরীকপটলীকপূরপূরক্ষুরৎ-
কীর্ত্তিঃ কাব্যবিচারচারুচতুরো বিজ্ঞাবিনোদাস্বয়ঃ ॥
তৎসূনুঃ কবিকর্ণপূরসুকৃতি নানাগুণালঙ্কৃতি
তজ্জাতঃ কবিচন্দ্র এষ সুধিরো বৈজ্ঞানিদং যাচতে ।
নানাতন্ত্রকবীন্দ্রসংগ্রহগণং সংবীক্ষ্য যন্নিখ্যতে
তদ্রাস্তাং ভবতাং সতাং মতিমতাং ধীরাবধানচ্ছটা ॥”

(১) রত্নাবলীর পুত্র অত এক “কবিচন্দ্র” চৈতন্যসেবের সমকালবর্তী ছিলেন । চৈতন্য ভাগবতের দ্বিতীয় খণ্ডে প্রথম অধ্যায় । চৈতন্যবৃন্দ চিত্রপটে কবিচন্দ্রের নাম আছে ।

সংগৃহ্য গ্রন্থসিক্কোণ্ডরুকুলকপয়া সাররত্নানি যত্নে-
রম্যা রত্নাবলীয়াং বিমলগুণবতী গুণ্যতে হস্তাভিরেকা ।
সা সদর্শাবকীর্ণা রুচিরতরপদা সম্যগর্থৈরুপেতা
রাজ্যমাজ্জারতানাং সদসি নিবসতাং রাজতাং চারুকণ্ঠে ॥”

এবং

“গঙ্গাতরঙ্গলসদঙ্গবিহঙ্গভৃঙ্গরঙ্গক্ষুরংসততগুঞ্জিতমঞ্জুকুঞ্জে ।
দীর্ঘাঙ্গনামনগরে কৃতগুণ্যনোহয়ং গ্রন্থঃ কৃশানুবসুবাণশাক্ষশাকে ॥”
ইনি “রামচন্দ্রচম্পু” নামক অপর এক গ্রন্থও রচনা করেন ।

কবিবল্লভ । (১)

উপরোক্ত কবিচন্দ্রের পুত্র । যেহেতু উক্ত রত্নাবলী গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখিত
হইয়াছে ;—

“গ্রন্থস্য গ্রন্থনশ্রমেণ গুরুণা যন্তব্যামুদ্ভাব্যতে
তেন ব্যাধিমতাং সতাং শতশতং নশান্ত তান্তা রুজঃ ।
কিঞ্চ প্রার্থনমস্মদীয়মধিকং তেষাং প্রসাদোদয়াৎ
মৎপুত্রাঃ কবিবল্লভপ্রভৃতয়ঃ কুর্বন্ত বংশোন্নতিম্ ॥”

ঘনশ্যাম দাস ।

ইনি “গোবিন্দরতিমঞ্জরী” রচনা করেন । ইহাতে সংস্কৃত ও ভাষাতে
কুফলীলা বর্ণন বিষয়ক পদ আছে । ইনি আচার্য্যপ্রভুর কনিষ্ঠ পুত্র যতি
গোবিন্দের শিষ্য ।

“শ্রীগোবিন্দগতিং নত্বা শ্রীচৈতন্যরসপ্রদং ।

শ্রীকৃষ্ণমনুসেবেহং গোবিন্দরতিমঞ্জরীং ।

(১) “কর্ণানন্দরস” গ্রন্থে পূর্বোক্ত শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুর শিষ্যগণের মধ্যে কবিকর্ণপুর,
ও কবিবল্লভ কবিচন্দ্রের নাম উল্লেখিত আছে । ইহার তত্ত্ব্যক্তি কি না, ইহা অসঙ্গত ।

সিদ্ধুর্বিন্দুমহো প্রযচ্ছতি নহি শ্বৈরী ন ধান্নাধরঃ

সংকল্পেন বিনা দদাতি ন কদাপ্যন্নঞ্চ কল্পক্রমঃ ।

স্বচ্ছন্দোহপি বিধুঃ সুধাবিতরণে রাত্রিং দিবাপেক্ষতে

দাতা কোহপি ন দৃশ্যতে বিনিয়মঃ শ্রীগৌরচন্দ্রং বিনা ॥”

ইনি গোবিন্দ দাসের পোত্র ও বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সমকালবর্তী ছিলেন। ইহার পিতার নাম দিব্যসিংহ। উপরোক্ত “গোবিন্দ রতিমঞ্জরী” গ্রন্থের দশম শ্লোকে লিখিত আছে “শ্রীকৃষ্ণাবনকেলি-বর্ণন বিধৌ শ্রীদিব্যসিংহাশ্রয়ঃ”। এই দিব্যসিংহ কীর্তনের প্রসিদ্ধ পদকর্তা গোবিন্দ কবিরাজের পুত্র। কর্ণানন্দ রসের ষষ্ঠ নির্ঘ্যাসে এইরূপ লিখিত আছে, যথা—

“গোবিন্দের পুত্র কবিরাজ দিব্যসিংহ ।

প্রভুর (১) শ্রীপাদপদ্ম বিহ্বল মন্তভৃঙ্গ ॥”

গোবিন্দদাসের রচিত শুদ্ধ সংস্কৃত পদ্মাদি যদিও আমরা দৃষ্টিগোচর করি নাই, তথাপি তিনি যে এক জন মহানুভাবক কবিরাজ, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহার রচিত কতকগুলি পদ্ম বসন্ত রায় নামক এক ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণাবনে শ্রীজীবগোস্বামীর নিকটে উপস্থিত করাতে গোস্বামীর পার্শ্বদ বৈষ্ণবগণ তাহা পাঠ করিয়া রচনাকর্তা গোবিন্দকে কবীজ্ঞ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। কর্ণানন্দরসের ষষ্ঠ নির্ঘ্যাসে দ্রুত পত্রিকাঃ শ্লোক—

শ্রীগোবিন্দকবীন্দ্রচন্দনগিরেশচঞ্চলসস্তানিলে-

নানীতঃ কবিতাবলীপরিমলঃ কৃষ্ণেন্দুসম্বন্ধভাক্ ।

শ্রীমজ্জীবস্বরাজি পাশ্রয়জুষো ভূজান্ সমুদ্রাদয়ন্

সর্বস্যাপি চমৎকৃতিং ব্রজবনে চক্রে কিমন্যৎ পরং ॥”

বেণীদত্ত ।

ইহার পিতার নাম জগজ্জীবন। ইনি সাহাজাহান বাদসাহার সময়ে বর্তমান ছিলেন। ইনি কাব্যকর্তা ও কাব্যকর্ত্রদিগের রচিত অনেক পদ্য সংগ্রহ

(১) শ্রীনিবাসাচার্য্য প্রভুর; অর্থাৎ ইনি ঐ আচার্য্য প্রভুর পিতা।

করিয়া খৃষ্টীয় ১৬১৭ বৎসরে অর্থাৎ ১৫৩৯ শকে “পদ্মবেণী” নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন । তদ্ব্যতীত স্ববঙ্গুর রচিত বলিয়া এই শ্লোকটি উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—

“অক্ষমালাপরিভিজ্ঞা কুশাসনপরিগ্রহা ।

ব্রাহ্মী বদৌর্জনী সংসদ্বন্দনীয়া সমেখলা ॥”

এবং গৌরীর রচিত বলিয়া এই শ্লোকটি গৃহীত হইয়াছে,—

কালিন্দীয়তি কজ্জলীয়তি কলানাথাক্ষমালীয়তি

ব্যালীয়ত্যবিমণ্ডলীয়তি মুহুঃ শ্রীকণ্ঠকণ্ঠীয়তি ।

শৈবালীয়তি কোকিলীয়তি মহানীলাব্রজালীয়তি

ব্রহ্মাণ্ডে রিপুদ্রুর্য়শস্তব নৃপালঙ্কারচূড়ামণে ॥”

ইতি তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ।



অথ চতুর্থ বা অন্ত্য কাল ।

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ।

ইনি মুরশিদাবাদের নিকট সওদাবাদ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন । সার্ব্বপঞ্চদশ শকাব্দির নিকট সময়ে ইনি বর্তমান ছিলেন, এমত অনুমান হয়, যেহেতু ইনি লোকনাথ গোস্বামীর নিকটে উপদিষ্ট হন ; তৎকৃত “সার্বার্থদর্শিনী” নামী ভাগবৎ টীকায় তাহার আভাস আছে, যথা—

“প্রণম্য শ্রীশুকং ভূয়ঃ শ্রীকৃষ্ণং করুণাংবৎ ।

লোকনাথং জগচ্ছকুঃ শ্রীশুকং তমুপাশ্রয়ে ॥”

কেহ কেহ বলেন ইনি নরোত্তম ঠাকুরের ভ্রাতৃপুত্রের নিকট দীক্ষিত হন । কিন্তু এ বিষয়ের কোন প্রমাণ নাই । যাহা হউক, ঐ নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীনিবাস আচার্য্য, শ্রীমানন্দ আচার্য্য, লোকনাথ গোস্বামী, ভৃগুর্ভ গোস্বামী রামচন্দ্র কবিরাজ, এবং পদকর্ত্তা গোবিন্দ কবিরাজ, ইহারা সকলেই সমকালীন ব্যক্তি ; বৃন্দাবনে জীবগোস্বামী গোপালভট্ট গোস্বামীদিগের সহিত ইহাদিগের মধ্যে অনেকেরই সাক্ষাৎ হইয়াছিল ।

ইনি গোবিন্দলীলামৃত গ্রন্থের প্রতিক্রম কৃষ্ণলীলা বর্ণনময় “ভাবরসামৃত” নামক কাব্য গ্রন্থ, এবং “রাগরত্নচঞ্জিকা” “চমৎকারচঞ্জিকা,” “প্রেমসম্পূট,” “গৌরগণোদ্দেশচঞ্জিকা,” “সুবামৃতলহরী,” “গোপীপ্রেমামৃত,” “মাধুর্য্যকাদম্বিনী,” গোপালতাপনী প্রভৃতির ভাষ্য, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা, আনন্দবৃন্দাবন-চম্পূ টীকা প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন ।

বলদেব বিদ্যাভূষণ ।

ইনি পূর্বোক্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য, শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া গোবিন্দ দেবের ঐতিহ্য “গোবিন্দ ভাষ্য” নামক বেদান্ত সূত্রের ভাষ্য রচনা করেন । এবং রূপ গোস্বামীর কৃত গোবিন্দবিরুদাবলীর টীকা লেখেন ।

জয়পুরের রাজধানীতে পাশ্চাত্য দেশীয় পণ্ডিতদিগের সহিত বিচার করিয়া ইনি জয়লাভ করেন এবং তাহাতে গোবিন্দদেব প্রভৃতি শ্রীমুক্তির সেবা পরিচর্যায় গৌড়ীয় ব্রাহ্মণদিগের পূর্বাধি যে অধিকার ছিল, তাহা রক্ষা করেন। এতদ্ব্যতীত ইনি সেই স্থানে মহাপ্রভুর এক সেবা প্রকাশ করিয়া চৈতন্য-সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবদিগের নিকট সবিশেষ সমাদৃত হন।

ইনি রূপগোস্বামীর কৃত “উৎকলিকাবল্লরীর” যে টীকা করেন তাহা ১৬৮৬ শকে নিষ্পন্ন হয়; ঐ টীকার শেষে ইহা লিখিত আছে। অতএব বোধ হয় এই গ্রন্থ তাঁহার প্রাচীন বয়সে রচিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম ।

নবদ্বীপে ইহার নিবাস ছিল। তথাকার রাজা রামজীবনের (১) আদেশ মতে “পদাক্দূত” নামক ঋগ্‌ কাব্য রচনা করেন। ঐ কাব্য খানি ১৬৪৫ শকে বিরচিত হয়; ইহা ঐ কাব্যের শেষ শ্লোক দ্বারা ব্যক্ত হইতেছে। যথা,

“শাকে সাংকবেদযোড়শমিতে শ্রীকৃষ্ণশর্ম্মাপর্য্যন

আনন্দপ্রদনন্দনন্দনপদদম্ভারবিন্দং হৃদি ।

চক্রে কৃষ্ণপদাক্দূতরচনং বিদ্বন্মনোরঞ্জনং

শ্রীলশ্রীযুতরামজীবনমহারাজাধিরাজাদৃতঃ ॥”

শান্তিপুত্রের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি ঐ পদাক্দূতের স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র টীকা লিখিয়াছেন। নৈরায়িক পণ্ডিত মহাশয়েরা এই কাব্য খানির বিশেষ সমাদর করিয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ।

ইহার রচিত “দায়ভাগের টীকা,” “কাব্য প্রকাশের টীকা” ও “শ্রদ্ধ বিবেকের টীকা” বঙ্গদেশে অভ্যন্ত সমাদৃত। ইনি “চন্দ্রদূত” নামক এক খানি ঋগ্‌কাব্য রচনা করেন, তাহার প্রথম শ্লোক এই,—

“রামো রামাভিরামো রমিতকরভবৈরাগ্যরামাবিরাম-
স্তপ্তো মোমুহমানো ঝটিতি বিয়তি তং বীক্ষ্য চন্দ্রং তদীয়ৈঃ ।
সুরোহয়ং বা স্মরো বা স্মররিপুরপি বা স্বর্গনির্বা বিভাতি
প্রাণেশীবক্তু চন্দ্রঃ কিমু গগনচরন্তুর্কয়ামাস চৈতৎ ॥”

ইনি পদাঙ্কদূত দৃষ্ট করিয়া চন্দ্রদূত রচনা করিয়াছেন বোধ হয়, যেহেতু
চন্দ্রদূতের ৩৭ সংখ্যক শ্লোক

“ভীতিশ্চাস্তা মনসিদ্ধভবা গৎকথা বারণীয়া
শব্দেনাপি ক্ষয়মুপগতা স্তাদ্বিশেষস্ত শক্কা ।
সামগ্রী চেৎ ফলবিরহিণো নানুযোগঃ সমস্তাৎ
কো জানীতে বিধুয়িতমহাভাবমাদীশ্বরস্ত ॥”

পদাঙ্কদূতের ৩১ সংখ্যক “সামগ্রী চেরফল বিরহ ইত্যাদি শ্লোকের ঐতি
রূপ । এবং চন্দ্রদূতের ৪৩ সংখ্যক ।

“ঋত্বা ত্বতঃ সহিতবচনং যদিপৌ কাপি নাপ্তে
নান্না প্রেন্না সহজহিততা বেদনীয়া ন তৎ ।
ব্যাপ্যজ্ঞানে যদি কথমপি ব্যাপিনো ন প্রসিক্কি-
র্যাপ্যজ্ঞানং ন ভবতিতরাং ব্যাপকাভাবসিক্কৌ ॥”

এই শ্লোকটি পদাঙ্ক দূতের ২১ সংখ্যক “ব্যাপ্যজ্ঞানাবুজ্জুলভুবাং ব্যাপ-
কস্তাপি সিক্কৌ” এই শ্লোকের অপরূপ ।

লম্বোদর বৈদ্য ।

ইনি রাজা জগদুন্নভের সভাসং থাকিয়া “গোপীদূত” নামক ষণ্ড কাব্য
রচনা করেন । তাঁহার আত্মপরিচায়ক শ্লোক এই—

“আসীদভূমিপূরন্দরো নরবরঃ শ্রীরাঘবঃ স্নাতনে
খ্যাভো দেবনদীতটেহয়মকরোদীনেন শূন্তাং মহীং ।
তস্তাসৌ নৃপবাহুদেবতনয়ঃ সৎকীর্ত্তি × রাগ্রণী
স্তন্মাং শ্রীল × × × × নরপতির্জাতোজগদুন্নভঃ ॥

সোহয়ং গীর্বাণনারীগগকলিতযশোরশিরাসীনভূমী
দেবশ্রোত্যাশিষা চ স্বয়মশুভবতে তৎকলং যশ্বলভ্যম্ ।
তশ্চৈবায়ং সভাস্থোহতিনবকবিতয়া বৈত্বলস্বোদরঃ সৎ
কাব্যং ভব্যং যথাবৎ পরিণতি কুরুতে গোপিকাদূতিকাখ্যম্ ॥”

ঐ কাব্যের প্রথম শ্লোক এই—

“গতে গোপীনাথে মধুপুরমিতো গোপভবনাদ-
গতা যাবদ্ধূলী রথচরণজা নেত্রপদবীং ।
স্থিতান্তাবল্লেক্যা ইব বিরহতো দুঃখবিধুরা
নিরন্তা নিষ্পেতুঃ পথিষু শতশো গোপবনিতাঃ ॥”

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য ।

বর্তমান জেলার অন্তঃপাতি গুপ্তিপাড়া গ্রামে ইহার নিবাস ছিল । অতাপি ইহার বৃদ্ধ প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় সেই স্থানে বর্তমান আছেন ।

ইনি অতিপ্রসিদ্ধ “বিদ্যমোদতরঙ্গিনী” নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া সহস্র ব্যক্তিদিগের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছেন ।

ইহার প্রকৃত নাম স্বামদেব ; তাহা উক্ত গ্রন্থের প্রারম্ভে প্রকাশ করিয়াছেন ; যথা,—

“বিচার্য্য তারকং চক্রং পিতা মে করুণাপরঃ ।

মম্মাম রামদেবেতি কৃতবান্ নামকশ্মগি ॥”

নান্নৈব সংবোধ্য জনঃ কথায়াং

যদেতদাকারয়িতা তদাশীঃ ।

তাতাগ্রজো মামতিবৎসলস্বাৎ

চিরং চিরঞ্জীবতয়াজুহাব ॥”

ইনি কাঞ্চপগোত্রীয় ব্রাহ্মণ । ইহার পিতামহের নাম কাশীনাথ । তিনি

সামুদ্রিক বিজ্ঞান বিশেষ ব্যাপন্ন ছিলেন । তাঁহার তিন পুত্র, রাজেন্দ্র, রাঘবেন্দ্র এবং মহেশ । ঐ রাজেন্দ্র সিদ্ধান্তবাগীশের নিকট বিজ্ঞাধ্যয়ন করিয়া সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইয়াছিলেন । বিশেষতঃ কবিতা রচনা বিষয়ে তিনি এ প্রকার নিপুণ ছিলেন যে, কোন উদভট্ট কবিতার মধ্যে যতপি কোন বর্ণের হানি দেখিতেন তৎক্ষণাৎ তাহার পূরণ করিতেন এবং কেহ সমস্ত পূরণ করিতে বলিলে তৎক্ষণাৎ তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন । এই প্রকারে শত শত শ্লোক অনায়াসে রচনা করাতে লোকে ইহাকে “শতাবধান” বলিত । চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য এই শতাবধানের পুত্র । তিনি স্বকৃত গ্রন্থের প্রতি তরঙ্গের শেষে সেই পরিচয় দিয়াছেন ; যথা,—

“বৈতাঈতমতাদিনির্গয়বিধিপ্ৰোদ্ধবুদ্ধিঃ শ্রুতো

ভট্টাচার্য্যশতাবধান ইতি যো গোড়োদ্ভবোহভূৎ কবিঃ ।

বিদ্বন্মোদত্তরঙ্গিনী নমু চিরঞ্জীবেন তজ্জন্মনা

শাস্ত্রে যা রচিতোহ পূর্ত্তিমগমৎ তস্তান্তরঙ্গোহষ্টমঃ ।

চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য্য ষোড়শ শকাব্দীর কোন সময়ে বর্ত্তমান ছিলেন । ইনি রাজা যশোবন্ত সিংহের (১) আদেশে “বৃত্ত রত্নাবলী” নামে একখানি ছন্দো-গ্রন্থ রচনা করেন । তাহার একটা শ্লোক এইঃ—

“বৈরিত্রাতবিমর্দনিকৃপকৃপারামৈকবংশধ্বজ

চন্দঃশাস্ত্রবিচারপারগয়শঃকপূরপূরোজ্জ্বল ।

গৌড়শ্রীযশবন্তসিংহ নৃপতে সদত্তরত্নাবলী

বৃত্তাকর্ণনতঃ স্বকর্ণসুধয়োর্মাদুর্ধ্যামাধারয় ॥”

উহার শেষ শ্লোক এই বৈতাঈত ইত্যাদি প্রথমার্দ্ধ, “নানাশাস্ত্র বিদ তদাশ্রয় চিরঞ্জীবেন দত্তানুদে গৌরশ্রী যশবন্ত সিংহ নৃপতে ত্রীবৃত্তরত্নাবলী ॥” ইতি শেষার্দ্ধ ।

(১) ইনি রাজা গোবর্দ্ধন সিংহের পুত্র ; যেহেতু ঐ গ্রন্থে ইহাকে শ্রীগোবর্দ্ধন ভূপনন্দন বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে । এন্নার আলমগিরির ৮৮ পৃষ্ঠায় ইহার উল্লেখ আছে । যে সময়ে জজ্ঞাউদ্দীন বঙ্গদেশের নবাব ছিলেন সেই সময়ে অর্থাৎ ইংরাজী ১৭২৫ সনে শকাব্দা ১৬৪৭-৮ শকে যশোবন্ত রায় চাকি প্রদেশের দেওয়ান ছিলেন ।

চিরঞ্জীব প্রথমে “মাধবচন্দ্র” নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন। ঐ গ্রন্থ অতি-
শয় বিরল প্রচারছিল। কিন্তু সম্প্রতি “প্রত্নকল্পনন্দিনী” পত্রিকার চতুর্থ
সংখ্যাকাবধি সপ্তম সংখ্যা পর্যন্ত পত্রিকার ইহার আত্মোপাস্ত মুদ্রিত হইয়াছে।
ইহার প্রথম শ্লোক যথা,—

বিমোহতমসঃ ক্ষয়াৎ সুবিমলং প্রকাশং নয়ৎ
দয়াদ্রিমধিকোন্নতং ভুবনদাহকারি ক্ষয়ে ।
অয়ে বিলসতু ক্ষণক্ষণবিলক্ষণং তৎ সদা
সদাশিবময়ং মহৎ কিমপি ধাম মচ্চেতসি ।”

মথুরেশ ।

ইনি নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সমকালবর্তী ; অসুমান হয়
সপ্তদশ শতাব্দীতে ইনি জীবিত ছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ইহাকে “মথু-
রেশো মহাকবিঃ” বলিয়া আখ্যাতি দিয়াছিলেন।

এই প্রকার কিম্বদন্তী আছে যে এক সময়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভায়
একজন দিগ্বিজয়ী কবি অসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি রাজার সভায়
পণ্ডিতদিগের সহিত কাব্য শাস্ত্রের বিচার করিবার প্রার্থনা করিলে তাঁহার
কেহই বিচারে অগ্রসর হইতে পারিলেন না। সে সময়ে মথুরেশ নিজালয়ে
(১) ছিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় ঐ দিগ্বিজয়ীকে এক পত্র দিয়া মথুরেশের
নিকট বাইতে অনুমতি করিলেন এবং কহিলেন যে যদি আপনি মথুরেশের
নিকট হইতে জয়পত্র লিখিয়া লইয়া আসিতে পারেন, তাহা হইলেই আমার
অধিকারস্থ সমস্ত পণ্ডিতকেই আপনার জয় করা হইবে। দিগ্বিজয়ী জয়াকাজী
রাজার পত্রানুসারে গুপ্তিপাড়ার ঘাটে উত্তীর্ণ হইয়া তথা হইতে একজন
ভৃত্যকে একখানি পত্র দিয়া মথুরেশের বাটতে প্রেরণ করিলেন। ঐ পত্রে
লেখা ছিল যে আমি দিগ্বিজয়ী করি, আপনার সহিত কাব্য শাস্ত্রের বিচার
করিবার অভিলাষী হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছি ; অতএব কোন

(১) বর্তমান জেলার অন্তঃপাতী গুপ্তিপাড়াতে ইহার দিবাস ছিল।

মথুরেশ ।

সময়ে কোন স্থানে উপস্থিত হইলে আপনার সহিত সাক্ষাৎ হইতে পারে তাহা সবিশেষ লিখিবেন। মথুরেশ ঐ পত্র খানি পাঠ করিয়া ঈষদ্ধাত্ত করতঃ তৎক্ষণাৎ এই শ্লোকটি লিখিয়া পাঠাইলেন।

“বাগ্মীকেরজনি প্রকাশিতগুণা ব্যাসেন লীলাবতী
বৈদৰ্ভী কবিতা স্বয়ং বৃতবতী শ্রীকালিদাসং বরম্।

যাসূতামরসিংহশঙ্কুধনিকান্ সেয়ং জরানীরসা

শৃঙ্গালঙ্করণা শ্বলন্মূঢ়পদা কং কং ক্ষিতৌ নাশ্রিতা ॥”

কবিতা একটি নায়িকা রূপা; বাগ্মীক মুনি হইতে তাঁহার জন্ম হয়; ব্যাসের সহিত তিনি বালাক্ৰীড়া করেন। পরে যখন যৌবনাবস্থা প্রাপ্তা হন তখন কালিদাসকে বিবাহ করিয়া কালক্রমে অমরসিংহ, শঙ্কু, ধনিক প্রভৃতি পুত্রগণকে প্রসব করেন। অতএব কবিতার সঙ্গে ইহাদিগের সকলের সম্বন্ধ বিশেষ থাকিতে ইহারা সকলেই যথার্থ কবি। এক্ষণে ঐ কবিতার বৃদ্ধাবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। এক্ষণে তাঁহার আর সে রস (১) নাই; সে অলঙ্কার (২) নাই; সে প্রকার গতিভঙ্গী (৩) নাই। বল দেখি এখন তিনি কাহাকে আশ্রয় না করিয়াছেন যেহেতু তাঁহার এক্ষণে কিঞ্চিৎ মাত্র গমন করিতে হইলেও একটি সামান্ত তৃণজাতি যটিকেও অবলম্বন করিতে হয়। ইহা দ্বারা ব্যঙ্গক্রমে ইহাই বলা হইল যে কবিতা এক্ষণে তোমাকে যে আশ্রয় করিয়াছেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি?

দ্বিখিজরী ঐ পত্রখানি পাঠ করিয়া জয় পত্রের আশায় একবারে জলাঞ্জলি দিয়া তৎক্ষণাৎ প্রস্থান করিলেন।

(১) “রস” সূত্রাদি দশবিধ স্বায়ীভাব।

(২) “অলঙ্কার,” আভরণ; পক্ষে, কাব্যলোভাকর বস্তুবিশেষ।

(৩) “গতি” গমন; পক্ষে, স্থানোৎসর্গ।

ভারতচন্দ্র রায় ।

ইনি ভারতবর্ষগোষ্ঠে মুখোপাধ্যায় বংশে জন্মগ্রহণ করেন; বিষয় বিভবের প্রাধান্ত জন্ত “রায়” এবং “রাজা” উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ইহার পিতা নরেন্দ্র নারায়ণ রায় জেলা বর্ধমানের অন্তঃপাতি ভূরহট্ট পরগণার মধ্যস্থিত “পেঁড়ো” নামক স্থানে বাস করিতেন। নরেন্দ্র নারায়ণ রায়ের চারি পুত্র, জ্যেষ্ঠ চতুর্ভূজ রায়, মধ্যম অর্জুন রায়, তৃতীয় দয়্যারাম রায়, সর্বকনিষ্ঠ এই ভারতচন্দ্র রায়। ইনি ১৬৩৪ শকে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হন। বর্ধমানের বিখ্যাত ভূপতি কীর্তিচন্দ্র রায়ের মাতা বিষ্ণুকুমারী (বেসন্ কুমারী) কর্তৃক নরেন্দ্র নারায়ণ রায় রাজ্যভ্রষ্ট হন। ভারতচন্দ্র রায় নিজকৃত গোড়ীয় ভাষায় রসমঞ্জরীতে তাহার কিঞ্চিৎ উল্লেখ করিয়াছেন, যথা—রাজবল্লভের কার্য্য, কীর্তিচন্দ্র নিল রাজ্য” ইত্যাদি।

ভারতচন্দ্র রায় রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া নবদ্বীপাধিপতি দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য চক্ৰবর্ত্ত্য রায় মহারাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি উক্ত রাজার আদেশানুসারে “রসমঞ্জরী” ও “অন্নদামঙ্গল বিজ্ঞানসুন্দর” নামক দুই খানি প্রসিদ্ধ গোড়ীয় ভাষার পুস্তক রচনা করেন। যদি ও ঐ দুই ভাষা পুস্তকের কোন কথা লেখা আমাদিগের উদ্দেশ্য নহে, তথাপি উক্ত কবির জীবিত সময় নিরূপণ জন্ত লেখা যাইতেছে যে ১৬৭৪ শকে তাঁহার “অন্নদামঙ্গল” পুস্তক সম্পূর্ণ হয়; যথা—অন্নদামঙ্গলের শেষে :—

“বেদ লইয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।

এই শকে এই গ্রন্থ ভারত রচিলা ॥”

ইহলোক হইতে অবস্থত হওনের কিছু দিন পূর্বে ভারতচন্দ্র রায় সংস্কৃত নাটকের পদ্ধতিক্রমে “চণ্ডীনাটক” নামে এক গ্রন্থ রচনা আরম্ভ করেন, কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে ঐ গ্রন্থখানি তিনি সম্পূর্ণ করিয়া বাইতে পারেন নাই। সংস্কৃত ও প্রাকৃত উভয় ভাষার সংস্কৃত নাটক লিখিত হইয়া থাকে; কিন্তু ইনি একটা নূতন রীতি অবলম্বন করিয়া প্রাকৃত ভাষার পরিবর্তে তত্তৎস্থানে হিন্দীভাষার ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই কবিবরের সংস্কৃত

বৈদ্যনাথ দ্বিজ ।

ইনি ১৭০৬ শকে “তুলসীদূত” নামে এক খণ্ড কাব্য রচনা করেন, যথা—

শাকে তর্কনভোহয়েন্দুগণিতে শ্রীবৈষ্ণুনাথো দ্বিজো

গোপীকৈরবকাননপ্রিয়কলানাথাজি পাথোরুহং ।

ধ্যায়ংস্তুচ্চরণারবিন্দরসিকঃ প্রজ্ঞাবতাং প্রীতয়ে

প্রীত্যৈ তস্য চকার চারু তুলসীদূতাখ্যাকাব্যং মহৎ ॥”

ঐ কাব্যের প্রথম শ্লোক এই,—

নাথে যাতে মধুপুরমতিক্রোভবিভ্রষ্টচিত্তা

গোপী কাচিৎ কলয়তি সখীরন্তরঙ্গাঃ সমীপে ।

প্রাণত্যাগাদতিগুরুতরে তস্য বন্ধোর্বিয়োগে

কেন স্বেয়ং মুহুরিতি বচো ব্যাকুলং সা বভাষে ।’

জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ।

১১০২ শকে ইহার জন্ম হয়। ইহার উপাধি ছিল “সেহার বক্স”; ঐ উপাধি সেরাজউদ্দৌলার দত্ত ।

মাধব ।

ইনি “উদ্ধবদূত” নামক খণ্ডকাব্য রচনা করেন; তাহার প্রথম শ্লোক এই:—

“গোপীবন্ধোরনবধিকৃপাদাক্ষ্যদাক্ষিণ্যসিক্কো-

রাদেশেন প্রণয়পটুনা প্রাপিতং গোকুলায় ।

গোধুগ্ৰহ্মবাসনবিসরালোকদুঃস্থং রহস্থং

মধ্যেকৃত্য প্রিয়সহচরীমুজ্জ্বলং কাচিদূচে ॥”

ইনি কোন সময়ে বর্তমান ছিলেন তাহার কিছু নির্দেশ করেন নাই। কেবল গ্রন্থের শেষে এইমাত্র লেখা আছে,—

নানারামপ্রণয়িষু মনঃসঙ্গসৌভাগ্যভাজা
জাড্যাপায়ে সুরভিসময়স্থায়িনা মাধবেন ।
রাধাবন্ধোরুপকৃতমিতি প্রেমমাধবীকমেত-
ন্নিবিঘ্নেন শ্রবণপুটকৈঃ পুণ্যবন্তঃ পিবন্তু ॥”

এবং ইতিতালিতনগরনিবাসিশ্রীমাধবকবীন্দ্রভট্টাচার্য্যাবিরচিতমুদ্রবদন্তং খণ্ড-
কাব্যং সম্পূর্ণং ।”

রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি ।

ইনি শাস্তিপুরের গোস্বামী ভট্টাচার্য্য নামে বিখ্যাত । যদিও ইনি কেবল
জ্ঞান, স্মৃতি ও পুরাণাদি প্রভৃতি শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, কাব্যংশে তাদৃশ
বিখ্যাত ছিলেন না, তথাপি পদারবুদ্বয়ের টীকা প্রভৃতি বাহ্য রচনা করিয়াছেন
তাহা দৃষ্ট করিলে ইহঁাকে কবিশ্রেণীর মধ্যে গণনা করিতে হয় । ইনি শকাব্দ
১৭৩৭ পর্য্যন্ত জীবিত ছিলেন ।

শ্রীশঙ্কর ।

ইহঁার উপাধি “বৈষ্ণবচন্দ্র” ছিল । ইনি নদীয়ার রাজসভার বৈষ্ণব ছিলেন,
এবং “বৈষ্ণবচন্দ্র” উপাধি রাজা জৈশ্বরচন্দ্র প্রদান করেন । ইহঁার নিবাস নদীয়া
জেলায় অন্তঃপাতি নবলা গ্রামে ছিল । কবিতা রচনায় ইহঁার বিশেষ পার-
দর্শিতা ছিল । দৃষ্টান্ত স্বরূপ নিম্নে তাহার একটা উদাহরণ দেওয়া গেল ।

কোন সময়ে তিনি রাজা জৈশ্বরচন্দ্রের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্ব্বক নবলা
গ্রামে নিজ বাটিতে বাস করিতেছিলেন । ঐ সময়ে রাজা তাহার নিকট এক
পত্র সহ মুদ্রা ও কমলা লেবু প্রেরণ করেন । ঐ পত্র সহ মুদ্রা ও কমলা লেবু
প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ নিম্নলিখিত শ্লোকটি রচনা করিয়া রাজার নিকট
পাঠাইয়াছিলেন, যথা—

“পবিত্রকমলাসঙ্গা সমুদ্রানুগ্রহপ্রদা ।

শঙ্করশ্রোতমাস্তদ্বা গঙ্গেব তব পত্রিকা ।”

ইতি চতুর্থ পরিচ্ছেদ সমাপ্ত ।

আধুনিক ।

“আধুনিক” এই শব্দটা শুনিবামাত্র সকলেরই হেরজান হইয়া থাকে । তাহার কারণ এই ; পুরোক্ষ, অর্থাৎ দেশ, কাল দ্বারা ব্যবস্থিতবস্তুর প্রতি লোকের স্বভাবতঃ যে প্রকার অনুরাগ আছে, প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ তদুভয় দ্বারা সন্নিহিত বস্তুর প্রতি তাদৃশ জন্মে না । একত্র দৃষ্টান্ত শতকের মধ্যেও উক্ত হইয়াছে :—

নিকটস্থং গরীয়াংসমপি লোকো ন মন্যতে ।”

এবং ইহাও সম্ভবপর বটে যে, সকল বিষয়েরই যথাক্রমে উন্নতি ও অবনতি হইয়া থাকে ; একত্র এক্ষণে কাব্যকলাপ কৌশলের ক্রমশঃ হ্রাসাবস্থার প্রাপ্তি হইতেছে স্বীকার করিতে হইবে । যাহা হউক, তথাপি সহৃদয় মহোদয় ব্যক্তি সমুদয়ের নিকট দোষ গুণের যথার্থ বিচারই হইয়া থাকে, তাঁহারা কখন আধুনিক নাম শুনিবামাত্র কর্ণকুহরে করদ্বয় প্রদান করেন না । অতএব কতকগুলি আধুনিক কবিদিগের নামও লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম । ইহা দ্বারা প্রথমতঃ আধুনিক কবিদিগের মনে উৎসাহ প্রদান করা, দ্বিতীয়তঃ বর্তমান এবং ভাবী কবিদিগের নাম ও সময় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার রীতি প্রচলিত করা, এই দুইটি প্রধান কার্যের সাধন হইবে ।

শ্রীযুক্ত (১) কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য ।

নদীয়া জেলার অন্তঃপাতি হলদা মহিষপুর ইহার নিবাস স্থল । ইনি কাব্য-কখনজ্ঞে যে ব্যাকরণ প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয় ।

(১) বাঁহারা এ পর্যন্ত জীবিত আছেন, তাঁহাদিগের নামের পূর্বে “শ্রী” শব্দ আরোপ করা গেল ইতি প্রস্তাব । ১২৮০ সালের ভাদ্র মাসে গ্রন্থকারের মৃত্যু হয় । প্রকাশক ।

রাঘবপাণ্ডবীরের মধ্যে লিখিত হইয়াছে যে,

“সুবন্ধুর্বাণভট্টশচ কবিরাজ ইতি ত্রয়ঃ ।

বক্রোক্তিভঙ্গিনিপুণাশ্চতুর্থো বিজ্ঞাতে ন বা” ॥

সুবন্ধু, বাণভট্ট এবং কবিরাজ এই তিন জনই বক্রোক্তি ভঙ্গবী রচণায় নিপুণ ; এতাদৃশ চতুর্থ ব্যক্তি আছে কি না সন্দেহ । আমাদের এই ভট্টাচার্য্য মহাশয়কেই সেই চতুর্থ ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করিতে হয় । যদি ইদানীন্তন কালে আমাদের দেশে সংস্কৃত ভাষার যথোচিত সমাদর থাকিত তাহা হইলে এই ব্যাকরণ খানি সর্বত্র প্রচার হইত । কিন্তু দেশের হৃদ্যাগ্রমে তাহার বিপরীত ঘটনা হওয়ার ঐ ব্যাকরণ খানি এমনি বিরল প্রচার হইয়াছে যে অনেকে ইহার নামও অবগত নহেন ।

রচনার কৌশল প্রদর্শন জন্ত ঐ ব্যাকরণের একটি সামান্য পদ্য এই স্থানে উদ্ধৃত করিতেছি ।

“মুক্তহেতোঃ পরেশশেচদ্বিতীয়ো বর্গ ইজ্ঞাতে ।

যথা রত্নাকরাচ্ছক্তিলোভান্মগ্না হি বক্তিতঃ ॥”

ব্যাকরণ পক্ষে (১) ।

হে মুক্ত! (ছাত্রের প্রতি সম্বোধনবাক্য), তোঃ পরে (তবর্গের পর) যদি শ থাকে, তবে দ্বিতীয় বর্গকে (চবর্গকে) ইচ্ছা করিও (অর্থাৎ ত বর্গের স্থানে চ বর্গ হয়) ; উদাহরণ যথা, রত্নাকরাৎ—শক্তি ; এ স্থলে ত স্থানে চ হইয়া “রত্নাকরাচ্ছক্তি” হইল ।

কাব্য পক্ষে ।

মুক্তহেতোঃ (মুক্তির হেতু স্বরূপ) পরেশঃ (পরমেশ্বর হইতে) যদি দ্বিতীয় বর্গকে (অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, এই চতুর্ভবের মধ্যে অর্থকে) প্রার্থনা করা যায়, তাহা হইলে যেন রত্নাকর হইতে শক্তি পাইবার লোভ

(১) বাঁহারা মুক্তবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারা ঐ ব্যাকরণের “তুচ্ছভিত্তিশাৎ” এই পূত্র প্রণয়ন করিল ।

করিয়া রত্নেতে বঞ্চিত হইতে হয়। তাৎপর্য্য এই, মোক্ষপ্রদ পরমেশ্বরের নিকট তুচ্ছ অর্থের প্রার্থনা করা অনুচিত।

এই ভট্টচার্য্য মহাশয় “নাট্যপরিশিষ্ট” নামক যে এক খণ্ডব্যাকরণ মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে আপনাকে নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ শ্রীচন্দ্র রায়ের সভাসদ বলিয়া লিখিয়াছেন। ১৭৬০ শকে ঐ গ্রন্থ রচিত হয়। ঐ নাটকের প্রস্তাবনাতে নিজপরিচয় এইরূপ প্রদান করিয়াছেন, যথা,

“গুড়গ্রামিমণ্ডলেশ্বরচতুধুরিণা মহেশপুরনামকবিষয়নিবাসিনা
নবদ্বীপাধিপতেঃ শ্রীযুতশ্রীশচন্দ্রনৃপতেঃ সভৈকরত্নেন শ্রীমতা কৃষ্ণা-
নন্দভট্টাচার্য্যেণ ইত্যাদি ॥

উক্ত ব্যাকরণ ভিন্ন গ্রন্থ ও স্থিতি প্রভৃতি অন্যান্য শাস্ত্রের কয়েক খানি গ্রন্থ লিখিয়াছেন এবং বিবিধবিদ্যোৎসাহী নিখিলগুণগ্রাহী পণ্ডিতবর শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া পণ্ডে “শব্দশক্তিপ্রকাশিকার পরিশিষ্ট” নামক এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থ খানি ১২১২ সন্বতে ১৭৭৭ শকে মুদ্রিত হয়; পূর্বোক্ত ব্যাকরণ খানি ইহার বহুদিন পূর্বে রচিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ।

ইনি কলিকাতার মধ্যে একজন প্রধান পণ্ডিত ও কবি বলিয়া বিখ্যাত। জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রতিক্রম হরগৌরী লীলা বিষয়ক “সঙ্গীতগৌরীশ্বর” নামক এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। তাহার প্রথম শ্লোক এই:—

আধারাদিশিরোগতাস্মুজ্জলসংসংকর্ণিকাসুজ্জ্বলা
তা(?)মুদ্রুতপৃথকতনু বিহরতঃ সর্ব্বাসু-বাসুজ্জলো ।
নিত্যানন্দবনে নিয়ায় জগতামেকাঙ্কনঃ স্বেচ্ছয়া
গৌরীশঙ্করবোধিধা গতবতোঃ ক্রীড়া জয়হির্কদা ।”

এই পুস্তক খানি ১৭৭২ শকে মুদ্রিত হয়।

৬ প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ ।

কলিকাতার সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ইহার নিবাস রাঢ়দেশে। ইং ১৮০৬ সালে অর্থাৎ ১২০০ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। ইহার পূর্ব পুরুষ সর্বেশ্বর নামা এক ব্যক্তি অবসথ যজ্ঞকারী ছিলেন। তদ্বিষয়ে এই শ্লোক আছে, যথা—

“নাম্না সর্বেশ্বরঃ প্রোক্তো দানৈঃ কল্পমহীকহঃ।

অবসথীতি বিখ্যাতো মন্ত্রেহবসথপালনাৎ॥”

এই সর্বেশ্বরের সন্তানগণের মধ্যে রামচরণ নামক এক ব্যক্তি সাহিত্যদর্পণের টীকা করেন। প্রেমচন্দ্র প্রথম বয়সে চতুষ্পাঠীতে বিজ্ঞাত্যাস করিয়া পরে একুশ বৎসর বয়ঃক্রমের সময়ে কলিকাতার সংস্কৃত বিদ্যালয়ের মন্দিরে শ্রীযুক্ত নাথুরাম শাস্ত্রীর নিকটে অলঙ্কার শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বত্রিশ বৎসর বয়ঃক্রম সময়ে উক্ত বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধারক শ্রীযুক্ত উইললন সাহেবের সহায়তা ক্রমে ঐ বিদ্যালয়ের আলঙ্কারিক অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হইয়া ক্রমাগত বত্রিশ বৎসর বাবৎ প্রশংসার সহিত স্বীয় কার্য্য নিৰ্ব্বাহ করেন। পরে নিজ জন্মকোষ্ঠীর গণনা দৃষ্টে নিজ মৃত্যুকাল সন্নিহিত বিবেচনা করিয়া বিমুক্তিধামকাশীতে গমন করেন এবং তথায় কিয়ৎকাল বাস করিয়া ১২৭৩ সালের ১২ই চৈত্র তারিখে মুক্তি প্রাপ্ত হন।

ইহার তুলা আলঙ্কারিক পণ্ডিত এই বঙ্গদেশের মধ্যে অধুনা বর্তমান আছে কি না সন্দেহ। রসগঙ্গাধর প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়া ইনি এক খানি অলঙ্কার গ্রন্থ লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; কিন্তু এ দেশস্থ লোকের গ্রন্থের প্রতি অনুরাগ না থাকাতে তাহাতে ভগ্নোৎসাহ হইয়া ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। ইনি কুমারসম্ভবের উত্তর ভাগের টীকা লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহাও সম্পূর্ণ হয় নাই। ঐ টীকার প্রথমে মঙ্গলাচরণের শ্লোক দ্বয় দ্বারা রচনা করিয়াছেন তাহা সাধারণের গোচরার্থ এই স্থানে উদ্ধৃত করিলাম; যথা—

“চাপল্যাদিহ যঃ সদান্মি বিধুরা যাস্তামি তাতালয়ঃ

ভাতন্তে জনয়ত্রি কঃ স চ মহানীশো গিরীশাঃ হি যঃ।

মাতঙ্গ্যঃ কিমহো গিরীশদুহিতেত্যাভাষমাণে গুহে
 প্রোক্ষ্মীলৎস্মিতমুন্ধনত্রবদনা গৌরী চিরং পাতু বঃ ॥
 নন্দিমেষ বুভুক্ষিতো বৃষপতির্ভৃঙ্গিম ভঙ্গান্তি মে
 ভ্রাতঃ পন্নগরাজ বন্ধুষু ভবামুৎকঠিতো লক্ষ্যতে ।
 ইত্যেতাংশ্চলতো বহির্গময়িতুং বন্ধাদরো ব্যাহরন্
 দৃষ্টঃ সস্মিতলজ্জমদ্রিস্ততয়া শস্তু শ্চিরং পাতু বঃ ।”

ইহা ভিন্ন পূর্বনৈষধ, রাঘবপাণ্ডবীয়, অনর্ঘরাঘব, উত্তররামচরিত, মুকুন্দমুক্তাবলী প্রভৃতি নানা গ্রন্থের টীকা রচনা করিয়া সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন ।

এই প্রস্তাবিত কবিচূড়ামণি মহাশয় রাঘবপাণ্ডবীয় টীকার ভূমিকাতে স্বীয় পরিচয় বিস্তারিত রূপে দিয়াছেন । তাহাতে জানা যাইতেছে যে রাঢ়প্রদেশে বর্জমানের অন্তঃপাতি শাকরাঁরা গ্রামে ইহার বাসস্থান । ইনি কাশ্যপ গোত্রজ দ্বিজ রামনারায়ণের পুত্র । ইনি ১৭৭৫ শকে রাঘবপাণ্ডবীয় টীকা প্রস্তুত করেন ; যথা,

“শাকে সাযকসপ্তিশৈলকুমিতে বর্ষেহতিহর্ষপ্রদাঃ
 চক্রে রাঘবপাণ্ডবীয়বিসৃতিং শ্রীপ্রেমচন্দ্রো দ্বিজঃ ।”

শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ।

ইনি উক্ত সংস্কৃত কলেজের দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক । ইহার দর্শন শাস্ত্রে যে কি প্রকার ব্যুৎপত্তি তাহা কথাদ্বন্দ্ব বিবৃতিতে প্রদর্শন করিয়াছেন । ঐ বিবৃতির মধ্যে প্রতি আত্মিকের প্রথমে যে এক একটা যজ্ঞলাচরণ শ্লোক রচনা করিয়া দিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে ইহার কবিত্ব শক্তিকেও ধন্যবাদ করিতে হয় । যথা—

“যঃ শঙ্করোহপি প্রণয়ং করোতি
 স্বাপ্নুস্তথা যঃ পরপুরুষোহপি ।

উমাগৃহীতোহপ্যমুমাগৃহীতঃ

পায়াদপায়াং স হি নঃ স্বয়ন্তুঃ ॥

অথবা

উৎপত্তিস্থিতিসংক্ৰান্তীর্বিভিন্মুতে বিশ্বস্ত যঃ স্বেচ্ছয়া

তদ্বিকৃত্য পরিস্ফুরন্নপি ন যঃ প্রাজ্ঞেতরৈর্জ্ঞায়তে ।

যন্তব্যং বিদুষাং ন সংস্ফতিসরিৎপূরে পুনর্মজ্জনং

সোহয়ং বঃ স্থিরভক্তিবোগমূলভো ভূয়াদ্ভবো ভূতয়ে ।”

গ্রন্থের শেষে স্বীয় নিবাস স্থল বড়ুয়া গ্রামের এই প্রকার বর্ণনা করিয়াছেন—

“কালীপীঠোপকণ্ঠস্থলমিলিতবপুর্ফালিগঞ্জপ্রতীচ্যা-

মান্তে শতৈর্বিজ্যোতৈঃ প্রথিততমতমূর্যা পুরী পণ্ডিতাঢ্যা ।

বড়ুয়াসংজ্ঞাভিষঙ্গা কলিতকূলচতুঃসাগরীরত্নপূর্নৈঃ

সাবর্নৈঃ স্থাপিতোহভূদতিবিমলমতির্ষত্রতস্তত্র পূর্বম্ ।”

এতদ্ভিন্ন “চামুণ্ডাশতক” নামে এক খানি যে খণ্ডকাব্য রচনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে ইহার কবিত্ব শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় । যদিও ঐ কাব্যখানি তাহার কণ্ঠাবস্তার রচিত হইয়াছে বটে, তথাপি ভাব ও অলঙ্কারাদির পারিপাট্য বিষয়ে কিছুমাত্র ক্রটি দেখা যায় না । তাহার প্রথম শ্লোক এই,—

“যেবাং পুণ্যমগণ্যমশ্রুজননশ্রেণীকৃতং জন্ততে

ধন্যাস্তে পদপঙ্কজাস্তুররজো ধ্যায়ন্তি বিন্দন্তি তে ।

ন প্রাচীনমণুপ্রমাণমথবা পুণ্যং নবীনং ন মে

চামুণ্ডে নরমুণ্ডমালিনি মম ক্রেশাবলীঃ খণ্ডয় ।

এই কাব্য খানি ১৭৮৮ শকে চৈত্র মাসে রচিত হইয়াছে যথা

দস্তিদস্তাবলাদ্রীন্দুপ্রমিতে শকভূগতেঃ ।

অক্কে মাসি মর্থো স্তোত্রং সমাপ্তিমিদমাগমৎ ।”

শ্রীযুক্ত ভরতচন্দ্র শিরোমণি ।

ইনি উক্ত সংস্কৃত কলেজের স্মৃতি শাস্ত্রের অধ্যাপক । “বিষ্ণুদিস্তোত্র” নামক এক খানি কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন । এতদ্ভিন্ন দত্তকমীমাংসা ও দত্তকচন্দ্রিকার টীকা প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ ইহা কর্তৃক বিরচিত হইয়াছে ।

শ্রীযুক্ত মহেশ চন্দ্র ন্যায়রত্ন ।

ইনি মণ্ডলঘাট পরগণার অন্তঃপাতি নারিট গ্রামবাসি ভট্টাচার্য্য গোষ্ঠীসম্বৃত্ত কলিকাতার শোভাবাজারস্থ রাজবাটীর সভাপণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ তর্ক-সিদ্ধান্ত মহাশয়ের পুত্র । ইহার যে প্রকার গুণগরিমার মহিমা তাহা শ্রীযুক্ত জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কর্তৃক বাঙ্গালা ভাষায় সঙ্কলিত সর্কদর্শন সংগ্রহের ভূমিকার ৪ পৃষ্ঠা অবধি পাঠ করিলেই ব্যক্ত হইবে ।

ইনি সংস্কৃতকলেজের প্রধানাধ্যক্ষ এবং সংস্কৃত কবি শ্রীযুক্ত কাউএল সাহেবের আদেশ ক্রমে কুম্ভমাঞ্জলির তাৎপর্য্য বিবরণ সঙ্কলন করেন এবং কাব্যপ্রকাশের সংক্ষিপ্তার্থ প্রকাশ করেন । ইনি সম্ভ্রতি সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার শাস্ত্রের অধ্যাপকতা কার্য্য সুচারুরূপে নির্বাহ করিতেছেন । অতএব ইহাকেও কবিশ্রেণীতে পরিগণিত করা গেল ।

শ্রীযুক্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি ।

ইনি উক্ত সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অধ্যাপক । “শকার্থরত্ন” নামে এক গ্রন্থ রচনা করিয়া ১২০৮ সম্বতে ১৭৭৩ শকে (১) মুদ্রিত করিয়া প্রকাশ করেন ; তাহার প্রথম শ্লোক এই—

“অতিবাপ্ত জগদ্বন্দ্যাং দেবীং বাচামধীশ্বরীং ।

শকার্থরত্নং ক্রিয়তে শ্রীতারানাথশর্ম্মণা ॥”

(১) ঐ গ্রন্থের শেষে ঐ শ্লোক নিরূপিত হইয়াছে, যথা,

“শাকে রামাধবাহেন্দ্রমানে সিংহগতে রবৌ ।

শকার্থরত্নং সম্পূর্ণং তারানাথবিনির্দিতং ॥”

অর্থাৎ, ১৭৭৩ শকের ভাদ্র মাসে তারানাথ রচিত শকার্থরত্ন গ্রন্থ সম্পূর্ণ হয় ।

ইনি ঐ গ্রন্থের মুখবন্ধে যে কয়েকটা পত্র লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে ইহার কবিত্বরচনা শক্তির বিলক্ষণ উপলব্ধি হইতে পারে ।

বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতি অধিকাগ্রামে ইহার নিবাস স্থল । ইনি বেদান্তাদি সৰ্বশাস্ত্রেই বিশেষ পারদর্শী ।

শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রপাল স্মৃতিরত্ন ।

ইনি কলিকাতার শোভাবাজার নিবাসী বিবিধ বিজ্ঞাবিজ্ঞোহিত অশ্লিল গুণগণালঙ্কৃত শ্রীযুক্ত রাজা রাধাকান্ত দেবের গুণ বর্ণনাময় “রাধাকান্তচম্পুঃ” নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন ; তাহার প্রথম শ্লোক এই—

“বন্দে হেরম্বপাদানুজযুগমমরন্তোমসংপূজ্যমানং
সংসারাক্রিপ্রয়াণাতরমিহ পরতঃ শৈবলোকাপ্তিবীজং ।
স্নিগ্ধস্বাস্তাক্ষকারাহরকরনিকরং দানবৈবৰ্দ্ধনীয়ং
সর্বব্রহ্মোদামরোচির্বিনিহততিমিরং বিঘ্ননাশাগ্নিরূপং ॥”

গ্রন্থের শেষে স্বীয় পরিচয় এই প্রকারে দিয়াছেন ।

“ইতি মহামহোপাধ্যায়মহারাজাধিরাজসভাস্থারবরশ্রীযুক্তকান্তিচন্দ্র সিদ্ধান্ত শেখরভট্টাচার্য্যমহাশরায়জ্ঞ শ্রীক্ষেত্রপালভট্টাচার্য্যবিরচিতা রাধাকান্তচম্পুঃ সমাপ্তা ।” ইনি বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতি গুপ্তিপাড়া নিবাসী ৬ বাৎসর্য্য বিভাগকারের বংশ সম্বৃত প্রভূতগুণগোরবশালী চতুর্ভূজ জায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্র ।

১৭৭৫ শকে উক্ত গ্রন্থ খানি রচিত হইয়া ১৭৮০ শকে মুদ্রিত হয় ।

বাবু নীলরত্ন হালদার ।

কলিকাতার সন্নিহিত চুঁচুড়া গ্রামে তাঁহার পূর্বনিবাস । ইনি নানা ভাষায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন ; “বহুদর্শন” নামক পুস্তক বাহা তিনি সংগৃহীত করিয়াছেন তাহাই ইহার প্রমাণ স্বরূপ । এতদ্ব্যতীত গ্রীষ্মভাগবতের শ্রুত্যাখ্যায়ের ও

সপ্তশতী চণ্ডীর অন্তর্গত শক্রাদিশ্রুতির অনুবাদ করেন এবং “শ্রুতিগানরত্ন” ও “পার্কীতীগীতরত্ন” নামে দুই গ্রন্থ রচনা করেন। এতদ্ভিন্ন ইনি ভগবদ্গীতার অনুবাদময় “গীতাগীতরত্ন” নামক গ্রন্থের রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সকল গ্রন্থের রচনা দৃষ্ট করিলে তাঁহাকে এক জন সুকবি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়। “শ্রুতিগানরত্ন” ১৭৭৫ শকে মুদ্রিত হয়। তাহার প্রথম সঙ্গীত এই—

“নহা শ্রীধরসুবিমলচরণং । দৃক্ষ্য শ্রীধরটীকাবাচনং ।” ইত্যাদি ।
 “জয় নারায়ণ করুণামিস্কো । জয় জয় কৃষ্ণ পতিতজনবন্ধো” ইত্যাদি
 ধ্রুবপদের। “পার্কীতীগীতরত্ন” ১৭৭৬ শকে মুদ্রিত হয়; তাহার ধ্রুবপদ এইঃ—
 “জয় নারায়ণি জয় জয় দুর্গে । জয় পার্কীতি মাসিদ (?) সুহুর্গে” ইত্যাদি ।

বাবু বিশ্বম্ভর পানি ।

ইনি জিলা হুগলির অন্তঃপাতী সেনহাট গ্রামে ১৭০৭ শকে জন্মগ্রহণ করিয়া মানব দেহের সাফল্য সাধন করতঃ ১৭৭৬ শকের আষাঢ় মাসের সপ্তবিংশ দিবসে কলিকাতা নগরে দেহযাত্রা সম্বরণ করেন ।

ইনি ১৭৩১ শকে বাঙ্গালা ভাষায় “জগন্নাথমঙ্গল” নামক গ্রন্থ রচনা করেন। পরে অল্পকাল মধ্যে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া “বৃন্দাবনপ্রাপ্ত্যাপার”, “প্রেমসম্পূট”, “ভক্তরত্নমালা” ও “কন্দর্পকৌমুদী” (১)। এই কয়েকখানি সংস্কৃত গ্রন্থ ভাষায় অনুবাদ করেন এবং মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত রচনা ও সন্নিবেশিত করিয়াছেন। পরে স্বয়ং সংস্কৃত কবিতা রচনার পারগ হইয়া “সঙ্গীতমাধব” নামক একখানি কৃষ্ণলীলা বর্ণনময় গ্রন্থ রচনা করিয়া খ্যাত মনোহরীষ্ট সিদ্ধ করেন। এই গ্রন্থখানি “গোবিন্দলীলামৃত” গ্রন্থের অনুরূপ; কিন্তু ইহাতে সঙ্গীতও আছে, এজন্য ইহার নাম “সঙ্গীতমাধব” হইয়াছে।

(১) “বৃন্দাবনপ্রাপ্ত্যাপার” পদ্মপুরাণের অন্তর্গত পাতাল ধওর অনুবাদ; “প্রেমসম্পূট” বিদ্যনাথ চন্দ্রভট্টর প্রণীত পুস্তকের অনুবাদ; “ভক্তরত্নমালা” বানী গ্রন্থ হইতে ভক্তগণের চরিত্র আহরণ পূর্বক সংকলিত; “কন্দর্পকৌমুদী”, আদি বসন্তর কাব্য ।

ঐ গ্রন্থের প্রথম শ্লোক এই—

“শ্রীগুরুং করুণাসিদ্ধং সর্বশক্তিপ্রদং বিভুং ।

তত্ত্বাতীতং সর্বতত্ত্বস্বরূপং প্রণমাম্যহং ॥”

এই গ্রন্থখানি ১৭৬৯ শকে প্রস্তুত হইয়া, যথা—

“শাকে গ্রন্থত্বর্নবরোহিণীশে

শ্রীরাধিকাজন্মদিনেহতিপুণ্যে ।

হীনেন বিশ্বস্তরদাসকেন

সংবর্ণিতোহভূদতিযত্নতো বৈ ॥”

অর্থাৎ ।

১৭৬৯ শকে রাধাষ্টমীর দিবসে বিশ্বস্তর দাস কর্তৃক সংবর্ণিত হয়) ১৭৮২ শকে মুদ্রিত হয় ।

কবিকেশরী ।

এই গ্রন্থকর্তার নাম ধাম প্রকাশ নাই, কেবল উল্লেখিত উপাধি দ্বারাই প্রসিদ্ধ । ইনি তোটকচ্ছন্দে “হরিকেলিকলাবতী” নামে কৃষ্ণলীলা বিয়য়ক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন । ঐ গ্রন্থ খানি শ্রীযুক্ত ভীমলোচন সান্নাালের আদেশ ক্রমে শ্রীযুক্ত পীতাম্বর শর্ম্মার দ্বারা সংশোধিত হইয়া ১৭৮২ শকে মুদ্রিত হয় ।

৮কালান্দ শিরোমণি ।

ইনি নন্দহুলাল বিগ্রহের স্ততিবর্ণনময়ী “পুষ্পমালা” নামী এক পুস্তিকার গ্রন্থন করেন । তাহার প্রথম শ্লোক এই—

শ্রীমন্মহুলাল যামি শরণং আমেব দেবং পরং

সংসারার্ণবকর্ণধার করুণাধার প্রভো তারয় ॥

মজ্জন্তুং ভববারিধৌ বহুবিধৈর্ভারৈরসস্তারকং

যালাংসীব বুভুক্ষরা পরিজনাঃ সম্মজ্জয়ন্তীহ মাং ॥

কলিকাতার নিকটস্থ চাণকগ্রামে এই শিরোমণি ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিবাসস্থল । ১৭৮৪ শকে তাঁহার রূত ঐ গ্রন্থখানি মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় ।

শ্রীভারাকুমার চক্রবর্তী ।

ইনি কলিকাতায় সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ছাত্র । “শিব-শতক” নামে গ্রন্থ রচনা করেন ; তাহার প্রথম শ্লোক এই—

মূৰ্দ্ধপ্রোস্তাসিগঙ্গেক্ষণগিরিতনয়াতুঃখনিশ্বাসপাত-

স্ফারম্মালিগ্নরেখাচ্ছবিবিব গরলং রাজতে যন্ত কণ্ঠে ॥

সোহয়ং কারুণ্যসিদ্ধুঃ সুরবরমুনিভিঃ স্তুয়মানো বরেণ্যো

নিত্যং পায়াদপায়াং সততশিবকরঃ শঙ্করঃ কিস্করং মাং ॥

গ্রন্থকর্তা ঐ গ্রন্থের শেষে স্বীয় পরিচয় ও গ্রন্থের সময় নির্দেশ এইরূপ করিয়াছেন, যথা,—

শাকেহস্মদ্বদসুরিৎপতিকাস্ত্যমানে

ধ্যাত্বা হৃদা পদযুগং দ্বিজরাজমৌলেঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণমোহনশিরোমণিসুরিজশ্রী-

ভারাকুমাররচিতং শতকং সমাপ্তং ॥”

অর্থ্যাৎ

শ্রীকৃষ্ণমোহন দ্বিজের পুত্র শ্রীভারাকুমারের রচিত “শিব-শতক” ১৭৮৬ শকে সম্পূর্ণ হয় । ঐ শকেই গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয় ।

ইনি “জীবনদৃগভূষণা” নামে গোড়ীয় ভাষায় অল্প এক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ।

শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দ্বিজ ।

ইনি “শিব-শতকভোদ্ররত্নং” নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন ; তাহার প্রথম শ্লোক এই,—

গুণাতীতেহপীক্ষা গুণিনি গুণময্যা গুণবশাদ্
 গুণীতি প্রত্যুক্ত্যা গুণবিদমুশাস্তি অতিগণঃ ॥
 যতো নিস্ত্রেগুণ্যে কচিদপি ন বৃত্তিগুণবিদা-
 মতস্ত্বাং সংস্তোতুং সগুণ বিগুণোহপি প্রভবতি ॥

এই গ্রন্থকর্তা স্বীয় পরিচয় বিশেষ রূপে দেন নাই এবং গ্রন্থ রচনার সময়ও নির্দেশ করেন নাই। গ্রন্থের রচনা প্রণালী দৃষ্ট করিলে গ্রন্থ খানিকে প্রাচীন বোধ হয়। গ্রন্থের শেষে কেবল এই শ্লোকটি দ্বারা এই গ্রন্থকর্তার নাম জানা যাইতেছে, যথা,—

“ইতি শিবশতকং শ্রীপ্রাণকৃষ্ণম্বিজেন
 ব্যরচি নিয়তমুত্তং স্তোত্ররত্নং সযত্নং ।
 সুবিহিতশিবপূজাপূর্বমেতস্ত পাঠা-
 দখিলফলবিধাতা শ্রীশিবঃ প্রীতিমেতি ॥”

শ্রীকৃষ্ণ বাবু হিতলাল মিশ্র ।

বর্দ্ধমানের অন্তঃপাতি রাইপুর গ্রামে ইহার বাসস্থল। ইনি কান্তকুল দেশীয় ব্রাহ্মণ বংশজাত এবং বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজের গুরুকুল সঙ্কৃত। ইনি ভগবদগীতার শ্রীধরস্বামীকৃত সুবোধিনী টীকার যে বঙ্গীয় অনুবাদ করেন, তাহার প্রারম্ভে যে কয়েকটি সংস্কৃত পঙ্ক্ত লিখিয়াছেন এবং রামগীতার সংস্কৃত টীকা রচনা করিয়া তাহার প্রথমে যে মঙ্গলাচরণ শ্লোক লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে ইহাকেও একজন কবি বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়।

ভগবদগীতার বঙ্গীয় ভাষায় অনুবাদের প্রথমে লিখিত মঙ্গলাচরণ শ্লোক,
 যথা,—

“বন্দে কৃষ্ণং সুরেন্দ্রং স্থিতিলয়জননে কারণং সর্বজন্তোঃ
 স্বেচ্ছাচারং কৃপালুং গুণগণরহিতং যোগিনাং যোগগম্যং ।
 দ্বদ্বাতীতংকমন্তং (৭) হরমুখবিবুধৈঃ সেবিতং জ্ঞানরূপং ।
 ভক্তাধীনং তুরীয়ং নবযনরুচিরং দেবকীনন্দনং তং ॥”

১৭৭৫ শকে ঐ অনুবাদ প্রস্তুত হয়, যথা,—

“মেয়ে মার্গগসিদ্ধিসিদ্ধুবিধুভিঃ শাকে সতাং সংমুদে
 গীতার্থঃ প্রকটীকৃতঃ কৃতিমতা বাচানয়া ভাষয়া ।
 যত্নাৎ শ্রীহিতলালভূসূরবরেণৈষোহপি দোষাকুলো
 বিজ্ঞাকীৰ্ত্তিমতাং কৃপালুবিধিতো গ্রাহ্য মাগচ্ছতু ॥”

রামগীতার সংস্কৃত টীকার মঙ্গলাচরণ শ্লোক, যথা,—

শেষাশেষমুখব্যাখ্যা কৌশলং ত্বেকবক্তৃতঃ ।

দধানমদভূতং বন্দে রামং শোষোপদেশিকং ॥

১৭৮১ শকে এই টীকা প্রস্তুত হইয়া ১৭৮৩ শকে মুদ্রিত হয় ; যথা,—

শ্রীরামগীতাটীকেয়ং কৃতা নাম্না হিতৈষিনী ।

শাকে চন্দ্রগজাশ্বেন্দুমিতে তদেবপ্রীতয়ে ॥

শ্রীযুক্ত নন্দকুমার শর্মা ।

ইহার নিবাসস্থল নবদ্বীপে । ইনি “রাধামানভরঙ্গিনী” নামে এক গ্রন্থ রচনা করেন । তাহা এ পর্য্যন্ত মুদ্রিত হয় নাই । তাহার প্রথম শ্লোক এই—

“ভূভারাবতরার্থমিস্ত্রবিধিবা গদেবাদিভিঃ প্রার্থিতঃ

পূর্ণব্রহ্মসনাতনোহপি তনুধুক শ্রীরামচন্দ্রঃ প্রভুঃ ।

ধ্যাত্বা তচ্চরণারবিন্দযুগলং শ্রীনন্দনন্দপ্রদা

রাধামানভরঙ্গিনী বিরচিতা শ্রীনন্দমানপ্রদা ॥”

“শৈলচন্দ্রসরসাসাশাকে মানতরঙ্গিনী ।

শ্রীনন্দেন কৃতা মাঘে নন্দানন্দপ্রদায়িনী ॥”

এই গ্রন্থ বোধ হয় ১৭৬৬ শকে প্রস্তুত হইয়া থাকিবে ; কিন্তু শ্রোকের শব্দ বিশ্লেষণ দ্বারা ইহার অল্পখ্যাত হইতেছে কি না, তাহা পাঠক মহাশয়গণ বিবেচনা করিবেন ।

আমরা শুনিয়াছি যে ইনি “হংসদূত” নামে অপর এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন ; কিন্তু তাহা আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় নাই । ঐ গ্রন্থের একটা শ্রোকের যে কিয়দংশ প্রুত হওয়া গিয়াছে তাহাতে রচনা কর্তার উৎপ্রেক্ষা-করণ শক্তির উত্তম অনুধাবন হইয়াছে, যথা—

“মৃদু মৃদু শ্বাসেন হংসধ্বনিঃ”

অর্থাৎ হংসকে কোন ব্যক্তি কহিতেছেন যে এক্ষণে বিরহিনী শ্রীমতী আর কিছুই বলেন না । কেবল তাঁহার মৃদু মৃদু শ্বাস দ্বারা হংসধ্বনি হইতেছে ; একজ্ঞ আমি তোমাকে সংবাদ দিতে আসিয়াছি ।

শ্রীযুক্ত রামদয়াল তর্করত্ন ।

ইনি বর্দ্ধমানাধিপতি মহারাজের সমাদৃত পণ্ডিত । ইহার নিবাস স্থল ভাট-পাড়ায় । ইনি “অনিলদূত” নামে এক খানি ঋগ্বেদকাব্য রচনা করিয়াছেন , কিন্তু তাহা এ পর্য্যন্ত সাধারণ সমীপে প্রকাশ হয় নাই ।

ঐ কাব্যের প্রথম শ্লোক এই—

“শ্রীমৎকৃষ্ণে মধুপুরগতে নির্মলা কা পি বালা
গোপী নীলোৎপলনয়নজাং বারিধারাং বহন্তী ।
ম্মানিপ্রাপ্ত্যা শশধরনিভাং ধারয়ন্তী তদান্তে
গাঢ়প্রীতিচ্যুতিকৃতজরা নির্ভরং কাতরাভূৎ ॥”

শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ দেবশর্মা ।

ইনি কলিকাতার হাতিবাগানের বিখ্যাত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মহাশয়ের পুত্র । ইহাদিগের পূর্ব নিবাসস্থল বর্ধমান জেলার অন্তর্গত উপ-লাতিবড়ায় । ইনি “পিকদূত” নামে এক খণ্ডকাব্য রচনা করিয়াছেন ; কিন্তু তাহা এ পর্যন্ত সাধারণের গোচর হয় নাই । ঐ কাব্যের প্রথম শ্লোক এই—

কুঞ্জং কৃজন্মধুকরপিকৈঃ সঙ্কুলং গোপকান্তা ।
কাচিৎ ফুল্লংকমলনয়মা গচ্ছদঙ্গপ্রধানা ।
তন্মিমেকং মধুরবচনং কোকিলং পাদপশুং
দৃষ্ট্বা হৃষ্টাবদদিদমসৌ কৃষ্ণবৎ কাস্তিভাজং ॥

শ্রীযুক্ত তারকনাথ তর্করত্ন ।

ইনি বর্ধমানাধিপতির এক জন প্রধান মন্ত্রী । ইহার নিবাস স্থল হুগলি জেলার অন্তঃপাতি বংশবাটী ।

ইনি যদিও কোন কাব্য রচনা করেন নাই, তথাপি কবিতা রচনায় যাদৃশী শক্তি দেখা যায় ইহাতে এক জন প্রধান কবি বলিয়া মান্য করিতে হয় । ইহার রচিত শ্লোক যথা—

যং জানন্তি ভিদাজড়ো বিভুরিতি প্রায়েণ নৈয়ায়িকাঃ
সাধ্যাশ্ছাগলন্তনোপমমমুং পাতঞ্জলা ইত্যপি ।
কাণাদাঃ সহকারণং প্রতিভুবং কার্যেষু গ্ৰীমাংসকাঃ
কৌতুপ্যেকো জয়তি ভ্রমাশ্রয়তয়া স্বাত্তেতি বেদান্তিনঃ ॥

দ্বিতীয় শ্লোক, যথা —

“স্বাগুণং স্বয়মেব হে পশুপতে পুত্রো বিশাখোহপি তে
কিঞ্চ তঞ্চ জটালবালসলিলো যোষাপাপর্না তব ।
ত্বন্তঃ কিং কলমশ্চুমো ভুবি বয়ং কিম্বা ত্বয়া দীয়তে
জানীমস্তদুপাসনেন স্তুচিরং জন্মক্ষয়ঃ কেবলং ॥”

শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র তর্করত্ন ।

ইনি দিনাজপুর রাজবংশের পুরোহিতগোষ্ঠীসম্বৃত। বাল্যকালে নবদ্বীপে
বিজ্ঞাধ্যয়ন করেন। ইনি “কাব্যপেটিকা” নামক এক সংস্কৃত কাব্য রচনা
করিয়াছেন ; তাহার প্রথম শ্লোক এই—

মঞ্জীররণিতমধুরৈঃ সরসৈর্ভাবাঘ্রিতৈঃ পদন্ত্যাসৈঃ ।

মুখরঙ্গেষু কবীনাং গিরো নবীনাং প্রনৃত্যন্ত ॥ (১)

গ্রন্থকর্তা স্বীয় গ্রন্থে নিজ পরিচয় এইরূপ দিয়াছেন, যথা—

“অভিনবভাবপরীতা কৃতিরবিগীতা মহেচশন্দ্রস্ত”

জনয়তু বিদ্বাং তোষং চিরমেবা কাব্যপেটিকা নাম ॥

এতদ্ভিন্ন ইনি বঙ্গভাষায় “নিবাতকবচবধ” প্রভৃতি কাব্য রচনা করিয়াছেন ।

ইনি ১২৪৮ শালে দিনাজপুরে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ।

শ্রীযুক্ত গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ ।

ইনি “লঘুভারত” ও “গোবিন্দ নামামৃত” নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন ।

(১) ১২৭৭ শালে কাব্যপেটিকা প্রথম মুদ্রিত হয়। উপরক্ত শ্লোকটি ঐ গ্রন্থ
মুদ্রাক্ষণের প্রথম শ্লোক। দ্বিতীয় সংস্করণে উক্ত শ্লোকটি দ্বিতীয় শ্লোক হইয়াছে ; তাহার
প্রথম শ্লোক এই—

“জয়তি কবিকণ্ঠবীণাবাদননিপুণা কলানতী বাণী ।”

পারন্ত্যাসৈঃ সবতিভি রূপাধিনজ্ঞানমাং জ্ঞানিন্ ॥” ইতি প্রকাশক ।

শ্রীযুক্ত চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ।

ইহার নিবাসস্থল সেরপুর । ইনি "সতীপরিণয়," "তৎসাবলী," "প্রবোধ-শতক" প্রভৃতি অনেকগুলি কাব্য রচনা করিয়াছেন । "সতীপরিণয়" কাব্যের প্রথম শ্লোক এই,—

যদাত্মতত্ত্বং যতয়ো গতেহা

বিন্দন্তি সাক্ষাৎকৃতপুণ্যপাপাঃ ।

অগম্যমপ্যাত্মবিশেষগম্যং

পরাত্ পরম্ভুৎ পরিচিস্তয়ামি ।

এই গ্রন্থ ১২৭৮ সালে ২রা শ্রাবণ ইংরাজী ১৮৭১ সালে ১৭ই জুলাই প্রথম মুদ্রিত হয় ।

সংস্কৃত কোকিল দূত প্রণেতা ।

আমরা সর্বশেষে এই খণ্ড কাব্য খানির নাম স্পষ্ট করিয়া উল্লেখ করি-
লাম । ইহার প্রণেতার নামকে কবিদিগের শ্রেণীভুক্ত করিতে আমরা সাহসী
হইলাম না । যদি ও কাব্যাদি রচনা বিষয়ে ইহার যথোচিত যত্ন থাকা দেখিয়া
অনেকেই পরিতুষ্ট হইয়াছেন, তথাপি কি ইনি কবি নামের যোগ্য হইতে
পারেন ?

“দ্ব্যতিমাত্রেন খণ্ডোতঃ কিং খণ্ডোতসমো ভবেৎ”

খণ্ডোতের (জ্যোতিরিল্পণের) কিঞ্চিৎ দ্ব্যতি আছে বলিয়া সে কি খণ্ডো-
তের (দ্ব্যতির অথবা নভঃস্ব কোন এক জ্যোতিমান পদার্থের) তুল্য হইতে
পারে ?

এই কাব্য খানি ১৭৭৭ শকে প্রস্তুত হইয়া ১৭৮৫ শকে মুদ্রিত হইয়াছে ;
যথা,—

“সিন্ধুস্বর্গাশ্বশুভ্রাংশৌ শকে দেবপ্রাসদতঃ ।

বসন্তদূতদূতাত্ম্যং জাতং কাব্যামৃতং গবি ॥”

ইহার মঙ্গলাচরণ শ্লোক এই,—

“বৃন্দাবন্দমরন্দবিন্দুনিচয়শৃঙ্গেন সন্দীপিতাদ্
গন্ধাভ্রশ্চ সনন্দনাদিরমৃতানন্দেহপি মন্দাদরঃ ।
মোক্ষানন্দধুনিম্দি সেবনসুখস্বাচ্ছন্দ্যসন্দোহদং
তদ্বন্দেমহি নন্দনন্দনপদদন্দারবিন্দং মুহুঃ ॥”

গ্রন্থের প্রথম শ্লোক এই—

“বৃন্দারণ্যামধুপুরমিতে মাধবে তস্ত পশ্চা-
দায়াস্ত্যামি হরিতমিতিবাখীজসন্ততমেকং ।
আশাবৃক্ষং নয়নসলিলৈঃ সিক্তী বর্ধয়ন্তী
রাধা বাধাবিবশহৃদয়া যাপয়ামাস মাসান্ ॥”

যদি ও এই কাব্য তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকার, সোমপ্রকাশ পত্রের, এডুকেশন
গেজেটের এবং রহস্য সন্দর্ভের সম্পাদকগণ ও অন্যান্য সহদয় মহোদয়গণ কর্তৃক
সমালোচিত হইয়া সমাদৃত হইয়াছে বটে, তথাপি ইহার দোষগুণের বিচার
চাক্ষুর্গ্ ব্যক্তিগণের প্রতি থাকিল ।



এছোক্ত কবি কাব্য ইত্যাদির নির্ঘণ্ট।

অ।

আ।

নাম	পৃষ্ঠা
অঙ্গদ	১১৩
অচ্যুতচরিত	২৬
অদ্বয়তত্ত্বপ্রকাশিকা	৬৭
অদ্বৈতবাদ	৫৪
অনন্তদেব	৫২, ৭৪
অনর্ঘরাঘব	৯৫, ৯৬, ১১৮
অনিলদূত	১৪৭
অনুবা কানুনবিবরণ	৯৭
অনুবেদান্তরঙ্গপ্রকরণ	৯৭
অন্নদামঙ্গল বিদ্যামূল্য	১৩০
অপরাজিত	১১৩
অপর্যন্তগুন	৪৯
অবস্থিবন্দা	৫৭
অবিলম্বসরস্বতী	১১৩
অভিধানরত্নমালা	৮
অভিনব গুণপাদ	৬১
অমর	৭১
অমরকোষ	২, ১৪, ৫৩
অমরকোষোদঘাটন	৪৩
অমরমালা	১৪
অমরসিংহ	১৩, ১৪
অমর	৫০
অমরশতক	৩৫, ৫১
অম্বিকাচরণ দেশশ্রী	১৪৮
অরণ	২১
অর্ঘবর্ণন	৬২
অলঙ্কারকৌস্তভ	১১৭
অষ্টাদশলীলাচ্ছন্দ	১১২

নাম	পৃষ্ঠা
আগম	৩
আটোরাঙ্গ	৪
আদিমূর	৬২
আদ্বৈততত্ত্ববিবেক	১০৪
আরাবোধ	৪৯
আনন্দ	৩
আনন্দগিরি	৪৫
আনন্দলহরী	৪৭, ৪৯
আনন্দবন্ধন	৫৭
আনন্দবৃন্দাবনচম্পু	১১৭, ১১৮, ১২৩
আবুল ফজল	৩১
আখা কেমীধর	৭৭
আখাশতক	৭
আগাস প্রণতী	৮৪
আলেকজান্ডর	৩
আখলায়ন	১
আশ্রম	২

ঈ।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	৮, ২৬, ৬০, ১১
ঈশ্বরপুরি	১০৬

উ।

উইলসন	৭৬, ৮৩, ৮২, ৯২, ৯৬, ১০০
উজ্জললীলমণি	১১২
উৎকলিকাধরী	১১২, ১১৩, ১২৪
উৎপলপীড়	৫৭
উত্তররামচরিত	৫৪, ৫৫, ১৩৮

নাম	পৃষ্ঠা	নাম	পৃষ্ঠা
উদয়নাচার্য্য	... ৬২, ৮৪, ৮৫, ১০৫	কলাধর	... ৫১
উদাস্তরাবল	... ১০৩	কলাপ ব্যাকরণ	... ২
উদ্ধবদূত	... ১৩২	কলাপরিচ্ছেদ	... ৭৭
উদ্ধবসংলেশ	... ১১২	কলিঙ্গ	... ২২, ৭১
উদ্যাপতি ধর	... ৮২	কলীনঃ দমনঃ	... ৩১
<hr/>		কল্পতরু	... ১১৩
ঋ।		কল্লন	... ৫৯, ৯৫
ঋগ্ভাষ্য	... ৯৭	কাউএল	... ১০৪
ঋতুসংহার	... ১৬	কাণ্ড	... ৭৫
<hr/>		কাত্যায়ন বরহচি	... ১, ২
ঊ।		কাদম্বরী	... ৪০
ঊৎকল	... ১১৩	কাব্যনির্ণয়	... ১০৩
<hr/>		কাব্যপেটিকা	... ১৪৯
ক।		কাব্যপ্রকাশ	... ৪৩, ৬১, ১৪০
কণাদসূত্রবিবৃতি	... ১৩৮	কাব্যপ্রকাশের টীকা	... ১২৪
কথাসরিৎসাগর	... ১, ৭৪	কাব্যদর্শ	... ৭৭
কন্দর্পকৌমুদী	... ১৪২	কামদেব	... ৭৩
কনিংহাম্	... ১৫, ৬০	কামন্দক	... ৮
কবিকর্ণপুর	... ১০৪, ১১৬	কামন্দকীয় নীতিসার	... ৮
ঐ (দ্বিতীয়)	... ১১৯, ১২০	কারণ, ডাক্তার	... ১৭
কবিকেশরী	... ১৪৩	কালচাঁদ শিরোমণি	... ১৪৩
কবিলেখ	... ১১৩, ১১৯	কালিদাস	... ১৩, ১৬, ৬৬, ৭৫
কবিলম্ব	... ১৮, ১২০	কাশিকাথা	... ৯
কবিরহস্ত	... ৮১	কিরাতার্জুণীয়	... ৮, ১০, ২৬
কবিরাজ	... ২২, ৭৩, ১৩৫	কুবলয়াবচরিত	... ১০৫
কবিরত্ন	... ১১৩	কুমার	... ১১৩
কবিরাজ মিশ্র	... ১১৩	কুমার ব্যাকরণ	... ২
কবি সার্বভৌম	... ১০৯, ১১৩	কুমারভার্গবীয় চম্পু	... ১০২
কর্ণপুর	... ১১৩	কুমারসম্ভব	... ১৬, ১৩৭
কর্ণপুর	... ২২, ৭১	কুলাল	... ৭৫
কর্ণানন্দরস	... ১১২, ১২০, ১২১	কুসুমদেব	... ১২
কর্ণরমণরী	... ৬১	কুসুমঞ্জলি	... ৮৪, ৮৮, ১০৫, ১৪০
কর্ণপ্রদীপ	... ৫১	কুসুমকর্ণামৃত	... ৯০, ১১৯
		কুসুমচন্দ্র রায়	... ১৩০
		কুসুমচন্দ্রচরিত্র	... ৬০

নাম	পৃষ্ঠা	নাম	পৃষ্ঠা
কৃষ্ণলীলোদ্দেশদীপিকা ...	১১৭	শুণসিক্ক ...	১১
কৃষ্ণানন্দ ...	১০৯	গোপাল চন্দ্র ...	১১৬
কৃষ্ণদাস কবিরাজ ...	১০৪, ১১৮	গোপালচাপনী ...	৮৩, ১২৩
কৃষ্ণানন্দ ভট্টাচার্য্য ...	১০৪	গোপালদাস বিদ্যা ...	৯২
কৃষ্ণাসুতমহার্ণব ...	৯৭	গোপালবিরুদামলী ...	১১১, ১২৩
কেরল উৎপত্তি ...	৪৫	গোপাল ভট্ট গোবিন্দী ...	১১০, ১১৪
কেশব ভট্টাচার্য্য ...	১১৩	গোপালশতক ...	৯৬
কেশব মিশ্র ...	১০৩	গোপাললীলাখ্যা ...	১০৭
কেশব স্ত্রী ...	১১৩	গোপীদত্ত ...	১২২
কোকিল ...	২৩, ৭১	গোপীপ্রেমাসুত ...	১১৩, ১২৭
		গোবিন্দনাচাৰ্য্য ...	৮৬
		গোবিন্দ কবিরাজ ...	১২১
		গোবিন্দকায় বিদ্যাহৃদয় ...	১৪৯
খ।		গোবিন্দনামোদিত ...	১৪৬
		গোবিন্দ ভট্ট ...	১১৩
খণ্ডা ...	১৭	গোবিন্দভাষা ...	১২৩
খণ্ডনখণ্ডপাদ ...	৬২	গোবিন্দবিশ্বময়ী ...	১২০, ১২১
খণ্ডপ্রশস্তি ...	৮৯	গোবিন্দলীলাসুত ...	১১৮, ১৪২
		গোবিন্দবিরুদামলী ...	১১২
		গোবিন্দষ্টক ...	৪৯
গ।		গোলদুঃকর ...	১
		গোড়াকীলকুলপ্রশস্তি ...	৬২
গগণ ভট্ট ...	৬০	গৌরগোবিন্দচন্দ্রিকা ...	১২৩
গঙ্গাদাস ...	৬২	গৌরগোবিন্দচন্দ্রিকা ...	১১৭
গঙ্গাধর তর্কবাগীশ ...	১১৬		
গঙ্গাধর পাঠক ...	১০৮		
গঙ্গাষ্টক স্তোত্র ...	১১১		
গণপতি ...	৭৫	ঘ।	
গঙ্গাধর ভট্টাচার্য্য ...	৮৬		
গীতাগীতবত্ত্ব ...	১৪২	দুটকপূর ...	৮, ১৩, ১৬
গীতাভাষণ ...	৯৭	দনশ্রাম নাম ...	১২০
গীতাভাষ্য ...	১১২		
গীতাবলী ...	৯৩, ৯৭		
গীতাভাষা ...	১, ৬, ৭		
গুণাচা ...	৫৫		
গুণবত্ত্ব ...			

নাম	পৃষ্ঠা	নাম	পৃষ্ঠা
চ ।		ছ ।	
চক্রপাণি ...	১১৩	ছন্দোবিচিতি ...	৭৭
চটক বা চাতক ...	৫৬	ছন্দোমঞ্জরী ...	২৬
চণ্ডিকাধিক ...	৭৭	ছন্দঃপ্রশস্তি ...	৬২
চণ্ডীদাস ...	১০৫		
চণ্ডীনাটক ...	১৩০		
চণ্ডীশতক ...	৩৯		
চন্দ্রকলা ...	১০৫	জ ।	
চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ...	১৪৯	জগদানন্দ রায় ...	১২৩
চন্দ্রগুপ্ত ...	৩, ৭	জগন্নাথমঙ্গল ...	১৪২
চন্দ্রদূত ...	১২৪	জয়দেব ...	৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৮
চন্দ্রশেখর ...	১০৫	জগদীশ তর্কালঙ্কার ...	৮৬
চন্দ্রশেখর বৈদ্য ...	১০৪	জগদ্ধর ...	৫
চন্দ্রালোক ...	৮৬, ৮৭	জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ...	২৫, ১৩২
চমৎকারচন্দ্রিকা ...	১২৩	জগন্নাথ রত্ন ...	১১০
চম্পুরামায়ণ ...	২৩, ৭১	জগন্নাথ সেন ...	১১৩
চাণকা ...	৬, ৭	জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন ...	১৩৮
চাণক্যামরসংগ্রহ ...	৭	জয়ন্ত্য ...	১১৩
চামুণ্ডাশতক ...	১৩৯	জয়মঙ্গল ...	২৭
চিত্তামণিদীপ্তি ...	৮৬	জয়রাম স্মারপঞ্চানন ...	৪৪
চিরঞ্জীব ...	১১৩	জয়াপীড় ...	৫৬, ৫৭
চিৎকার ভট্টাচার্য্য ...	১২৬	জীব গোস্থামী ...	১১২
চৈতন্যচন্দ্রমৃত ...	১১৪	জীবন্যুগত্যা ...	১৪৪
চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ...	১১৭	জোনরাজ ...	৯৯
চৈতন্যচরিতামৃত ...	৫৫, ১১৭, ১১৮		
চৈতন্যষ্টক ...	১৫৯		
চৈতন্যচরিতমৃত ...	১১৬	ত ।	
চোর কবি ...	১১, ৮৭	তদ্বাবলী ...	১৪৯
ঐ (দ্বিতীয়) ...	৩৩	তত্ত্বসার ...	২৭
চোরপকাশ ...	১১, ৩৫	তরল ...	৭৫
		তাৎপর্য্যপিকা ...	১১১
		তারকনাথ তর্করত্ন ...	১৪৭

নির্ঘণ্ট পত্রিকা ।

নাম	পৃষ্ঠা	নাম	পৃষ্ঠা
ভারাকুমার চক্রবর্তী	১৪৪	ধ।	
ভারানিধি তর্কবাচস্পতি	১৪০	ধনঞ্জয়	৬৫
ভারেন্দ্র	২৩, ৭১	ধনিক	৬৫, ১০১
ভীষ	৯১	ধন্য	১১১
ভুলসীদূত	১৩২	ধন্যসুখী	১৩, ১৪
ভোটক	৯১	ধর্মদত্ত	১০৫
ত্রিবিজয়	১১৩	ধর্মদাস	৪১
ত্রিলোচন দাস	২	ধর্মবিবেক	৮১
		ধর্ম্মপ্রিবোধ	১০২
দ।		দাত্ত্যুতি	৯৮
দবচন্দ্রিকা	১৪০	দাবক	৪৫
দত্তকমীমাংসা	১৪০	ধোয়ী	৮৫
দণ্ডী	৭৫, ৯৬, ৮৯	ন।	
দশকুমারচরিত	৭৬		
দশরূপক	৫৩, ৬৫	নগেন্দ্রনাথ	৩০, ৩১
দশরূপকাবলোক	১০১	নন্দকুমার শর্মা	১৪৬
দশোপনিষদ্ভাষ্য	৪২, ৯৭	নন্দরাজ	৩, ৭
দানকলিকোমুদী	১১২, ১১৩	নন্দিনীপুত্র	৭
দানসাগর	৭৯	ননমাহমাক্ষরিত	৬২
দামোদর গুপ্ত	৬৬	নরসিংহ বৈদ্য	২২
দামোদর মিত্র	৭২	নরেন্দ্র	২১, ২২, ৫১
দায়ভাগের টীকা	১২৪	নরেন্দ্র	১৬
দাক্ষিণাত্য	১১১	নরেন্দ্র	৪০, ৪২
দিনেশচন্দ্র	৯৬	নাগেন্দ্র	৪৪
দিনেশচন্দ্র	৯৬	নাগোজী ভট্ট	৬১
দিনেশচন্দ্র	৭৫	নাটকচন্দ্রিকা	১১২
দিবাকর	১১৩	নাট্যপরিচিষ্ট	১৩৬
দীপক	২	নানার্ধরত্নতিলক	১০০
দুর্গসিংহ	১২	নামলিঙ্গাধুশাসন	১৪
দৃষ্টান্ততত্ত্ব	৫	নামমালা	৬৫
দেবসিংহ	১১৩	নারায়ণ	১০৫
দৈত্যারি পণ্ডিত	৫৪	নারায়ণ পণ্ডিত	৩০
দৈতবাদ	১০	নিবাতকবচবধ	১৪৯
ঐতিবিলম্বিত হস্ত		নিবাতদিত্য	১০১

নাম	পৃষ্ঠা	নাম	পৃষ্ঠা
নীতিপ্রদীপ	১৫	প্রবোধানন্দ সরস্বতী ...	১১৪
নীতিরত্ন	১৮	প্রবোধশতক	১৪৯
নীতিসার	১৬	প্রভাবতী	১০৫
নীল	১১৩	প্রমোত্তরমালা	১৬
নীলরত্ন হালদায়	১৪১	প্রসন্নবায়ব	৮৬, ৮৭
নৈষণচরিত	৬১, ৬২	প্রস্থানভেদ	৪
জ্যৈষ্ঠসর্কষ	৮১	প্রয়োগরত্ন	৬০
প।		প্রাজ্ঞাভট্ট বা প্রাজ্ঞভট্ট ...	১০০
		প্রাপকৃষ্ণ দ্বিজ	১৪৪
		প্রাণতোষিনী	৯১
		প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ	১৩৭
		প্রেমসম্পূট	১২৩, ১৪৩
পঞ্চতন্ত্র	৩০	ব।	
পণ্ডিতসর্কষ	৮৯		
পতঞ্জলি	১, ২, ৪, ৭		
পত্রকৌমুদী	১৮		
পদাঙ্কদূত	১২৪, ১২৫, ১৩৩		
পদ্যাবলী	৮২, ৮৩, ৮৪, ১০৬, ১০৮, ১০৯	বকোক্তি জীবিতকার ...	১০৫
...	১১০, ১১২, ১১৫	বন	৯১
পদ্মগুপ্ত	১০৩	বনমালী	১১১
পদ্মপাদ	৯১	বড়াহকথা	৫
পদ্মাবেণী	১২২	বরকচি	৫, ১১, ১৩, ১৭, ২২, ৩৫, ৬৬, ৭৫
পবনদূত	৮৫	বরাহ	১৭
পরিণামবাদ	৫৬	বরাহমিহির	১৩
পরিণয়বাবিলাস	১০৫	বলদেব বিদ্যাভূষণ	১২৩
পঞ্চধর মিশ্র	৮৬	বল্লাল মিশ্র	২২
পাণিনি	২, ৩, ৭	বল্লাল সেন	৬২, ৭৮
পারিজাতহরণ	৯৫	বহুদর্শন	১৪১
পিকদূত	১৪৭	বাকপতি শ্রীরামদেব	৫৩
পার্বতীগীতরত্ন	১৪২	বাচস্পতি মিশ্র	৮৫, ১০৫
পুণ্ডরীকাক্ষ	৯৪	বাচিরাজ	৭১
পুনর্কম্ব	১৮	বাজীহুত্র	১
পুরুষপরীক্ষা	৫	বাণ	২২, ৬৬, ৭৫
পুরুষোত্তম দেব	১১৩	বাণভট্ট	২৫, ৩৯, ৪২, ১৩৫
পুঙ্কবাক্ষ	১১৩	বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ...	১৪১
পুষ্পমালা	১০৪, ১৪৩	বাণীবিলাস	১১৩
পুষ্কনৈষধ	১৩৮	বামন	৫৬
পুরী	৯১	বালবিনোদিনী	৩৮
প্রবরসেন	৪১	বালমন্ত্র	৩৮
প্রবোধচন্দ্রোদয়	১০৩	বাসব	১১৩

নাম	পৃষ্ঠা	নাম	পৃষ্ঠা
বাসবদত্তা ...	৭২০, ৭৫, ১০০	বীরসবস্ত্রী ...	১১০
বাসুদেব সার্কভৌম ...	৮৭	বীরসিংহ ...	১১১, ১২
বিক্রমাদিত্য ...	১২, ১৮	বলার, ডাক্তার ...	৩১
বিক্রমোৎকর্ষী ...	১৬	বস্ত্রবস্ত্রবলী ...	১২৭
বিজয়প্রশস্তি ...	৬২	বঙ্গভোগবাজ ...	২২
বিজয়ানন্দ ...	১৮	বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১৪০
বিজ্ঞানভিক্ষু ...	৫৪	বন্দ্যোপাধ্যায় ...	১১৪
বিদগ্ধমাধব ...	১১২	বহুংকণা ...	৭
বিদগ্ধমুখমণ্ডন ...	৪১	বৈদ্যমহাশয় ...	১১
বিদ্যপাই ...	৫১	বৃহৎসংহিতা ...	১৭
বিদ্যালয়ভিক্ষু ...	৭৫, ১০০	বৈষ্ণবাম্বা ...	৭২, ৭৩
বিদ্যোদত্তরঞ্জিনী ...	১২৬	বৈষ্ণব ...	১২৩
বিদ্যাপতি ...	৫	বৈষ্ণবমহার ...	১০
বিদ্যাবিনোদ ...	২৩, ৭২	বৈষ্ণবভট্ট ...	১৩, ১৫
বিদ্যাবর্ণা স্বামী ...	৪১, ৪৮	বৈষ্ণবগুরু ...	১৭
বিদ্যাসুন্দর ...	১১, ১৮	বৈষ্ণবগুরু ...	৪০
বিনায়ক ...	১২, ৭১	বৈষ্ণবগুরু ...	২৩
বিনোবাসী ...	৭	বৈষ্ণবগুরু ...	২৩
বিনোবদাস ...	৫৪	বৈষ্ণবগুরু ...	৪৩
বিনোবভট্টাচার্য ...	৪৫	বৈষ্ণবগুরু ...	১৩২
বিলম্বজল ...	৪৭	বৈষ্ণবগুরু ...	১৩, ১৫
বিলম্বজল ঠাকুর ...	৮৭	বৈষ্ণবগুরু ...	১৩৭, ১৩২
বিশাখ দেব ...	৩২	বৈষ্ণবগুরু ...	২৭
বিশ্বনাথ ...	১১৩	বৈষ্ণবগুরু ...	১০৫
বিশ্বনাথ কবিরাজ ...	১০৪	বৈষ্ণবগুরু ...	৬১
বিশ্বনাথ চক্রচন্দ্রী ...	১২০	বৈষ্ণবগুরু ...	৭, ১৩
বিশ্বপ্রকাশ ...	৮৭	বৈষ্ণবগুরু ...	১
বিশ্বস্তর পানি ...	১৪২	বৈষ্ণবগুরু ...	৮৬
বিশ্বদ্বিস্তোত্র ...	১৪০	বৈষ্ণবগুরু ...	৪৭
বিশ্বগুপ্ত ...	৭	বৈষ্ণবগুরু ...	৪০
বিশ্বপুরী গোষ্ঠাসী ...	৮৭, ১০৫	বৈষ্ণবগুরু ...	১
বিশ্বভক্তিরত্নাবলী ...	১০৫, ১১৩	বৈষ্ণবগুরু ...	৮১
বিশ্বশর্মা ...	৩০	বৈষ্ণবগুরু ...	
বিশ্বস্বামী ...	৮৭, ১০০		
বিশ্বব্রহ্ম ...	৭০, ৭৩		
বিশ্বজল ...	৩৩, ৩৬		
বীরচরিত ...	৫৫		

নাম	পৃষ্ঠা	নাম	পৃষ্ঠা
ভ		ভাসক	১
ভকুবিজয়	৮৬	ভাস্করাচার্য্য	১৭
ভক্তমাল	২৮, ৫১, ৮৮, ৯০, ৯১, ১০১	ভীমভট্ট	১১৩
ভক্তমালোত্তর	৫৮	ভূবন	১১০
ভক্তবত্তমাল	১৪২	ভূবনাভূদয় কাব্য	৫৭
ভক্তামর	৩৮	ভৃগুর্ভ	৫৪
ভক্তিরত্নাবলী	৮৯	ভৈরবানন্দ	৬১
ভক্তিরসাসুতসিকু	১১৩, ১১৩	ভোজপ্রবন্ধ	২২, ৬৬
ভট্ট বা ভট্ট	২৭, ৫৬	ভোজরাজ	৪৩, ৫৭, ৬৬
ভট্টচিন্তামণি	৬০		
ভট্টনারায়ণ	৫৯	ম	
ভট্টনায়ক	৬১	মণ্ডল	৯১
ভট্টলোচন	৬১	মথুরানাথ তর্কবাগীশ	৮৬
ভট্টারক	৬১	মথুরামাহাত্ম্য	১১২
ভক্বেশ্বর	২১	মথুরেশ	১২৮
ভক্বেশ্বর	১১, ৩৬, ৪৩	মদন	২৩, ৭১
ভবভূতি	৫৩, ৫৪, ৮৪	মধুসূদন সরস্বতী	৪
ভবানন্দ	১০৯, ১১৩	মাক্ষাচার্য্য	৯৬
ভবানন্দ সিন্ধুভাগীশ	৮৬	মনঃশিক্ষা	১১৪
ভরতচন্দ্র শিরোমণি	১৩৯	মনোরথ	৫৬
ভরতমণিক	২৮	মনোহর	১১৩
ভাউদাজি	১৭	মঙ্গক	৫৭
ভাগবৎতাৎপর্য্য	৯৭	মন্মট ভট্ট	৩৭
ভাগবতামৃত	১১০	মল্লিনাথ	৮২
ভাগবতসম্বর্ত	১১৬	মমূর	১১, ২২, ৫০, ৬৬, ৭৫, ৮৭
ভামুদত্ত মিশ্র	১০৩	মমূরভট্ট	৩৭
ভাবদীপ	৮৮	মহানটিক	৭২
ভাবপ্রকাশ	৬৬, ৭২	মহাপদ্য	১৬
ভাবমিশ্র	৬৬, ৭২	মহিণ	৯৯
ভাবরসামৃত	১২০	মহাবাস্তিক	১
ভারতচন্দ্র	১৮, ১৩০	মহিলভট্ট	১০৫
ভারতভাষ্যাদিনির্ঘ	৯৭	মহিপাল সেন	৭৭
ভারতী	৯১	মহেশচন্দ্র তর্করত্ন	১৪৮
ভারতের পঞ্চরত্নের ভাব্য	৪৯	মহেশচন্দ্র স্মাররত্ন	১৪০
ভারবি	১০৮, ২৬, ৭৫	মাব	৮
ভাস	৪১, ৭৫	মাতৃগুণ্ড	১১

নাম	পৃষ্ঠা	নাম	পৃষ্ঠা
মাধব	১১৩, ১৩২	যামুন মুনি	৯৪
মাধবচন্দ্র	১২৮	মুক্তিকল্পিতক	৭১
মাধবচাৰ্য্য	৪৫, ৯৮	যোগেশ্বর	১
মাধবেন্দ্রপুরি	৮৯, ১০৫, ১০৬	যোগেশ্বর	১১০
মাধব চক্রবর্তী	১১৩		
মাধব সরস্বতী	১১৩		
মাধ্ব্যাকামধিনী	১২৩		
মালতীমাধব	৪৫		
মালবিকাগ্নিমিত্র	১৬	রত্ননন্দন	৮৭, ১০৮
মাদ্রাবাদ	৪৪, ৪৫	রত্ননাথ দাস গোপালী	১১৫
মাম্বরাজ	১০৩	রত্ননাথ ভট্ট গোপালী	১১৫
মাহেশ্বর	৪৮	রত্ননাথ সেদাধ্বাণী	১১, ৮৮
মিহির	১৭	রত্ননাথ শিরোমণি	৮৬
মুকুল ভট্টাচার্য্য	১১৩	রত্নপত্নীপাধ্যায়	১০৬
মুকুলমুক্তাবলী	১৩৮	রত্নবংশ	১৬
মুক্তপ্রতিদেশবাবহা	৬৫	রত্নমঞ্জরী	৮১
মুক্তরাজ	৬৯, ৭১	রত্নাকর	৫৭, ৭৫
মুক্তাচরিত্র	১১২, ১১৫	রত্নাবতী	১০, ৪০
মুক্তাকল বা মুক্তফল	৪৭	রত্নাবলী	৪২, ১১৯
মুক্তাফল	২৭	রসকোমুদী	৭১
মুক্তারাক্ষস	৭, ৩২	রসগঙ্গাধর	১৩৭
মুরারি মিত্র	২৫, ২৬	রসতরঙ্গিনী	১০২
মৃগাকলেশা	১০৫	রসমঞ্জরী	১০২, ১৩০
মুচ্ছকটিক	২৫, ৭৬	রথেশ্বর চক্রিকা	১২৩
মেঘ	৭৫	রাঘবপাণ্ডবী	৭৩, ১০৫, ১০৮
মেঘদূত	১৬	রাঘবানন্দ	১০৫
মেঘ	২১	রাক্ষসতরঙ্গিনী	৩, ৫৯, ২৫, ৯৯, ১০০
মেদিনীকার	৬	রাজদেব	৪৩
মোহনদাস	৪৯	রাজশেখর	৭৫, ১০৩
		রাজহী	৪৩
		রাজাবলিপতাকা	১০০
		রাজেন্দ্রলাল মিত্র	১৫, ৫৯
		রাজিনন্দ্যান নিরুপণ	১৬
		রাধাকান্তচন্দ্র	১৪১
যতিপঞ্চক	৪৯	রাধামানতরঙ্গিনী	১৪৬
যমকষট্‌পদী স্ততি	৪৯	রাধামোহন বিদ্যাবাচস্পতি	১২৪, ১৩০
যশোবর্ধা	৫৩, ৫৪	রাধারমণ দাস গোপালী	১১৫
যাধবেন্দ্রপুরি	১১৩		

য।

নাম	পৃষ্ঠা
রামগীতা	১৪৬
রামচন্দ্র	১০৬
রামচন্দ্রচন্দ্র	১৪১
রামচন্দ্র দাস	১১৩
রামচরণ	১৩৭
রামজ	৫৭
রামদয়াল তর্করত্ন	১৪৭
রামদেব	২২, ৭১
রামানুজস্বামী	২০, ২১, ২২
রামায়ণটীকা	২৩
রামিল	৭৫
রায় রামানন্দ	১০২
রত্ন	১০৩, ১১৩
রত্নট	১০৫

ল ।

লঘুভাগবতামৃত	১১২
লঘুভারত	১৪৯
লক্ষ্মণসেন	৮০, ৮২, ৮৬
লক্ষ্মণাচার্য	৮৮
লক্ষ্মীধর	১১৩
লম্বোদর বৈদ্য	১২৫
ললিতমাধব	১১২
ললিতামিতা	৪৯, ৫৩
ললুলাল	৩০

ল ।

লক্ষটোপ	২৪
লক্ষর	২২, ৭১, ৭২
লক্ষনকর	৪৪, ২১, ৫৮

নাম	পৃষ্ঠা
লক্ষরবিলাস	৫০
লক্ষরচাৰ্য	১৪, ২৯, ৪৪, ৮৮, ৯০, ৯২, ৯৭
লঙ্ক	১৩, ১৫
লঙ্কক	৫৭
লঙ্কদত্ত	৫৬
লতভূষণী	২১, ২৩
লতপুলা	২৭
লক্ষশক্তিপ্রকাশিকার পরিশিষ্ট	১৩৬
লক্ষ্মীধর	১৪০
লঙ্ক	১৩১
লরণ	৮৩
লক্ষ্মুল	১৬
লাস্তিশতক	৩৬, ৭২
লাঙ্গধর	২৭
লাঙ্গধরপদ্ধতি	২২, ৪৩, ৭৫, ৯৭
লালিবাহন	২, ১৩, ২৪
লিঙ্গাম	১০০
লিঙ্গশক্তিসিদ্ধি	৬২
লিঙ্গশতক	১৪৪
লিঙ্গশতকস্তোত্ররত্ন	১৪৪
লিঙ্গস্বামী	৫৭
লিঙ্গোমণি	১০২
লিঙ্গোমৌলী	১১৩
লিঙ্গপালবধ	৮, ১০
লিঙ্গন	৩৬
ঐ (দ্বিতীয়)	৭২
লুভ	১১৩
লুভাস্ব	১১৩
লুভক	২৫, ৭৬
লুভারিতলক	১৬
লুভাররসটক	১৬
লুভারশতক	১২
লৌক	১
লৌকিকশের দেব	১১৪
লৌকিকবৈষ্ণবের টীকা	১২৪
লৌকিক মিত্র	৮৮
লৌকিকপদলাহন	৫৪

নাম	পৃষ্ঠা	নাম	পৃষ্ঠা
শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার ...	১২৪	স।	
শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র ...	১০৩		
শ্রীকৃষ্ণ সার্বভৌম ...	১২৪	সঙ্গর কবিশেখর ...	১১৩
শ্রীগোবিন্দ মিশ্র ...	১১৩	সঙ্গীতগৌরীধর ...	১৩৬
শ্রীচৈতন্যদেব ৮৭, ১০৬, ১০৯, ১১০, ১১৪, ১১৫		সঙ্গীতমাধব ...	১৫২
শ্রীজীব গোস্বামী ...	১১৬	সতীপরিণয় ...	১৪৯
শ্রীধরদ্বারী ...	২৮, ৮৮, ৯১	সনাতন গোস্বামী ...	১১০, ১১২
শ্রীনাথ ...	৯৪	সঙ্কির্মান ...	৪৬
শ্রীনিবাস আচার্য্য ...	১২০, ১২১	স্বর্নমুদ্রা ...	৭৯
শ্রীধর পণ্ডিত ...	৯৯	সরস্বতী ...	৯১
শ্রীবিষ্ণুপুরী ...	১১৩	সরস্বতীকীর্তন ...	৪৩, ৬৭, ৭১
শ্রীভাষ্য ...	৯৩	সর্বজ্ঞ ...	১১৩
শ্রীমদ্রোচনকার ...	১০৫	সর্বসংগ্রহ ...	৯৬, ৯৯
শ্রীমান ...	১১৩	সর্বদয়চিহ্ন ...	৬২
শ্রীমুগ্ধ ...	৬৪	সর্ববিনোদ ভট্টাচার্য্য ...	১১৩
শ্রীরাধকব ...	১১৩	সর্ববিনন্দ ...	১১৩
শ্রীরূপগোস্বামী ...	১০৮, ১১২	সর্বস্বত্বমণী ...	১, ৬
শ্রীশঙ্কর ...	১১৩	সাগা ...	১৬
শ্রীশঙ্কর ...	৬১	সাধনপঞ্চক ...	৪৯
শ্রীহুমৎ ...	১১৩	সামবেদের উপগ্রহ ...	১
শ্রীহর্ষ (রাজা) ...	৪২, ৭৫	সার্বভৌমদর্শনী ...	১৩৩
শ্রীহর্ষ ...	৫৮, ৬১	সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য ...	১০৮
ঋতবোধ ...	১৬	সারস্বত ...	১১৩
ঋতিগানরত্ন ...	১৪২	সারস্বতচিহ্ন ...	৪৫, ৯৭
ষেতাষতরপোনিবদ্ভাষ্য ...	৪৯	সাহস্ক ...	১১৩
		সাহস্ক ...	৩৩, ৭৫
		সাহস্কচরিত ...	৫৮
ষ।		সাহিত্যদর্পণ ...	১০৪, ১০৫, ১৩৭
ষট্ সন্দর্ভ ...	১১৫	সিদ্ধান্তমুক্তাবলী ...	৯৫
ষড়গুণশিখা ...	১, ২	সিপ্‌ক ...	২৫
ষষ্ঠিদাস ...	১১৩	স্ববন্ধ ...	৪২, ৬৬, ৭৫, ১১২, ১৩৫
ষাণ্মাসিক ...	১১৩	স্বভাষিতরত্নসমোহ ...	৬৭
ষোড়শভাবময়ী প্রশস্তরত্নাবলী ...	১০৫	স্বভাষা ...	৯৭
		স্বদ্যাস ...	১১৩

